CONTENTS

wednesday, 15th March. 1995.

Thursday 16th March, 1995

SUPPLIMENTARY DEMANDE FOR GRANTS FOR 1994-95 GENERAL DISCUSSION

—o—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA,

The assembly met in the Assembly House, Agartala on 15th. March, 1995, Wednesday at 11 A.M.

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, the Deputy Chief Minister, 12 Ministers, 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দ্বারা উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) ঃ - মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২৩।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার – ২৩।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য কোন চাকুরী নীতি প্রনয়ন করেছেন কিনা ?

২) যদি করে থাকেন সেটা কি ?

৩) বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য চাকুরীর বয়সের উর্দ্ধসীমা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) ১৯৮৮ইং সনে বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার চাকুরী নীতি প্রনয়ন করিয়াছেন এবং তা বর্তমানে প্রচলিত চাকুরী নীতি বাস্তবানুগ পুন: প্রনয়নের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় নূতন নিয়োগনীতির প্রনয়ন সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বয়স উত্তীর্ণ বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য চাকুরীর বয়সের উর্দ্ধসীমা ৩৫ বৎসরের পরিবর্তে ৩৭ বৎসর করা হইয়াছে। সাধারণভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে আর তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি ক্ষেত্রে ঐ বয়সের উর্দ্ধসীমা ৪০ বৎসরের পরিবর্তে ৪২ বৎসর করা হইয়াছে।

শ্রীসুধন দাস : - মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যেটা বলেছেন যে ২ বৎসর করে বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে। এই ২ বৎসরের ফলে কত সংখ্যক বেকারের চাকুরী বয়স পার হয়ে গিয়েছিল যারা নাকি এখন চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, এই বিষয়টি আমার কাছে যতটুক আছে আমি সেইটুকু বলছি, ১৯৯৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত চাকুরীর বয়সসীমা পেরিয়ে গেছে এই রকম বেকারের সংখ্যা হল ২৪ হাজার ২০২ জন। তারমধ্যে এই সরকারের ২ বৎসর চাকুরীর বয়স সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে মোট ৩,৮০৪ জন রেজিষ্টার্ড বেকার উপকৃত হয়েছেন। তারমধ্যে পুরুষ হল ২,৩৫৭ জন এবং মহিলা হল ১,৪৪৭ জন উক্ত ৩,৮০৪ জন উপকৃত বেকারদের মধ্যে এস, সির আছে ৭৮ জন, আর এস, টির আছে ১১২ জন।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে চাকুরী দেওয়ার জন্য নীতির ব্যাপারটা বিবেচনাধীন আছে, তাদের রাজত্বের দুই বৎসর

অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও। তা আগামী দুই বছরের মধ্যে সেটা করা সম্ভব হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— আমরা বেকারদের কথা চিন্তা ভাবনা করে তাড়াতাড়ি যাতে চাকুরী নীতি ঘোষনা করতে পারি তার চেষ্টা করব। আগামী দুই বছরের সীমা নিশ্চয়ই আপনার জন্য অপেক্ষা করবে না।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) : স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন ৩৫ বৎসর বয়স সীমা যেটা ছিল সেটাকে বাড়িয়ে ৩৭ বৎসর করা হয়েছে। তা এই সরকার ক্ষমতায় যে এসেছেন দুই বৎসর শেষ হওয়ার পথে, এই সময়ের মধ্যে বয়স সীমা বাড়িয়ে ৩৭ করার পরও কতজন বেকার পুনরায় চাকুরী পাচ্ছেন না, এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে হিসাব [illegible] না হওলেই তার প্রকৃত হিসাবটা মাননীয় সদস্য পেয়ে

শ্রীমতিলাল সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করতে [illegible] জানতে চেয়েছি তার জবাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেবেন। [illegible] যোগ বিয়োগ করার পরে যদি ভুল হয় তাহলে সেটা মন্ত্রীকেই করতে হবে— [illegible] এ দায়িত্ব উনার - আমাদের নয়।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে ১৬,২২৪ জন বেকারের বয়স সীমা পেরিয়ে গেছে। তারমধ্যে আমরা বয়স সীমা ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ বৎসর করার ফলে ৩,৮০৪ জন বেকার উপকৃত হয়েছে। এরফলে এরা চাকুরী পাবার অধিকার পেয়েছে

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটাতে এত বিতর্ক করে লাভ নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারই চাকুরীর ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি মেনে দেন না। আর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রকমের নিয়োগ বন্ধ রেখে দিয়েছেন একমাত্র মিলিটারী এবং প্যারামিলিটারী কোর্স ছাড়া।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার-এর বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী পাবার উর্দ্ধতম বয়সসীমা কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নাই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে সমস্যা সেটা হচ্ছে বেকারদের সমস্যা। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে বিগত জোট সরকারের রাজত্বে এই বেকারদের চাকুরী সংক্রান্ত যত নিয়মনীতি সমস্ত কিছু লঙ্ঘন করে হাজার হাজার বেকারদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে ফিনান্সিয়েল অর্ডার ছাড়া, এর ফলে এই রাজ্যে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকট সম্পর্কে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কি না ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১৯৮৮ সালে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখেছি যে চাকুরীর নিয়োগ নীতির কোন বালাই ছিল না। এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়সেরও কোন সীমা বাঁধাস্বরূপ ছিল না। তারা যাকে খুশী চাকুরী দিয়েছেন। ফলে আমরা দেখেছি ওদের মন্ত্রীসভার একজন সদস্যকে এই ব্যাপারে আগরতলায় লাঞ্ছিত হয়েছে এই চাকুরীর জন্য। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমরা এই ছোট ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের চাকুরীর ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার তার বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যেখানে অঢেল টাকা রয়েছে, তারা আই. এম. এফ, থেকে বিশ্ব ব্যাংক থেকে এবং অন্যান্য প্রাইভেট ফার্ম থেকে টাকা ঋণ নিতে পারছে সেখানে তারাও চাকুরী দিতে পারছে না সে জায়গায় রাজ্য সরকার কিভাবে চাকুরী দেবেন। তবে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যা সীমাবদ্ধ সামর্থ্য

আনার জন্য ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল। সেই এগ্রিমেন্ট অনুসারে আমরা অফার দিয়েছি। আমরা জানি যে টি. এন. ভিব সময়ও এটা করা হয়েছিল। এখানে আমরা বর্তমানে খালি পদগুলি চিহ্নিত করছি। ওদের সময়ে সেখানে ১০টা পোস্ট ছিল, সেখানে ১০০ জনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে পোষ্ট নেই সেখানেও লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত জটিলতা হয়েছে। কোন নিয়োগ নীতি ছাড়া তারা লোক ঢুকিয়ে নিয়েছে। আমরা সেখানেদের নিয়োগ নীতি ঘোষণা করে নিয়োগ করব। এখন আমরা এসেসমেন্ট করছি। তারপর রিসেন্টলি সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট-এর জাজমেন্ট অনুসারে আমাদের বিএসেস্ করতে হচ্ছে সব কিছু। সবটা দেখে এবং নিয়োগ নীতি ঘোষণা করে যতটা সম্ভব আমরা চাকুরী দেব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন : মাননীয়মন্ত্রীবা স্যার আমার প্রশ্নের উত্তর আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে পেলাম না। উনিও দেন নাই। আমি বলছি যে উনি তাদের সম্পর্কে নিয়োগ নীতি সরে দাঁড়িয়ে দিয়েছেন, ৩৭৩৫ জনকে এই সরকার আসার পর চাকুরী দিয়েছেন। ১৯৫০ সাল থেকে বাকীদের নিয়োগ নীতি না থাকা সত্বেও কিসের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (শিক্ষামন্ত্রী) : স্যার এই সংখ্যার কোন চাকরী দেওয়া হয় নাই। এই সংখ্যা উনি কোথায় পেয়েছেন আমি জানি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন : —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমি মেনে নিলাম।

মিঃ স্পীকার : এটা মেনে নিলে আর তো কিছুই থাকে না। মাননীয় বিরোধী দলনেতা আপনি যদি এটা মেনে নেন তাহলে আপনার আর কিছু বলার থাকে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন : স্যার শহীদদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে সেটা কোন নিয়োগ নীতির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে? সেই নিয়োগ নীতি কবে হলো? তথাকথিত শহীদদের নামে যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে সেই নিয়োগ নীতিটা তো করা হয়

নাই। আমি মাননীয় মন্ত্রীর অনুরোধ অনুসারে জানতে চাই সেটা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল যে যারা রাজনৈতিক কারণে খুন হয়েছেন বা ভিকটিমাইজড্, তাদের পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হয়। ওদের সময়ে আমাদের পৌণে চারশ লোক খুন হয়েছিল। তাদেরকে কোন রিলিফ দেওয়া হয় নাই। আমাদের সরকারের কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বই ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পাবলিশ করা বই। এই বইতে লেখা আছে ঐ দপ্তরে এই পর্যন্ত কত চাকুরী দিয়েছে। এখানের মধ্যে এল, ডি, ক্লার্ক আছে ৯২ জন। তাছাড়া অন্যান্য আরও আছে স্টাফ নার্স, ডাক্তার ইত্যাদি আছে। এর মধ্যে ৯২ জন এল, ডি, ক্লার্ক আছে।

স্যার, আমাদের বক্তব্য আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে, জব ফর্মের ছাপানোর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে কিছু দিনের মধ্যে জব ফর্ম বিলি করা হবে। কিন্তু আজকে এখানে এসে বলছেন যে, আমাদের এখনও নিয়োগ নীতি হয় নি তাহলে কি এই রাজ্যের বেকারদের নিয়ে এই সরকার ছিনিমিনি খেলছে ? এবং এই সরকার ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কেটাগরিক্যালি প্রশ্ন করতে পারেন। আপনার বই মতে ৯২ জন এর চাকুরী হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক : উপ-মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন এটা অসত্য এটা স্বীকার করবেন কিনা এবং আপনাদের জব ফর্ম পলিসিতে জব ফর্ম ছাপানো আরম্ভ হয়েছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আপনি যদি আমাকে একটু অনুমতি দেন

তাহলে স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা আমি বলতে পারি। এখানে যেটা উল্লেখ করা হয়েছে এটা কি? যে কতগুলি বিষয় আছে, কতগুলি কেটাগরি আছে যেগুলি সরকারের জেনারেল কোন নিয়োগ নীতির সঙ্গে রিলেটেড নয়। এই গুলি ট্যাকনিক্যাল পোস্ট। যেখানে জব ফর্মের কোন প্রয়োজন নেই। উনারাও জানেন কিছু কিছু কেইস আছে যেমন ডাই-ইন-হারনেস কেইস, ডাই-ইন-হারনেস কেইস যেগুলি যেগুলি আছে সেগুলি এরমধ্যে আসে না। স্যার, আরও কিছু আছে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে রাজ্যের হাসপাতালগুলি চলার ক্ষেত্রে আমাদের নার্সের প্রচণ্ড অভাব ছিল, আমরা ৬৩ জন নার্সকে তারমধ্যে চাকুরী দিয়েছি। এরমধ্যে টেকনিক্যাল স্টাফ আছে এইগুলি মন্ত্রী-সভার সিদ্ধান্ত করেই আমরা দিয়েছি। এরমধ্যে কোন রকম অনিয়ম হয়নি। টেক-নিক্যাল স্টাফের সঙ্গে জেনারেলের কোন প্রশ্ন নেই এগুলো আলাদা ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— শেষ করতে দিন না। আপনাদের বলার থাকলে বলবেন উনাকে শেষ করতে দিন।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উনি কেটাগরিক্যালি বলেছেন যে, টেকনিক্যাল পোস্টের ক্ষেত্রে এবং ডাই-ইন-হারনেস কেইসের কথা বলেছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :--স্যার, সরকারীভাবে যে সব পুস্তক বের করেছে তাতে ডাই-ইন-হারনেসের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া টেকনিক্যাল পোস্টেরও নিয়োগ নীতি থাকবে ইঞ্জিনিয়ার বেকার আছে, ডাক্তার বেকার আছে।

মিঃ স্পীকার :— না, না, টেকনিক্যাল পোস্টের জন্য তার কোয়ালিফিকেশান, অর্ডার অব্ মেরিট সেগুলি হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এল, ডি, ক্লার্ক ডাইরেক্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এল, ডি, ক্লার্কের কথাতো বলেছে ডাই ইন-হারনেসের

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, ডাই-ইন-হারনেসের কথা বলেনি। ও অসত্য কথা বলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এমনিতে কোন এল, ডি. ক্লার্ক নিয়োগ করা হয়নি। যে ক্লাস-থ্রি হয়েছে তা ডাই-ইন-হারনেস কেইসে হয়েছে এরমধ্যে অন্য কোন ব্যাপার না। ওরা চিৎকার করলেতো হবে না। ডাই-ইন-হারনেস কেইসে ক্লাস'-থ্রি হয়েছে ক্লাস-ফোর হয়েছে। ডাই-ইন-হারনেস কেইস এটা সমস্ত ভারত-বর্ষে আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাইরেকশনে আছে। ওরা এটা মানতে পারেন, না মানতে পারেন, শুধ চিৎকার করলে কিছু হবে না। তারপরও কিছু পোস্ট আছে যেগুলি টি, পি, এস, সি, ফেস করে আ'সতে হয়। মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত করে আমরা কিছু দিয়েছি। নার্সের অভাব আছে সেগুলি দিয়েছি। তারপরে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট আছে সেগুলি দিয়েছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমরা বলছি এল, ডি, ক্লার্কের কথা। এল, ডি ক্লার্ক। এল, ডি ক্লার্ক ৯২।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— না স্যার, এল, ডি, ৯২ জন নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার বলছে এল, ডি, নেই। ৯২ টা এল, ডির মধ্যে এল, ডি, নেই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ডাইং এণ্ড হারনেস কেইসে প্রত্যেক দপ্তরে দেওয়া হয়েছে। আমার দপ্তরেও দেওয়া হয়েছে। এটাতো মনেল নোর্স।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এটা ঠিক আছে স্যার, ডাইং ইন হারনেস কেইসে দিতে পারেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ডাইং ইন হারনেস কেইসে দেওয়া

হয়েছে। আর পলিটিক্যালি ভিকটিমাইজ যারা তারা তো আর আমাদের সরকারের আমলে না। আপনাদের সরকারের সময়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— না, না, তা ঠিক আছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— দেয়ার ইজ নো কোশ্চেন স্যার,

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি বলছি এই যে ৯২ জন এল. ডি. এইসব গুলি কি পলিটিক্যালি কেইস এবং ডাইং এণ্ড হার্নিয়া কেইস না, এর বাইরেও আছে, কিনা? তা আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করছি। এই ৯২ জন ডাইং এণ্ড হার্নিয়ার বাইরেও আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ডাইং এণ্ড হার্নিয়া কেইসে আছে। আর সব আছে যেইগুলি আপনারা এপয়েন্টমেন্ট ছেড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু দিতে পারেননি সেই গুলিও আছে। এছাড়া আর অন্যান্য চাকুরী দেওয়া হয়নি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এতো আমার প্রশ্ন হলোনা। সরকারী নিয়মনীতি ছাড়া আমরা যাদেরকে চাকুরী দিতে পারিনি শুধুমাত্র ডাইং এণ্ড হার্নিয়া কেইস ছাড়া, আমরা যাদের দিতে পারিনি, আপনারা তাদের দিয়েছেন, তাহলে নিয়মনীতি ছাড়া কাদের কাদের দিয়েছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— ব্যাকলক্ আমরা দিয়েছি স্যার আপনারা দেন নাই, আমরা দিয়েছি স্যার

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—ব্যাকলগের কোন নিয়মনীতি লাগে না? ১৬ হাজার লোকের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ব্যাকলগের তো নিয়মনীতি লাগে, নিয়োগনীতি লাগে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—আপনারা সমস্ত রেখে গেছেন

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আমরা রেখে গেছি ঠিক আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

বলেছেন যে ১৬ হাজার লোককে দেওয়া যাবে না, তাহলে এই ১৬ হাজার এর মধ্যে যায় গেছে কিনা ? শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। ওকে প্রশ্রয় দেবেন না। সে আপনার চেয়ারের দিকে দৌড়াচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ নাথ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—আসুন আমার দপ্তরে, আপনারা কি করে গেছেন তা আমি দেখিয়ে দেব। একটাও নিয়মনীতি আপনারা মানেননি।

মিঃ স্পীকার :—প্লিজ, প্লিজ, এই রকম করলে তো আর পারা যাবে না। এই করলে আমি হাউজ চালাব কি করে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, আপনারা যখন নিয়মনীতি প্রনয়ন করবেন বা করছেন তখন বিগত প্রায় ২ বৎসর হতে চলছে এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে যারা খুন হয়েছেন তাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা ? এবং সেই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানার বাইরে কোন দপ্তরে নিয়মনীতি বা নিয়োগনীতি প্রণয়নের আগে অবৈধভাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা ? বিশেষ করে স্বাস্থ্য দপ্তরে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন —

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :—না স্যার, একটিও অবৈধভাবে চাকুরী দেওয়া হয়নি।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—এই তথ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাউক না এই হাউজে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় উনি তো উত্তর দিয়েছেন যে একটিও চাকুরী অবৈধভাবে দেওয়া হয়নি। এর বাহিরে কি আর কিছু আছে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি রাজনৈতিক শহীদ পরিবার সম্পর্কে বলছিলাম।

মি: স্পীকার :—ঠিক আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন, শহীদ পরিবার সম্পর্কে নিয়মনীতি আছে কিনা নেই তা বলুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার আমরা দেখছি। আগে যারা সহিদ হয়েছে তাদের কেইসগুলি দেখে আস্তে আস্তে আমরা আসছি। তাও এই সময়ের মধ্যে যারা আছে তাদের সবাইকে দেওয়া যায়নি। কারণ পোস্ট এর প্রশ্ন আছে। যদি তাদের কাছে কোন তথ্য থাকে তারা দিতে পারেন সরকারের কাছে। তাহলে আমরা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখব।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) : - মি: স্পীকার স্যার, এই কোয়েশ্চান এর ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড আছি।

মি: স্পীকার :—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :—এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৯।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে (ধর্মনগর) মহকুমার দেওয়ানপাশার ড্রাই হাউসটি চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য যে দেওয়ানপাশার ড্রাই হাউসটি বর্তমানে কর্পোরেশন চালু করতে পারিতেছে না। কারণ বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি এই কর্পোরেশনের চালু করার পক্ষে সম্ভব নয়। টি, এইস, এইস. ডি, সি, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিটটি সরকারী অনুমোদনক্রমে অন্যান্য সংস্থার নিকট হস্তান্তর এর ব্যবস্থা হইবে।

২। উপরোক্ত আর্থিক পরিস্থিতির কারণে কর্পোরেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিয়া ইউনিটকে পুনরায় চালু করা সম্ভব নয়।

শ্রীসুধন দাস : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ড্রাই হাউসে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা স্টেলেশন করা হয়েছিল, যদি সেটি চালু সম্ভব না হয় তা হলে ঐ মেসিন কি করা হবে, এবং ড্রাই মেসিনগুলি অন্যত্র স্টেলেশন করে চালু করা হবে কিনা।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, কর্পোরেশন অনেক টাকা খরচ করে যেহেতু মেসিনটি বসানো হয়েছে সেটিকে মেরামত করে আবার চালু করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী .... (দপ্তর মন্ত্রী) : মাননীয় সদস্য, ম্যাশিনগুলি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে আমরা পর্যালোচনা করে দেখলাম এটাকে মেরামত করতে গেলে সাত থেকে দশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এবং সেখানে প্রতি মাসে ১২০ বেল হিসাবে সুতা যোগানের জন্য দুই কোটি থেকে আড়াই কোটি টাকার দরকার। এই পরিমাণ মূলধন যোগান করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া প্রচুর পরিমাণ সুতা বাজার জাত করা কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব না। এই অবস্থায় ইউনিটকে হস্তান্তর করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এখন আমরা চাই ছোট ছোট ড্রাই ইউনিট করে রঙীন সুতা চাহিদা মত যোগান দেওয়ার জন্য। তাই এই ইউনিটকে কি করা যায় বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তী সময় জানাতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর—৫৪।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ৫৪।

প্রশ্ন

১। গণ্ডাছড়া মহকুমাতে কারাগৃহ নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু করা যাবে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিচার বিভাগ স্থাপনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কারাগৃহ নির্মানের কাজ শুরু করা হবে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গণ্ডাছড়া আজকে ৪/৫ বছর হয়েছে নূতন সাবডিভিশন হয়েছে। এখানে যে সমস্ত আসামী আছে তাদেরকে অমরপুর নিয়ে আসতে হয়। এবং নিয়ে আসার ক্ষেত্রে নানা গণ্ডগোল হয় গাড়ী আক্রান্ত হয়। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সমস্যা দূর না হলে এখানকার এলাকাবাসীদের জীবন অসুবিধায় পড়বে। কাজেই কবে পর্যন্ত জেল নির্মান করা হবে তার একটা সম্ভাব্য সময় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্যাপারটা জুডিশিয়ারী ফাংশনের সংগে যুক্ত। জুডিশিয়ারী ফাংশন শুরু না হলে এটা করা যাবে না।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গণ্ডাছড়াতে

দীর্ঘ দিন যাবত আইন কানুন এর কাজ হচ্ছে না। কাজেই সাব ডিভিশন হলেও সাধারণ মানুষের উপকারে আসছে না। তাছাড়া ঘাট খুবই খারাপ। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন জেল কনষ্ট্রাকশন সম্পর্কে সেটা কবে হবে?

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে গণ্ডাছড়া সাবডিভিশনের ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক সেটা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। আর জেল সম্পর্কে বলেছি যে জুডিশিয়ারী ফাংশন শুরু হলে এই কাজে হাত দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : জেল কনস্ট্রাকশনের ব্যাপার, এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি আশা করবো মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে এনলাইটেন করবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— নূতন করে একটা ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে এবং এই সাব-ডিভিশনের সুফল যাতে আজ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যায় চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বোটলনেক কিছু আছে সেগুলি আমরা দেখব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বোটলনেকের প্রশ্ন নয়। ডি. এম. হচ্ছে চাইর্ম্যান অব দি জেল। জুডিশিয়ারী কাজ শুরু হওয়ার আগেই তো জেল করতে হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— আমরা এখনও সাবডিভিশনের কনস্ট্রাকশন করতে পারি নাই নূতন সাবডিভিশন এটার জন্য কিছু সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং -১২১। ম্যান পাওয়ার এবং এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীরণজিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং- ১২১।

প্রশ্ন

১। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণের পর এখন পর্যন্ত মোট কত জন কন্টিজেন্ট, সি; ডি, আর, ডব্লিও এবং ফিক্সড পে কর্মচারীদের বরখাস্ত বা ছাঁটাই করা হয়েছে,

২। এদের মধ্যে কতজনকে পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে,

৩। এবং যে সমস্ত কর্মচারীরা বরখাস্ত বা ছাঁটাই হয়েছে তাদের সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

উত্তর

১। ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণের পর এখন পর্যন্ত মোট কন্টিজেন্ট ১৩ জন সি ডি, আর, ডব্লিউ-১৮ জন এবং ফিক্সড পে - ২১২ জন কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছিলেন।

২। এদের মধ্যে ১৮৬ জনকে মাননীয় হাই কোর্টের আদেশ মূলে কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

৩। সরকার আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

শ্রীদেবব্রত কলই :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন কন্টিজেন্ট-১৩ জন, সি, ডি, আর, ডব্লিউ- ১৮ জন এবং ফিকস্‌ড পে- ২১২ জন কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছেন। এর মধ্যে পৌর সভার কর্মচারীরা আছেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) : - না, এর মধ্যে তা ধরা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য কটিকরায়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নং- ৯৬।

মিঃ স্পীকার : অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং- ৯৬.

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৯৬।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের মোট কতটি পি এইচ, সি, তে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নাই,

২) যে সব পি, এইচ সি, তে ডাক্তার নাই সেখানে ডাক্তার নিয়োগ করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছেন কি ?

৩) ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকলে ফটিকরায়, কাঞ্চনবাড়ী পি, এইচ, সি, তে কবে নাগাদ ডাক্তার পাওয়া যাবে, এবং

৪) রাজ্যের পি, এইচ সি, গুলির মেরামতী, ওয়ারিং, ষ্টাফ ও প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ-এর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) এবং ২) স্যার, প্রথম এবং ২য় এই দু'টি প্রশ্নের উত্তর, হাসপাতালের কাজ চালিয়ে যাবার মত ডাক্তার সব হাসপাতালেই আছে।

৩) ফটিকরায় পি, এইচ সি, তে ৩ জন ডাক্তার আছেন এবং কাঞ্চনপুর পি, এইচ, সি, তে ২ জন ডাক্তার আছেন। ফটিকরায়ের ডাক্তাররা হচ্ছেন, ১) ডাঃ সুকোমল পাল, ২) ডাঃ দিলীপ কুমার দাস এবং ৩) ডাঃ জয়ন্ত পোদ্দার। আর কাঞ্চনপুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আছেন, ১) ডাঃ ত্রিলোচন পারিখা, ২) ডাঃ নন্দকিশোর পাল

৪) রাজ্যের পি, এইচ, সি, গুলির দুরবস্থা কাটানোর উদ্যোগ সরকারের সব সময়েই থাকে এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই আগে এই রকম পরিষেবা ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয় বার আসার পর, সরকার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন দিক এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটা ঠিক, যত সংখ্যক রোগী হাসপাতালে আসেন সবাইকে ঔষধ দেওয়া সম্ভব নয়। সে জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহে সরকারের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ফটিকরায়ে ৩ জন ডাক্তার আছেন। স্যার জনৈক পোদ্দার উনি ডেপুটেশানে গেছেন আর ডাক্তার দিলীপ দাস নামে কোন ডাক্তার আছেন কিনা আমরা জানি না। আর ডাঃ পালকে কবে নাগাদ দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ডাঃ সুকোমল পাল এই মাসের ২ তারিখ গেছেন। ডাঃ দিলীপকুমার দাস ছ বৎসর যাবৎ ফটিকরায়ে আছেন। জয়ন্ত প্রয়োজনে ছুটিতে আছেন। আর জয়ন্ত পোদ্দার, ডাক্তার, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ থেকে সেখানে আছেন

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনবাড়ীতে ডাক্তার যিনি আছেন ডাঃ পাল, তিনি অসুস্থ কিনা এবং উনার পরিবর্ত্তে ডাক্তার চাওয়া হয়েছিল যে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, যে কোন লোকই অসুস্থ হতে পারেন ডাক্তারও অসুস্থ হতে পারেন। সেখানে আরেকজন ডাক্তারকে যাতে ইমিডিয়েট অর্ডার করা যায় সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন আসলে কাগজে পত্রে ডাক্তার থাকতে পারে, কিন্তু ডাক্তারখানায় ডাক্তার নেই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখব।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফটিকরায় এবং কাঞ্চনবাড়ী হাসপাতালে যে সব রোগী থাকেন তাদের কাপড়, বেডশীট ইত্যাদি ওয়াশিং করার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ? যেগুলি ওয়াশিং করা হয় দীর্ঘদিন যাবৎ সেগুলির কোন পয়সা দেওয়া হয় না। এটা সত্য কিনা ? যদি সত্য হয় তাহলে কবে নাগাদ তাদের পয়সা দেওয়া হবে ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, নিয়মটা হচ্ছে প্রত্যেক হাসপাতালে ওয়াশিং এর ব্যবস্থা থাকে। এমনিতে ওয়াশার ম্যান নিয়োগ না করে। কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে সেটা করা হয় যেখানে ওয়াশার ম্যান থাকে না সেখানে যে সব ল্যাম্পস প্যাকস্ আছে এবং যারা সাপ্লাই দেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেগুলি ওয়াশিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। হয়তো কিছু বাকী থাকতে পারে। আমাদের কিছু আর্থিক সমস্যা আছে তার জন্য হয়তো কিছু বাকী থাকতে পারে। সেখানে যেহেতু টাকা বাকী আছে সুতরাং ওয়াশার ম্যানও আছেন। বাকী টাকাটা আমরা দেবার চেষ্টা করব।

শ্রীভৃদেব ভট্টাচার্য্য :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফটিকরায় হাসপাতালটির কনস্ট্রাকশান যেভাবে চলছে এটা কবে নাগাদ শেষ হবে, কবে নাগাদ আমরা হাসপাতালটির উদ্বোধন করতে পারব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এবং কাঞ্চনপুর প্রাইমারী হেলথ সেন্টারটির যে দুরবস্থা এটা দীর্ঘদিন যাবৎ কোন রিপেয়ারিং করা হয় নি এটা রিপেয়ারিং করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার কনস্ট্রাকশানের ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা (কৃষ্ণনগর) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সোনামুড়া মহকুমাতে কমলনগরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র দালান বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। সেখানে কোন ডাক্তার নাই। ঐ এলাকার জনগণের কথা চিন্তা করে সেখানে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এটার ব্যাপারে মাননীয় সদস্য মহোদয়ের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে। আমর ই মডিফায়েড টেলী যেগুলি কনস্ট্রাকশান শেষ হয়েছে যেমন—পুরাথল, কমলনগর, কল ছড়া এগুলি ওপেন করার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদয়পুর মহকুমার কিল্লা এবং মাঠারবোমাতে কতজন ডাক্তার আছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব। তবে আমি যতটুকু জানি সেখানে একজন মেডিক্যাল অফিসার অলরেডি আছেন এবং আরও দুইজন মেডিক্যাল অফিসার আমরা দিচ্ছি, সেখানে নার্সও দিয়েছি। এই হাসপাতালটিকে ফুলফ্লেজেড হাসপাতাল হিসাবে চালু করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সাব্রুমেতে একটা পি এইচ সি সেন্টার খোলার কথা ছিল এবং তারজন্য ঘর সমস্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কোন পি, এইচ, সি হয়নি অথচ এই নামে চিঠিপত্র যাচ্ছে এখনও। যে ঘরগুলি তৈরী করেছিল সেগুলি এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সাব্রুমের পি, এইচ, সি, সেন্টার খোলা হবে কিনা এবং এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — স্যার এই ধরনের অনেক চিঠি পত্র ইত্যাদি গেছে এবং ফাউন্ডেশান স্টোনও বসানো হয়ে গেছে। আমাদের এখন যা হাতে নিয়েছে সেখানে ৭টি হেল্থ ওয়ান পি. এইচ. সি থাকবে এবং তার মধ্যে একজন মেডিক্যাল অফিসার থাকবেন ২।৩।৪জন রোগী থাকবে কিন্তু তাদের জন্য ডাক্তারের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। সাব্রুমের কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে বলতে পারব কারণ এই প্রশ্নের সঙ্গে সেটা রিলেটেড নয়।

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রইস্যাবাড়ী পি. এইচ সিতে একজন নার্স আছেন, ঔষধপত্র কিছু নেই। একজন মেডিক্যাল অফিসার যিনি ছিলেন উনাকে ব্যাংকের ম্যানেজার মেরে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত করে সেটা চালু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :-- স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন। এটা অবশ্য আমার জানা দরকার, ভূষণ বলে একজন মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন সেখানকার ব্যাংকের

ম্যানেজার তাকে মেরে রাস্তার ফেলে রেখেছিলেন এবং পরে রাস্তার লোক এই মেডিক্যাল অফিসারকে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন যাই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি জীবিত আছেন এবং বর্তমানে নৃত্যমবাড়ীতে কাজ করছেন। ব্যাংকের ম্যানেজার বইস্যাবাড়ীতে আছেন এবং অন্য কেউ সেখানে গেলেই তিনি মারধোর করেন এবং তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানে মেডিক্যাল অফিসার রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। তবুও আমরা চেষ্টা করছি সেটা চালু করা যায় কিনা।

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে মারধোর করা হচ্ছে এবং ঔষধপত্র নেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার : — (মন্ত্রী) স্যার, এটা তো আমি বলেছি আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার : এইটা সম্পর্কে যা বুঝা গেছে গঙ্গানগর, গণ্ডাছড়া কটিকরায়, শিল্লা ডাক্তার কাগজে পত্রে আছে, অথচ প্র্যাক্টিকেলি তার অনেকটা অমিল রয়েছে মাননীয় মন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি এটা সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত করে অন্ততঃ পাবলিকের স্বার্থে করবার চেষ্টা করুন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৯৭।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুবিধার্থে গ্রামীন এলাকায় নতুন কতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার চিন্তাভাবনা সরকার করছেন,

২। সিমনা বিধানসভা এলাকাধীন বড়কাঠাল, এসরাই এলাকায় পি এইচ, সি, খোলায় পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) এবং ২) এখন পর্যন্ত ৬২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পি, এইচ, সি) খোলা হয়েছে। যার মধ্যে ৭টি কেইজ ওয়ান রয়েছে (ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্ট) বর্তমানে নতুন ১২টি পি, এইচ, সির কাজ চলেছে। অতি সত্বর তিনটি পি, এইচ, সি খোলার সম্ভাবনা আছে। শিকারীবাড়ী, ৮২ মাইল, কালাছড়া এনষ্ট্রাকশান শেষ হয়ে গেছে। আর নতুন খোলার কথা এখনও ভাবতে পারছি না এজন্য যে ১২টা আছে তাতে আমরা ঠিক করেছি আমাদের দপ্তর ঠিক করেছে এইগুলির কাজ শেষ করেই তারপর নতুন হাতে নেওয়া হবে। কারন বৎসরের পর বৎসর এইগুলি পড়ে আছে। এইগুলির কাজ শেষ করে তারপর নতুন [illegible] চিন্তাভাবনা হবে।

শ্রী প্রমথ দেববর্মা :-- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী [illegible] যে, এটা সরকার চিন্তাভাবনা করছেন। এইখানে [illegible] এসরাই দীর্ঘদিন ধরে, এখানে প্রায় ৮টা পঞ্চায়েত, [illegible] ৪০ [illegible] বসবাস করেন, একমাত্র মোহনপুর ছাড়া এখানে [illegible] নাই। সেখানে অনেক দূর থেকে ১৫ কিলোমিটার [illegible] দুর্গম এলাকা [illegible] এসে চিকিৎসা করা খুবই কষ্টকর। সেই ক্ষেত্রে [illegible] জনগনের সুবিধার জন্য বড়কাঠাল এবং এসরাই-এ আগামীদিনে নতুন [illegible] চিন্তা ভাবনা করবেন কিনা?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- স্যার, আমরা সকলেই [illegible] সকলেই চায় এবং তার জন্য [illegible] সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব ভারতবর্ষের এই ক্ষেত্রে [illegible] কি ধরা হয়েছে, গতবারের বাজেট যদি আমরা লক্ষ্য করি [illegible] ওয়ান পার্সেণ্ট কেইজের জন্য ধরা হয়। এই যেখানে অবস্থা [illegible] সেখানে সব জায়গাতে করার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারিনা। এছাড়া এগুলি করতে কতগুলি নরমস আছে। যেখানে দুর্গম এলাকা সেখানে ২০ হাজার লোকের [illegible] না হলে হতে পারে না, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বাধা আছে সমতল এলাকায় ৩০ হাজার লোক না হলে হবে না। তা সত্বেও আমি বলছি যদিও এইবার রাজ্যের

ক্ষেত্রেও মোর দেন ফোর পারসেন্ট রেখেছি এবং সেটাকে পারিবি দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সেজন্য আমি বলছি সেই কাজগুলি শেষ হলে পরে আমরা নতুন করে করার চিন্তা ভাবনা করতে পারি।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগর সাব-ডিভিশন এবং মনু রুরেল হাসপাতাল, কালাছড়া পি, এইচ, সি, বুংনাং বাজার এলাকায় ২ লক্ষ/৩ লক্ষ টাকা খরচ করে বিল্ডিং করা হয়েছে। ১জন ডাক্তারও নিয়োগ করা হয়েছে, ২/১ জন স্টাফও আছে। এই হাসপাতালগুলি কবে নাগাদ চালু করা হবে? এটা দীর্ঘদিন যাবত পড়ে রয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা আগেই বলেছি এই ধরনের ১২টা আছে [illegible] বাড়ী, কালাছড়া, [illegible], বুরাখা, বামুটিয়া, চেলাগাং, বিরাশী মাইল, ব্রজেন্দ্র নগর, জুম্বাখালি, গোলাঘাটি, মাছমারা, আমবাসা আণ্ডার কনষ্ট্রাকশান। হাসপাতালের বিল্ডিং শেষ করেই ত হাসপাতাল চালু করা যায় না। এর সঙ্গে স্টাফদের কোয়ার্টার, ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত কমপ্লিট না হলে হাসপাতাল চালু করা যায় না। কনষ্ট্রাকশানের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে [illegible] ভিত্তিতে আমরা যে জায়গায় হাসপাতাল বিল্ডিং শেষ হয়ে গেছে সেখানে অন্ততঃ একজন করে মেডিকেল অফিসার দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে এলাকার মানুষ অন্ততঃ কিছুটা সুযোগ পায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (জোলাইবাড়ী/শাম্তিরবাজার? [illegible]পুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর ২১৯

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে কেরোসিনের মাসিক চাহিদা কত কিলোলিটার ?

২) কেন্দ্রীয় সরকার মাসে কত কিলোলিটার কেরোসিন সরবরাহ করছে ?

৩) কি কারণে রেশন কার্ড পিছু কেরোসিনের বরাদ্দ ১ থেকে ২ লিটার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

১) বর্তমানে প্রতি মাসে রাজ্যে কেরোসিনের চাহিদা হচ্ছে ২,৭৪৩ কিলোলিটার। প্রতি রেশনকার্ড পিছু পাঁচ লিটার হিসাবে।

২) প্রতিমাসে ২,৩৭৯ কিলোলিটার নিযুক্ত আসাম অয়েল ডিভিশন ও মার্কেটিং ডিভিশনের ডিলারদের মাধ্যমে কেরোসিন তৈল সরবরাহ করা হয়।

৩) শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমহারে কেরোসিন বন্টনের উদ্দেশ্যে ১-১-১৯৯৫ইং তারিখ থেকে কেবলমাত্র আগরতলা পৌর এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণ, যে পরিবারে চার জনের কম সদস্য রেশন কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই কেরোসিন তেলের পরিমান পাঁচ লিটার থেকে কমিয়ে তিন লিটার বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে কেরোসিনের যে চাহিদা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন এবং কেন্দ্র থেকে সেই চাহিদা মত কেরোসিন আসছেনা বললেন অথচ এই কেরোসিন সারা রাজ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এই কেরোসিন রান্না, লেখাপড়া প্রভৃতি কাজে লাগে, এদিকে আবার এখন পরীক্ষা শুরু হয়েছে। কাজেই এই পরিস্থিতিতে এই কেরোসিনের পরিমাণ না কমিয়ে বরং বাড়িয়ে ৮ লিটার করা যায় কিনা, অন্তত এই পরীক্ষার সময়টাতে কেরোসিনের পরিমাণটাকে বাড়িয়ে ৮ লিটার করা যায় কিনা জানাবেন কি ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এটা খুব আনন্দের বিষয় হত যদি সবাইকে ৮ লিটার করে কেরোসিন দেওয়া যেত। কিন্তু গ্রাম

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্। আজ আমি একটি রেফারেন্স নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব লাল সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবলাল সাহা উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- পি. এম, আর, ওয়াই; আই, আর. ডি, পি, ও এস ই, পি, এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি কার্যাকরী করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে."

মিঃ স্পীকার :- আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয় এর উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২০শে মার্চ ৯৫ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২০শে মার্চ, ৯৫ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেবেন।

আজ আর কোন রেফারেন্স নোটিশ নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একটি রেফারেন্স নোটিশ ছিল সেটি হচ্ছে— 'গত ১১.৩.৯৫ইং স্থানীয় স্যন্দন পত্রিকার ৬/৭/৮ কলামে প্রকাশিত" "বিচারকদের কাছে অন্তঃসত্বা স্কুল ছাত্রী—ভল্লাট ছেড়ে পালিয়েছেন মন্ত্রীর শ্যালক" শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার : এটাকে আপনিই বলেছেন যে এটা সাব্-জুডিসড্ কাজেই

এটাকে কি করে এলাউ করি, সে জন্য এটা বাতিল হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ মল্লিক মহোদয় কর্তৃক গত ১০.৩.৯৫ইং তারিখে উৎ-থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো: — "গত ৩০ ১.৯৫ইং সাব্রুম মহকুমার মনু থানাধীন শ্রীনগর বাজারে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টার সময় সাধন বিশ্বাসের দোকান থেকে টেনে এনে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কংগ্রেস কর্মী প্রদীপ ঘোষ (৩৫)কে নির্মমভাবে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী): — মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৩.১.৯৫ইং তারিখ মনু-বাজার থানাধীন শ্রীনগর বাজারের শ্রীসুধীর চন্দ্র ঘোষের পুত্র শ্রীপ্রদীপ ঘোষ সন্ধ্যার সময় শ্রীনগর বাজারের ফাঁড়িতে তার বাড়ী মদন পালের বাজে মালের দোকানে যায়। প্রদীপ ঘোষ মদন পালের বাজে মালের দোকানে ঢুকে এবং তার সঙ্গে কথা বলে দোকান থেকে বাহির হয়ে আসে। সেই সময় ঐ গ্রামের শ্রীসন্তোষ দেবনাথ, পিতা মৃত যোগেশ চন্দ্র দেবনাথ ও অপর তিনজন লাঠিছুরা ইত্যাদি নিয়ে অত-র্কিতে [illegible] তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে প্রদীপ ঘোষকে শ্রীনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঐ ঘটনাটি মৃত প্রদীপ ঘোষের পিতা শ্রীসুধীর চন্দ্র ঘোষের অভিযোগক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩৭২ এবং ৩০২ ধারায় ৭-৯৫ নং মোকদ্দমায় মনুবাজার থানায় নথিভুক্ত করে পুলিশি তদন্ত কার্য আরম্ভ করা হয়।

তদন্তকালে পুলিশ উক্ত ঘটনায় জড়িত এফ. আই. আর-এ বর্ণিত শ্রীবেণু-লাল দেবনাথ, পিতা মৃত যোগেশ দেবনাথ সাং শ্রীনগর গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে

প্রেরণ করেন। বর্তমানে সে জেল হাজতে আছে। উক্ত ঘটনায় এফ. আই, আর-এ বর্নিত অপর সন্দেহভাজন ব্যাক্তি শ্রীসন্তোষ দেবনাথ পিতা মৃত যোগেশ দেবনাথ গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে এফ. আই, আরে বর্ণিত অপর দুই আসামী শ্রীরতন দেবনাথ ও শ্রীআশুতোষ দেবনাথ আত্মগোপন করে আছে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তারের জন্য জোর তল্লাসি অভিযান চালাচ্ছে।

ঘটনাটি সীমান্ত বরাবর চোরাচালানকারী মালামালের পুরাতন শত্রুতার কারনেই সংঘঠিত হয়েছে বলে পুলিশের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাচ্ছে। ঘটনাটির সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। ঘটনার তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঘটনার ব্যাপারে এখানে যা বলেছেন ঠিকই আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে সন্তোষ দেবনাথ বাংলাদেশে যাওয়ার পর বাংলাদেশের বি, ডি, আরের হাতে ধরা পড়ে এবং সেটা মন সাঁতার থানা ও সংশ্লিষ্ট সি, আই, এর কাছে এই তথ্য আছে। আমরা যোগাযোগ করার পর তাঁরা স্বীকার করেছেন যে— 'হ্যাঁ, আমরা জানি'। আমরা বি, এস, এফ মারফত ফ্ল্যাগ মিটিং করিয়ে আনার চেষ্টা করছি। এই চেষ্টা করেছে কিনা? আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে এটা পূর্বপরিকল্পিত ঘটনা এবং সীমান্ত সংক্রান্ত ব্যবসা। এটা সঠিক নয়।

প্রদীপ ঘোষের বাবা একজন প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতা এবং প্রদীপ ঘোষের ভাই একজন ডাক্তার। প্রদীপ ঘোষের স্ত্রীর বয়স ১৮ থেকে ১৯ হবে। এক মাস সাতের দিন পরে তাকে মার্ডার করা হয়। বিয়ের মাত্র এক মাস সাতের দিন পরে। তার ভাইকে কে মেরেছিল সেটা প্রদীপ ঘোষ জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল এবং তারপর এই ঘটনা সংগঠিত হয়। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক ঘটনা। এটাকে এখানে সীমান্ত পাচার বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সাব্রুম থানার পুলিশ ঠিকই খবরটা জেনেছেন যে সন্তোষ দেবনাথ বাংলাদেশে বি. ডি আরের হাতে ধরা পড়েছে এবং বি. ডি. আর. কোন একটা জায়গাতে তাকে আটক করে রেখেছে। হতে পারে জেলে রয়েছে। এই খবরটা জানার পর পুলিশ কতৃপক্ষ বি. এস এফ. কতৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। সেই ফ্ল্যাগ মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় বি. ডি. আর. তাকে হেণ্ডওভার করে দেবে। পুলিশ তদন্তের মাধ্যমে এই সমস্ত খবর পেয়েছে। এখন পর্য্যন্ত বি. ডি. আর. তাকে হেণ্ডওভার করে নাই। বি. এস এফ. চেষ্টা করেছে তাকে নিয়ে আসার জন্য। বাকী যেটা মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন এটার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই বলে পুলিশি তদন্তে এখন পর্য্যন্ত জানা গিয়েছে। তবে পুলিশের রিপোর্টে এসেছে যে প্রদীপ ঘোষ একজন কংগ্রেস সমর্থক। পাশাপাশি সন্তোষ দেবনাথ, আশুতোষ দেবনাথ এবং অপর দুইজনও কংগ্রেস দলের সমর্থক এবং তারাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। যারা এই খুনের আসামী তারাও কংগ্রেস দলেরই সমর্থক। বিশেষ করে শ্রীনগরের মত বর্ডারে যেখানে সীমান্তে মালামাল পাড়াপাড় করা একটা নিয়মিত ব্যবসা আকারেরই, কাজেই ঘটনার গভীরে আরোও কোন তথ্য আছে কিনা এই ব্যাপারে পুলিশের তদন্ত চলছে। পুলিশ নিশ্চয়ই প্রকৃত তথ্য আরো খুজে বের করতে পারবে।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ -পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিজে স্বীকার করেছেন যে এটা বাংলাদেশে ধরা পড়েছে পুলিশের নজরে এসেছে। এখন সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন আসামীকে পুলিশের হাতে আনার? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, উনি বলেছেন যে, রাজনৈতিক ঘটনা সন্তোষ দেবনাথ কোন সময় কংগ্রেস ছিল না, আশু দেবনাথ কোন সময় কংগ্রেস নয়। কাজেই এইরকম হলে এখন আমরা বলছি না যে এরা কংগ্রেসের। কিন্তু দেখা গেল আমরা সেখানে যাওয়ার পর মানুষ কোন কথা বলতে চায়না। আমরা যখন বাজারে গেলাম তখন আমাদের গাড়ীতে কেউ উঠতে চায়না। আমরা কংগ্রেস সভাপতি সহ এম, এল. এ. সহ আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি সেখানে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়না। আমরা তাদের বাড়ীতে গিয়ে কথা বলেছি। এমন একটি মেয়ে যার বয়স ২০ বছর। বিয়ে করার এক মাস

সতের দিনের মাথায় ঘটনা ঘটেছে; সেই মেয়েটার অবস্থা কি ? সেই পরিবার-এর যে অবস্থা মা বাবা বৃদ্ধ। কাজেই সেই বাড়ীর মধ্যে যে অবস্থা স্যার, পুরো ঘটনা রাজনৈতিক। এখানে ব্যবসা বলেন বাণিজ্য বলেন যত কিছু বলেন মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ব্যবসা সংক্রান্ত ঘটনা পুলিশ রিপোর্টে এসেছে। পুলিশ রিপোর্টে কি উনি দেখাতে পারবেন এর আগে তার বিরুদ্ধে ব্লেক সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িত থাকায় কোন কেউস আছে যদি না থাকে তাহলে এটা গভীরভাবে পুলিশ যে চক্রান্ত করছে এটাকে অরাজনৈতিক করার সেটাকে খতিয়ে দেখে এই পরিবারের যে কম বয়সী মেয়ে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও স্বামী হারাল। এখন তার আর্থিক সঙ্গতি এবং চাকুরীর সুব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :--- মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ তদন্তে যা এসেছে তা আমি বলেছি। মাননীয় সদস্য পুলিশ সম্পর্কে যেভাবে মন্তব্য করেছেন এটা অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন। পুলিশ আরও সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এবং কি কারণে অপরাধ এর কারণগুলি বা কি গ্রাউণ্ডগুলি কি তা নিশ্চয় খুঁজে বের করতে পারবেন। মাননীয় সদস্য-এর কাছে যদি সেই জাতীয় তথ্য থাকে তাহলে পুলিশের কাছে দিলে পরে পুলিশের আরও সাহায্য হবে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী (স্পীকার) :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ২৬ জানুয়ারী প্রদীপ ঘোষের বাবা আক্রান্ত হয়েছিলেন এই সাংঘাতিক দেবনাথের দ্বারাই এটা আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন এটা আমার জানা নেই। আমি পুলিশকে বলব এই সমস্ত তথ্যগুলি তারা তদন্তের সময় ব্যবহার করবে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী : - পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ২৯ তারিখ ওর ভাই আক্রান্ত হয়েছিল। তার কারণ হচ্ছে ব্লকের টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে। এবং

সকাল বেলায় জিজ্ঞাসা করেছে প্রদীপ ঘোষ ওকে গালাগালি করেছে এবং বিকেল বেলায় এটার মিমাংসা হওয়ার কথা ছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

মি স্পীকার : মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে এই সমস্ত তথ্য থাকলে পুলিশকে দেবেন, পুলিশকে সাহায্য করবেন।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— স্যার, সন্তোষ দেবনাথ জোট আমলে অনেক বামফ্রন্ট কর্মীকে মারধোর করেছে। এমন কি অগ্নিসংযোগও করেছে তার নামে এফ, আই, আর, আছে এই কথা আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সমস্ত বিষয়টাকেই পুলিশের কাছে দেব, যাতে পুলিশ তদন্ত করে বের করতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— স্যার, বাদল নন্দী ওরফে পরিমল নন্দী, দীপক চৌধুরী ওরফে দিলীপ চৌধুরী এরা সেখানে গিয়েছিলেন, শ্রীনগর বাজারে। অনেক চেষ্টা করেছেন উস্কানী সৃষ্টি করার জন্য। একটা লোকও সেই উস্কানীতে সাড়া দেয়নি। এই কথাটা মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই কেইস সম্পর্কে যাবতীয় যা কথা মাননীয় সদস্য দিয়েছেন সেগুলি পুলিশ এখনও তদন্ত করছে, পুলিশ তদন্ত চলছে, পুলিশ সব বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রী[illegible] : পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দিলীপ মুহুরী সেখানে গেছেন উস্কানী দিতে। এটা বি. এস, এফ. এর মেসেঞ্জার [illegible] দিলীপ মুহুরীর আত্মীয়রা তাদের আত্মীয় স্বজন নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছে সেইজন্য গেছে। আর সব চেয়ে বড় কথা কংগ্রেস কর্মী মারা গেছে। সেখানে কেবল দিলীপ মুহুরী এম, এল, এ নয়। সেখানে রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি থেকে শুরু করে প্রাক্তন মন্ত্রী অনেকেই গেছেন আমি নিজেও গিয়েছি।

সাংসদ সদস্য সবাই সেখানে গিয়েছে। শুধু দিলীপ মুহুরী একা সেখানে যায় নাই। আমি নিজেও সেখানে গিয়েছি স্যার, আমিও সেখানে গিয়েছি। আমরা শ্রীনগর বাজারে নামার পর দেখলাম সেখানে একটা লোকও কথা বলতে চায়নি স্যার। তারা বলছে যে বাড়ীতে গিয়ে যা বলার বলবে। এই রকম অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছে সেখানে। সেই জায়গায় এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করার পরও আপনারা বলছেন যে সন্তোষ দেবনাথ উনার শিষ্য। এবং এই ভাবে তা আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে স্যার।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—"সম্প্রতি রাজ্য সরকার দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর মহকুমাধীন মহারানীর বদলে সদর মহকুমার লেম্বুছড়ায় কিসাণী কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এখুনি উত্তর দিতে পারেন তাহলে উত্তর দেন, তা না হলে সময় চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এর উত্তর আগামী ২১-৩-৯৫ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২১.৩.৯৫ইং তারিখে এই সম্পর্কে উনার উত্তর দেবেন।

আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছেন শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়। উনার নোটিশের বিষয়বস্তুটি হচ্ছে — "ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সীল করা ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এর উত্তর আগামী ২২.৩.৯৫ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে ২২ তারিখ উত্তর দেবেন।

অদ্য আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক কর্তৃক আনীত নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে — "সম্প্রতি ফেব্রুয়ারী, মার্চ ১৯৯৫ইং রাজ্যসরকার কর্তৃক সহীদ রাজনৈতিক শীকার হয়ে মৃত্যু বরন করা পরিবারের চাকুরী দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে বিগত ১২ই এপ্রিল, ১৯৯৩ইং সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিলেন যে রাজ্যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ ও সংঘর্ষের অপরাধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি বা পরিবারকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারী সহায়তা সম্প্রসারিত করা হবে। ১৯৮৮ইং হইতে ১৯৯৩ইং সনের জোট শাসনকালে সাংবিধানিক অধিকার গণতন্ত্রের জন্য গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমনের সহিংসতায় যারা হত হয়েছেন তারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামী সহীদ। প্রতি সহীদ পরিবারের যোগ্যতা অনুযায়ী একজনকে সরকারী চাকুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। উল্লিখিত সহীদ পরিবার ও রাজনৈতিক সহিংস আক্রমনের ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য পরিবার সমূহকে রাজ্য-সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে নিজেদের পরিচয় ও ঘটনা দিয়ে আবেদন করার জন্য বলা হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রচুর সংখ্যায় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা ও গ্রাম থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা পড়েছে। এই সমস্ত আবেদন পত্রের প্রাথমিক অনুসন্ধান আবেদন পত্রের উল্লেখিত তথ্য সমূহের প্রশাসনিক তদন্ত ও অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করার পুলিশের রেকর্ড এবং জেলা শাসকের স্তরে তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই রিপোর্ট মূলে সহীদ পরিবার সমূহকে যাচাই করে একটি রিপোর্ট প্রনয়ন এবং এটি সরকারের কাছে উপস্থাপন করার জন্য গত ৭ই জুলাই, ১৯৯৩ইং তারিখে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি মূলে বর্তমান বিধানসভার মাননীয় সদস্যগন সর্বশ্রী মাধবচন্দ্র সাহা, পবিত্র কর, ... দেববর্মা, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তদানিন্তন যুগ্ম সচিব শ্রীদিলীপব্রত চক্রবর্তী এবং তদানিন্তন এডিশনাল এস, পি, শ্রীপার্শনাথ রায়কে যুক্ত করে একটি স্ক্রুটিনী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন যুগ্ম সচিব শ্রীদিলীপব্রত চক্রবর্তী। ... প্রশাসনের নিকট থেকে বিভিন্ন স্তরের পুলিশের রিপোর্ট এবং জেলাশাসকের রিপোর্ট অনুযায়ী সুনির্দ্দিষ্ট সরকারী তদন্তের তথ্যসম্বলিত একটি আংশিক রিপোর্ট

স্ক্রুটিনী কমিটির কাছে পৌঁছায়। জেলাশাসকদের প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী সহীদ পরিবারের আবেদনপত্র গুলি স্ক্রুটিনী কমিটি পরীক্ষা করেন। স্ক্রুটিনী কমিটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মহকুমা ভিত্তিক সহীদদের পরিবারের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী প্রার্থী ২২২ জনের নাম প্রথম দফায় সরকারের নিকট সুপারিশ করেছে। জেলা শাসকদের তথ্য অনুযায়ী সহীদ পরিবারের আবেদন পত্রগুলি স্ক্রুটিনি কমিটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। স্ক্রুটিনি কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সহীদ পরিবারের যোগ্যতা অনুসারে ২২২ জনকে প্রথমে সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক প্রথম দফায় সংখ্যা হল সদর— ৪৯, খোয়াই— ৩১, সোনামুড়া—১০, ধর্মনগর— ১৩, অমরপুর— ১৩, কাঞ্চনপুর— ১২, কৈলাশহর— ১৫, লংতরাই ভেলী— ২০, অমরপুর—১৫ এবং সাব্রুম —৫। রাজ্য সরকার প্রথম দফার রিপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গ্রহন করেছেন এবং সেই অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে এপয়েন্টমেন্ট এবং সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট থেকে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে, ১৯৯৫ইং, মোট ১৩১ জনকে চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। স্ক্রুটিনি কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিভিন্ন দপ্তর সহীদ পরিবারের লোকদের চাকুরী প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৮৮ থেকে ৯৩ পর্য্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৮/২/ ৯৩ ইং এই বিধানসভায় বিশ্বরঞ্জন মল্লিকের উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশে আমার পয়েন্ট অফ ক্লিয়ারফিকেশনের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যারা রাজনৈতিক সহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে। বিগত বামফ্রন্টের আমলেও সেটি চালু ছিল। সেই দিন আমার পয়েন্ট অফ ক্লেয়ারিফিকেশন ছিল বিশ্বরঞ্জন মল্লিকের পরিবারের একজনকে চাকুরী দিয়ে তার পরিবারকে রক্ষা করা হবে কিনা? আর আজকে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে ৮৮ থেকে ৯৩ সালের যারা মারা গেছে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যাদের স্ক্রুটিনি করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমলবাবু এটা পয়েন্ট অফ ক্লেরারিফিকেশন হয় না। একটু আগে উপমুখ্যমন্ত্রী সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত আর একটা কথা বলছেন।

মিঃ স্পীকার : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে ১৪১ জনের নাম এপয়েন্টমেন্ট ও সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এ পাঠানো হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :-- মাননীয় স্পীকার স্যার, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্ট সময়ে নেওয়া হয়েছিল। জোট আমলেও এই একই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল। আমরা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে সেগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহন করেছি।

মিঃ স্পীকার :-- আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আজ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরবি মোহন জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, 'অস্ত্র লোপাটের দায়ে তুড়ি খেয়ে উড়িয়ে' -পি, টি, সি কর্তা এবার বাস্তু মন্দির নির্মানে হাওয়া চাঁদার নথীপত্রও এই শিরোনামে গত ১৯-২-৯৫ইং তারিখে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : --মিঃ স্পীকার স্যার, স্যন্দন পত্রিকায় গত ১৯/২/৯৫ইং তারিখে প্রকাশিত সংবাদ আদৌ সত্য ঘটনা নহে। মন্দির নির্মানের চাঁদা সংগ্রহ এবং অন্যান্য যে সমস্ত বক্তব্য সংবাদে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পি, টি, সি. ক্যাম্পের কালী মন্দিরটি ১৯৭৯ সনে নির্মিত হয়। মাতৃভক্ত সেবক ও স্বেচ্ছা সেবকদের স্বেচ্ছাদানের মধ্যেই মন্দিরের পূজা অনুষ্ঠান চলে ও প্রয়োজন মত মন্দিরের সংস্কারের কাজ তাহাদের দান বিনিময়ে সাধিত হয়ে থাকে। জোর পূর্বক কারও দান ও পারিশ্রমিক সংগ্রহের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

পি, টি, সি, কোর্ট থেকে গত ডিসেম্বর মাসে অস্ত্র চুরি যাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট একটি মামলা নথিভুক্ত আছে। এই মামলাটির তদন্ত কার্য্য বর্তমানে রাজ্য পুলিশের সি, আই, ডি, শাখার হাতে ন্যস্ত আছে। তদন্ত কার্য্য সঠিকভাবেই চলিতেছে। তদন্ত কার্য্যের ক্ষেত্রে পি, টি, সির কমাণ্ডেন্টের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : - পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন যে স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ আদৌ সত্য নহে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই তথ্য জানা আছে কি যে গত ডিসেম্বর, ৯৪ইং সনে পি, টি, সির আলমারী থেকে অস্ত্র হারা হয়ে যায়। এর মধ্যে ছিল ৯ এম. এম পিস্তল, থ্রি, নট থ্রি, রাইফেল, ও রাউণ্ড কার্তুজ। গত ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ইং দৈনিক সংবাদপত্র দেখলে দেখা যায় এই অস্ত্রগুলি হারা হয়ে গেছে। এটা এখন অবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সুনির্দিষ্ট পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা তদন্তাধীন। সি, আই, ডি তদন্ত করছে। উনি যে স্যন্দন পত্রিকার সংবাদ সম্পর্কে বলছেন সেই সম্পর্কে বলছি সংবাদ মিথ্যা।

স্যার, মাননীয় সদস্য যে সব প্রশ্ন এখন তুলেছেন সেগুলি চাওয়া হয় নি। আমি শুধু এই টুকুই বলব, স্যন্দন পত্রিকার সংবাদ সম্পর্কে, পত্রিকায় এই কথাই বলা হয়েছে, মিঃ ঝা, পি, টি, সি,-এর কর্তা তদন্ত বন্ধ করে মন্দির করার জন্য চাঁদা আদায় করছেন, মানুষকে খাটাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সংবাদ। মিথ্যা সংবাদ। আর কেসের কথা যা বলা হয়েছে, সেটার ও তদন্ত চলছে। এই তদন্ত কার্য্য কোন থানার ও, সি, করছেন না। তদন্ত করছেন সি, আই, ডি, দপ্তরের একজন অফিসার।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা, যে সব ট্রেনী মেয়েরা তাদের ট্রেনিং সমাপ্ত করেছে তাদেরকে দিয়ে মিষ্টার ঝা খবের ঝাড় পোঁচ করাচ্ছেন এটা অপমানজনক কাজ হলেও এই মিঃ ঝা পি, টি, সি সর্ব্বময় কর্তা হওয়ার জন্য তারা ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই স্যান্দন পত্রিকায় যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তাতে কোন্ কোন্ অস্ত্র এবং কি পরিমাণ অস্ত্র লোপাট হয়েছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার; এখানে যেটুকু রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সব কথাই বলা হয়েছে। এই মুহুর্তে আমার কাছে আর কোন তথ্য নেই। নূতন করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংবাদ পত্রের হেডিং দিয়েই সব উত্তর দিয়ে ফেলতে চান। উনি সংবাদের ভেতরে প্রবেশ করতে চান না। এটা হতে পারে না। স্যার, কিউজ আইটেম ইজ দেয়ার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সুনির্দিষ্ট কোন কোন অস্ত্র লোপাট হয়েছে এইভাবে এর আগে বিধান সভায় প্রশ্ন আনলে বলতে পারতাম। প্রশ্ন হচ্ছে, 'সংবাদ পত্রের শিরোনাম সম্পর্কে এই সম্পর্ক রেফারেন্সে আমি এই টুকুই বলেছি সেই কেস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে চাইলে আলাদা প্রশ্ন করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার রেফারেন্স ছিল- "অস্ত্র লোপাটের দায় ভুড়ি মেরে উড়িয়ে দি টি. সি কর্তা এবার বাস্তু মন্দির নির্মানে : হাওয়া চাঁদার নথীপত্রও। এই শিরোনামে গত ১৯-২ ৯৫ ইং তারিখে স্যান্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সেখানেও আরো সংবাদ ছিল। এর মধ্যেই অস্ত্র লোপাটের কথা বলা হয়েছে। লিখা আছে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ কোন এক সময়ে সেন্টারের আলমারী থেকে রহস্যজনক ভাবে হাওয়া হয়ে যায় ১৪টি নাইন এম এম ব্রাউনিং পিস্তল, ২৪টি পয়েন্ট থ্রী এইট (স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়াসন) রিভলভার ও ৩৬০ রাউণ্ড কার্তুজ। ১৭ই ডিসেম্বর খাতাপত্র মেলাতে গিয়ে এই রহস্যজনক অস্ত্র লোপাটের বিষয়টি জানাজানি হয়। কাজে কাজেই এটা না বলাটা ঠিক নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— (মন্ত্রী) স্যার, এই বিষয়টি আনতে চাওয়া হয়নি। আমি বলেছি কেইস হয়েছে, নথিভুক্ত হয়েছে এবং নথিভুক্ত অবস্থায় তদন্ত চলছে। শুধু তাই নয় সি, আই, ডি ইনকোয়ারীতে চলছে। স্যার, সি, আই, ডি ইনকোয়ারী কোন সাধারণ ধরনে কোন ইনকোয়ারী নয়। এটা আমি স্টেটমেন্টের শুরুতে পরিষ্কার ভাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেছি যে পি, টি সি কোর্ট থেকে গত ডিসেম্বর মাসে অস্ত্র চুরি যাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট একটি মামলা নথিভুক্ত আছে। এই মামলাটির তদন্ত-কার্য বর্তমানে রাজ্য পুলিশের সি, আই, ডি শাখার হাতে ন্যাস্ত আছে। তদন্তকার্য্য সঠিক ভাবেই চলিতেছে। তদন্ত কার্য্যের ক্ষেত্রে পি, টি, সি, কমাণ্ডেন্টের কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার ইনভেষ্টিগেশান হওয়ার আগেই যে নিচের যে তাণ্ডেষ্টু ইজ আউট ইনভাণ্ড।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, উনি অপব্যাখ্যা করছেন। মাননীয় সদস্য

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার উনি বলছেন .....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি ক্লীয়ার হতে চান তো। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— তদন্ত কার্য্যের সাথে পি, টি, সি কমাণ্ডেন্টের কোন সম্পর্ক নেই। সি, আই, ডি ইনকোয়ারী হয়েছে এটা খুব পরিষ্কার।

শ্রীরতন লালনাথ :—স্যার, সাপ্লিমেন্টারীতে উনি বলেছেন যে উনার সাথে এটা কোন ইনভালভমেন্ট নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইখানে বলেছেন যে সি, আই, সি তদন্ত হয়েছে। এভাবে যে ব্যক্তির কাজ উনি জড়িত নয়।

শ্রীরতন লাল নাথ :— স্যার, কি কি মালামাল খোয়া গেল উনি তো বলতে পারেন। ডিপার্টমেন্ট ইনভেষ্টিগেশান কি নিয়েছে কিভাবে নিয়েছে এটা আমার বক্তব্য। আমার বক্তব্য কতগুলি অস্ত্র খোয়া গেছে এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট ইনভেষ্টিগেশান করেছে কিনা যদি করে থাকে তাহলে কি কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, স্যান্দনের সংবাদ সম্পর্কে যা জানতে চাওয়া হয়েছে তাই উত্তর দিয়েছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন যে ঐ সেন্টারের কমাণ্ডে তথা কর্মকর্তা শ্রীঝার এই চাঁদা

অনুগত হিসাবে এবং এই সেন্টারে আরেকজন অফিসার শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথও বিভিন্ন ভাবে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। শ্রীঝার কথা অমান্য করা ওখানে ট্রেনিংরত যারা আছে তাদের সাধ্য নেই। এখানে উল্লেখ করা যায় আগ্নেয়াস্ত্র লোপাট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানা সত্ত্বেও এই সরকারের কৃপাদৃষ্টিতে অধিকতর পদমর্যাদা পেয়ে যাচ্ছেন। এই কথা মাননীয় মন্ত্রীর মহোদয়ের নিকট আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন। জোর করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে আর মন্দির তৈরী করা হচ্ছে এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন। বীরেন্দ্র দেবনাথ শুধু নয় এই পি, টি, সির মধ্যে যা যা বলা হচ্ছে সেগুলি সব ভিত্তিহীন।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"পৌর ছাঁটাই কর্মচারীদের প্রথম পর্য্যায়ে ৬২ দিন এবং বর্তমানে ১৬১ দিন ধরে লাগাতর গণ অবস্থান সম্পর্কে"।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : — "পৌর ছাঁটাই কর্মচারীদের প্রথম পর্য্যায়ে ৬২ দিন এবং বর্তমানে ১৬১ দিন ধরে লাগাতার গণ অবস্থান সম্পর্কে"।

স্যার, গণ অবস্থান যে কেউ করতে পারেন, এই সম্পর্কে এই দপ্তরকে নোটিশ দিয়ে করেন নি। তবে এর যে প্রেক্ষাপট আছে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

১৯৯২ইং সনে রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যাতীত আগরতলা পৌর সভা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে মোট ৩৮৭ জনকে ফিক্সড্ পে এবং ডেইলি রেটেড হিসাবে নিযুক্ত করেছিল যাহা বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা দ্বিতীয় সংশোধনী আইন) ১৯৭২-এর পরিপন্থী। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৩২ যাহা ত্রিপুরায় চালু করা হয়েছিল এর ধারা অনুসারে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ (এপয়েন্টমেন্ট এ্যাণ্ড কনডিশান অব্ সার্ভিস) রুলস্ ১৯৭১ চালু করা হয়। এই রুলসের ৪ (II) ধারা অনুসারে আগরতলা পৌর সভার চেয়ারম্যানকে জরুরী প্রয়োজনে ৬ মাসের জন্য যে কোন ধরনের কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই ধরনের নিয়োগের জন্য সরকারী অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হবে না বলে উপরোক্ত ধারায় বর্ণিত আছে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন ১৯৩২ এর ৫৫৩ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা অধিগ্রহন করে এবং ৫৫৪ ধারা অনুসারে চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা এডমিনিষ্ট্রেশ্যানের উপর ন্যস্ত করে। উপরে বর্ণিত ধারা অনুসারে পৌর সভার কাজের জরুরী প্রয়োজনে এডমিনিষ্ট্রেটর সেই সময় ঐ ৩৮৭ জন কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিল।

কিন্তু এই ধরনের নিয়োগে মাসিক বেতন বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল (ত্রিপুরা দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন, ১৯৮১ এর ৬৬ (४) ধারায় কথিত আছে যে সরকারের অনুমোদন ব্যাতীত ৪০০ টাকার অধিক বেতনে কোন কর্মচারী নিয়োগ করা যাইবে না। কিন্তু আগরতলা পৌর সভার নিযুক্ত এই ৩৮৭ জন কর্মচারীর বেতন ৪০০ টাকার অধিক ছিল। এডমিনিষ্ট্রেটর বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যালের আইনের ধারা লঙ্ঘন করে উক্ত ৩৮৭ জন কর্মচারীকে নিযুক্ত করায় রাজ্য সরকার আগরতলা পৌর এডমিনিষ্ট্রেটরকে ঐ ৩৮৭ জন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় এই ৩৮৭ জন কর্মচারীকে ২০শে মার্চ্চ, ১৯৯৩ইং সনে ছাঁটাই করা হয়। এই ছাঁটাইকৃত কর্মচারীগন গৌহাটি হাইকোর্টে এক রিট

পিটিসনে মামলা দায়ের করে। যথোপযুক্ত শুনানীর পর মাননীয় আদালত এক আদেশ জারী করে। উক্ত আদেশে উল্লেখ আছে যে, যে তারিখে উক্ত কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হয়েছিল সেই তারিখ হইতে ছাঁটাইকৃত কর্মচারীগণ তাহাদের ১ মাস ১৫ দিনের বেতন পাইতে পারে, কিন্তু উক্ত ছাঁটাই কর্মচারীগন তাহাদের পূর্বের নিজ নিজ পদ পাওয়ার যোগ্য নয়।

মাননীয় আদালতের আদেশ অনুসারে ছাঁটাই কর্মচারীদের ১মাস ১৫ দিনের বেতন প্রদান করা হয়েছে।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত নগর উন্নয়ন দপ্তর এই পৌর কর্মচারীদের বিষয়ে আর অবগত নয়। এই হচ্ছে প্রেক্ষাপট। ৬৮ জন কর্মচারী যারা এসেছেন তাদের বে-আইনী নিয়োগ করা হয়েছে, বে-আইনী ছাঁটাই হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার এর সঙ্গে কোন অবস্থাতেই জড়িত না। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে রাষ্ট্রপতি শাসনে তারা বরখাস্ত হয়েছে।

শ্রীরতন লাল নাথ :- মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, আগরতলা পৌরসভায় যারা মোট কর্মচারী আছেন তার মধ্যে ১৩৬ জন ছাড়া আর বাকী যারা আছেন তাদের বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুসারে সরকারী কোন রকম অনুমোদন নেই? যদি না থাকে তাদেরকে এদের মত অবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রী[illegible] মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, এটার সঙ্গে এইটার সম্পর্ক কি? কোর্টে কেইস হয়েছে কেইসে হেরে গেছেন এখন বামফ্রন্ট সরকার ওদেরকে ছাঁটাই করবেন কি করবেন না এর সঙ্গে তো রিলেটেড না।

শ্রী[illegible] :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, আমি মামলায় [illegible] হয়েছে। এরপরে ত বামফ্রন্ট সরকার ছিল এখনও আছে। কোর্টে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে মিথ্যা তথ্য অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটির জন্য হেরে গিয়েছে কোর্টে তথ্য দেওয়া হয়েছে ৬ মাসের চাকুরী দিয়েছি আমরা। আমি তখন এল এস, জি, মিনিষ্টার ছিলাম আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি কোন ফাইলে এমন সই করিনি যেখানে লেখা আছে আমি ৬মাসের চাকরী দিয়েছি।

৬মাসের চাকরী দিয়েছি বলে কোন সিগনেচার দেখাতে পারেন তাহলে আমি রাজনীতি ত ছেড়েই দেব, আমার জানটাও এই পৃথিবীতে রাখব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই চাকুরী সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, আমি দরিদ্র জনগণের চাকুরী দিয়েছি। ওরা যখনই ডেপুটেশানে যায় ছাঁটাই কর্মচারীরা মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বা এল. এস. জি. ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টারের কাছে তখনই তাদেরকে বলা হয় বেআইনীভাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে যারা দিয়েছেন তাদের কাছে যাও। স্যার, আমি এমন লোককে চাকরী দিয়েছি যে লজ্জা নিবারণ করতে পারে না, আমি নিজে শাড়ী, কাপড় কিনে দিয়ে এসেছি, গাড়ী দিয়ে জয়েন করিয়ে দিয়ে এসেছি। কোন কমাপেশান নাই। একবার বিবেচনা করে দেখবেন পৌরসভায় চাকুরী দিতে গেলে সরকারী অনুমোদন লাগে না। আপনি (কেশব মজুমদারকে লক্ষ্য করে) আমার চেয়ে জ্ঞানে বড় বুদ্ধিতে বেশী, রাজনীতি করেন সুদীর্ঘদিন ধরে, বয়সে বেশী। সভিাকারের যদি রাজনীতি যদি করেন জনস্বার্থে যদি কিছু করতে হয় তাহলে একবার পূঙ্খানু পুঙ্খরূপে কাগজপত্র দেখাবেন কিনা এবং তাদেরকে পুনঃ সুযোগ দেবেন কিনা? এখানে নাটক করতে আসিনি। আজকে আপনারা ঐদিকে আছেন, আমরা এদিকে আছি, এর আগে আমরা ঐদিকে ছিলাম, আপনারা এইদিকে ছিলেন। যে দিকেই থাকিনা কেন আমরা প্রত্যেকেই বলে থাকি জনগনের উপকার করব, কিন্তু একটা কাজ আমরা জনগনের জন্য করি? বাটপারি করি, চিটিংবাজ করি মানুষের সঙ্গে। সবাই নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবেন, দলের পক্ষ নিয়ে কথা বলবেন না তাহলেই দেখতে পারবেন নিজের চরিত্রটা ফুটে উঠবে। এখানে আমি অনুরোধ করছি এটা আইনে আছে কিনা, সরকারী অনুমোদন নিতে হয় এটা দেখে নেবেন এবং এই পৌরসভা কি ভাবে চলে এটাও দেখবেন কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য বুঝতেই পারেন নি। আইনটা কি সেটা ত বোঝা দরকার। মিনিষ্টার

ফাইলে ছয় মাসের জন্য সই করছেন না কি বার মাসের জন্য সই করেছেন সেটা কোন বিষয় না। আমি বলেছি আইনেবিষয় হল, যেমন ধরুন যে আইনের উপর নির্ভর করে রাজ্য সরকার বলেছেন অ্যাডমিনিষ্টেটারকে যে তুমি চাকুরী থেকে ছাটাই করে

দাও, এটা আইনের ব্যাপার উনি ছয় মাসের জন্য করেছেন না কি বার মাসের জন্য করেছেন এটা কোনপ্রশ্ন না।

শ্রীসুরজিত দত্ত :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই সব না হয় বে-আইনী কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীতো কথা দিয়েছিলেন।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি উনি যে প্রশ্নটা বলেছেন যে এখনও তা সই নাই এই সমস্ত কথা আপনি কোর্টে বলতে পারতেন এবং কোর্ট যদি গভর্ণমেন্ট ভুল তথ্য দেয় সেটাকে আপনি চেলেঞ্জ করতে পারতেন। সুতরাং এটা অপাসঙ্গিক।

শ্রীরতন লাল নাথ :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে শচীন বাবু, সুখময়বাবু, নৃপেন বাবু, সুধীর বাবু, সমীর বাবু রাজত্ব করে গেছেন। এখন পরবর্তী সময়ে দশরথ বাবু ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করেছেন আজকের এই ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে আমরা কখনও দেখিনি। এই ঘটনা ভারতবর্ষের কোথাও নাই, পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা জানি না। স্যার, পৌর ছাঁটাই কর্মচারী যারা গত ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিল এবং দেখা করার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন যা ইস্যু হল প্রেস রিলিজ তারিখ হল ১৩-৯-১৯৯৩। এই প্রেস রিলিজে পরিষ্কার বলা আছে ছাঁটাই কর্মচারীদেরকে আগামী তিন মাসের মধ্যে পৌরসভা সহ বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে দ্বিতীয় দফায় নোটিশ, অবশিষ্ট ছাটাই কর্মচারীদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। তবে দ্বিতীয় দফার বেলায় নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কি বক্তব্য। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নির্বাচনে আসার আগে এটা হল মুখ্যমন্ত্রীর কমিটমেন্ট নট অ্যাস্যুরেন্স এখানে বলা হয়েছে বেকার যুবকদের নূতন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি সম্পর্কে — ছাঁটাই এবং রাজনৈতিক শীকার শ্রমিক কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এখন এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হলো, ওরা শুধু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই নয়, আমার সঙ্গেও দেখা করেছেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন, সম্ভবত উপমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। কিন্তু গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যটা খুব পরিষ্কার। যদিও আমরা বামফ্রন্ট সরকার চাকরী দেওয়া বা নেওয়া কোন বিষয়েই সংযুক্ত নেই। তবু ওদের ব্যাপারে আমি সহানুভূতিশীল। আমরা বলেছি, আমিও বলেছি যে নিশ্চয়ই বেকারেরা সবাই। সুতরাং সেই জন্য গভর্ণমেন্ট যখন চাকুরী দেবে তখন নিশ্চয়ই ওদের কথা আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করব। সুতরাং এর সঙ্গে আমাদের কোন দ্বিমত নাই। এখন কথা হচ্ছে, যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছেন তারপরে এই গভর্ণমেন্ট কি কোন রকম নিয়োগ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে পারার এটা যে, গভর্ণমেন্ট চাকরীতে লোক নিয়োগ করেছেন এবং তাদেরকে উপেক্ষা করেছেন। আমরা সেটা করিনি। এরটি আগেও এই হাউসে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনায় সময় বলা হয়েছে যে আমরা একটা প্রসেসে যাচ্ছি এবং প্রসেসে গিয়ে ভিত্তিতে আমরা চাকরী দিতে পারব সেটা আমরা নিশ্চিত করব। এই প্রশ্ন হয়তো করতে পারেন যে, যারা ভিক্টিমাইজড তাদের চাকুরী দেবার জন্য আমাদের ইলেকশান কমিটমেন্ট ছিল। আমরা ক্ষমতায় আসার পরেই সেটা করার কথা ছিল - কিন্তু আমরা সেটা করতে পারি - প্রায় দুই বছর চলে গেছে — এখন আমরা তাদের দিতে পেরেছি। কিন্তু এটা আমাদের ইলেকশনের আগে লেফফ্রন্ট যে কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন সে অনুসারে করা হয়েছে যারা তখন খুন হয়েছিল তাদের পরিবারের একজনকে চাকরী দেওয়া হবে এই কমিটমেন্ট আমরা ইলেকসানের পূর্বেই দিয়েছিলাম: আর দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা করেছেন - ইলেকসন ম্যানিফেস্টো সম্পর্কে।

গণ্ডগোল

কিন্তু যারা ছাঁটাই হয়েছে তারা আমাদের এই ইলেকসন কমিটমেন্টের অনেক পরে ছাঁটাই হয়েছে। এদের ব্যাপারে আমাদের কোন কমিটমেন্ট নেই। যারা রাজনৈতিক শিকার হয়েছিলেন এবং ছাঁটাই হয়েছিলেন তাদের চাকুরী ফিরিয়ে দেবার জন্য বামফ্রন্ট কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন। সমীর বাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে যাদের

ছাঁটাই করেছিলেন তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল। তাদের আমরা চাকুরী ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এরপরে রাষ্ট্রপতির শাসনকালে যারা ছাঁটাই হয়েছিলেন তাদের আমরা বলেছি যে যখন লোক নেওয়া হবে তখন তাদের ব্যাপারটা আমরা দেখব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা উনার লেকচার শুনতে চাই না। কারণ যেখানে প্রেস্ রিলিজ দিয়ে ছাঁটাই পুর কর্মীদের বলা হয়েছিল যে তিন মাসের মধ্যে তাদের চাকুরী দেওয়া হবে— সেই প্রেস রিলিজ হয়েছিল — ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে। তার ভিত্তিতে আমরা জানতে চেয়েছি যে— এদের পুনঃনিয়োগ করার জন্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন —কি নীতি নিয়েছেন — সেটা আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন — (কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের বলেছিলেন এবং পরে সেটা প্রেস রিলিজ করে বলা হয় যে তাদের তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ করা হবে) সে ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা আমরা জানতে চেয়েছি।

গণ্ডগোল

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা যা খুশী তাই বলে যদি আসর মাত করতে চান তাহলে তো কিছু করার নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রেস রিলিজ দেওয়ার পরে আমরা জানি ছাঁটাই পুর কর্মচারীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দেখা করার পর তাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের চাকুরী দেব— সেটাতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— কিন্তু ওতে তো আমার কিছু করার নেই। তিনি তো ওদের বলেছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে 'উনি এতে কি করবেন'। ঠিকই বলেছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, কথা হচ্ছে যারা ছাঁটাই হয়েছেন পুর কর্মচারীরা তারা আমাদের সময়ে হয়নি—তারা যখন রাষ্ট্রপতির শাসন ছিল তখন হয়েছে। এই ব্যাপারে তারা কোর্টেও গিয়েছেন—কিন্তু কোর্টে তারা হেরে গিয়েছেন। এরপর এরা আন্দোলন আরম্ভ করলে পরে তাদের কিছু লোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের বলেছেন যে আমরা ব্যাপারটি দেখব। এখন ওরা স্যার, কিভাবে যে চাকুরী পেয়েছিল— সঠিকভাবে রোস্টার মানা হয়েছিল কিনা— সেকথা আমি এখন বলতে চাই না। কিন্তু এটা ঠিক যে এরা আমাদের সময়ে ছাঁটাই হয়নি— ছাঁটাই হয়েছে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময়ে এবং তারা কোর্টেও গিয়ে হেরে গেছেন। তথাপি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছেন যে আমরা এখন ক্ষমতায় এসেছি— কোন কোন দপ্তরে কত ভেকেন্সি আছে সেটা আমরা জানি না— এখনো সেটা জানা যায়নি।

(গণ্ডগোল)

এবং তারপরে ওরা আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। রেভিনিউ মিনিস্টারের সঙ্গেও দেখা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। অভিভাবকরাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করেছেন। আমিও ছিলাম সেখানে। তাদেরকে বলা হয়েছে যখন আমরা রিক্রুটমেন্ট করব, তখন তাদের কেইস আমরা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব। এতে টাইম হবে না। এই কথাটাও বলে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমি অনুরোধ করব— ওদেরকে উনারা বুঝান— এজিটেড করে কোন লাভ হবে না। আমরা সহানুভূতির সঙ্গে এবং প্রসিডিউর মেনেই ওদের ব্যাপারটা বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, ওদের একটা কিছু করুক আপনারা চান কিনা (বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করে)? আমারতো মনে হয় এই কমিটমেন্টের পর সেগুলি থাকে না। হাউসে এই কমিটমেন্টের পর আর কিছু থাকে কিনা আপনারা বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :—আপনি এটা কি বললেন স্যার, আমি বুঝতে পারলাম না।

মি: স্পীকার :—আমি আবার বলছি, না বুঝলে বুঝিয়ে বলছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— মুখ্যমন্ত্রীর ডেফিনিট কমিটমেন্ট যে তিন মাসের মধ্যে দেবেন, বলার পর দু'বছর পার হয়ে তিন বছরে পড়ছি আমরা। এখনও মুখ্যমন্ত্রীর ডেফিনেট কমিটমেন্ট রাখা করেনি। আপনি বলছেন হাউসে উপমুখ্যমন্ত্রী—মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে কি উপ-মুখ্যমন্ত্রী বড় হয়ে গেলেন ? মুখ্যমন্ত্রীর ডেফিনেট কমিটমেন্ট রাখা হবে কিনা, সেটা আমার প্রশ্ন। আমরা এর বেশী কিছু জানতে চাই না। হাজার পরেন্ট পোস্টার, বেকারিনী, অসংখ্যখানে সই —এদের চাকুরী দিতে হবে সরকারকে। ত্রিপুর সরকার দেবে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলনেতা শুনুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—এসব যদি বলেন তাহলে আমরা বলব ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলবেন না। এই খেলা ছেড়ে দিন। বেকারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলবেন না। ঐ খেলাটা মারাত্মক খেলা। ওটা খেলবেন না।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :— আমি অনুরোধ করছি আপনারা বসুন। মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এখানে যেটুকু বিবৃতি দিয়েছেন তার মিনিংটা এটাই দাড়ায় কমিটমেন্ট এবং যে প্রেস রিলিজের কথা বললেন তারপরে অভিভাবকরা উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

গণ্ডগোল

(বিরোধীদলের সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ)

মি: স্পীকার :— এই সভা আজ বিকেল দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

SUPPLEMENTARY DEMANDS GRANTS FOR 1994-95
GENERAL DISCUSSION
AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

আফটার রিসেস

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর (ডিমাণ্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৯৪-৯৫ইং) উপর সাধারণ আলোচনা।"

আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলা কালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর (ডিমাণ্ডস ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস) উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনা তাঁদের দলের যেসকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আলোচনার সময়টা ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপজিশান দল উভয়কে ঠিক করে দেওয়া দরকার। নাহলে অসুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :— অসুবিধাতো হয়নি এখন পর্যন্ত। আপনারা প্রচুর সময় পান। অসুবিধার কোন কারণ নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, তাহলেও সময় বেধে দিলে সুবিধা।

মিঃ স্পীকার :— সেটা ঠিক করা যাবে আপনারা নামগুলি পাঠান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস সাধারণত বিরোধী দলনেতা আরম্ভ করেন। রতিবাবু বলবেন বলুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১০ তারিখ

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ (১৯৯৪-৯৫ইং) চাওয়া হয়েছে। এখানে কেন টাকা চাওয়া হয়েছে? এটা স্পষ্ট যে যেসমস্ত ক্যাডারদের পোষন করার জন্যই এখানে অতিরিক্তি চাওয়া হয়েছে। কাজেই অতিরিক্তি অর্থ চাওয়ার কোন অর্থই থাকে না। এখানে বিশেষ করে প্রত্যেকটি জায়গায় দেখা গেছে উগ্রপন্থী তোষন পোষন সব কিছু দেওয়ার জন্য এখানে চাওয়া হয়েছে।

এখানে মোট ১৯টা ডিমাণ্ডের উপর অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি প্রত্যেকটি ডিমাণ্ডের উপরই আলোচনা করছি না। যেখানে ২৯টা ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে গত বছর কটি টাকা ছিল এবং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর কত টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১, এখানে চাওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা গতবার যেখানে ছিল ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা।

ডিমাণ্ড নাম্বার - ৩, সেখানে চাওয়া হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, গতবার যেখানে ছিল ৫ কোটি ৯২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা।

ডিমাণ্ড নাম্বার - ৪ এখানে চাওয়া হয়েছে ৪৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা, গতবার মেইন বাজেটে ছিল ৮৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৬ এখানে ৩২ লক্ষ টাকা, যেখানে গতবার বাজেটে ছিল ২৮ কোটি ৮০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ এবার এখানে চাওয়া হয়েছে অতিরিক্ত ৭০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, গতবার যেখানে বাজেট রাখা হয়েছে ৩৮ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা

ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ এখানে চাওয়া হয়েছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, গতবার যেখানে ছিল ৮ কোটি ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ এখানে ২০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে যেখানে গতবার ছিল ৩৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

১৬ নাম্বার ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে ৫১ লক্ষ ২৫ হাজার। গতবার যেখানে ৪৯ কোটি ৮৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ এ চাওয়া হয়েছে ৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। গতবার যেখানে ৫৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ছিল। ডিমাণ্ড

নাম্বার ২১ এ চাওয়া হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত বৎসর সেখানে ছিল ১০৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এই ভাবে ১৯টি দপ্তরের উপর ক্রমান্বয়ে অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে সেটাতে মোট এবার দাঁড়ায় ২৯টা ডিমাণ্ডের উপর আমি বলছি ৪৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা গত বৎসর এই ডিমাণ্ডগুলির উপর মোট বাজেট ছিল ৮৩৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এটা কেন চাওয়া হয়েছে ? এখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে এই গুলির কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ এখানে স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন করতে গিয়ে, আমি জানিনা স্যার এরা নির্বাচন কি ভাবে করেছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৪ এ অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে ১৪ লক্ষ টাকা। গত বৎসর সেখানে ছিল ৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। এইবার চাওয়া হয়েছে ৯৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এখানে চাওয়া হয়েছে ১৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা। এখানে বলা হয়েছে নির্বাচন হয়ে গেছে। ১৯৯৪-৯৫ইং এ নির্বাচন বাবদ যে খরচ তা দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে ডিও টু ইস্যু অব ফটো আইডেন্টিটি কার্ড টু ভোটার এণ্ড কম্ প্রিপেয়ারিং অব ইলেক্টোরাল রোলস্ ইত্যাদি। তা হলে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে ১৯৯৪-৯৫ইং সালে কি ভাবে তারা নির্বাচন করেছে এবং এটাই বুঝা যায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা যে ভাবে নির্বাচন করেছে সেখানে কোন আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া হয়নি কোন ভোটারকে। অথচ তার জন্য এখানে অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে এটা নিজেদের পকেটে ঢুকানোর জন্যই তা বুঝা যাচ্ছে। তাদের ক্যাডারদের পোষানোর জন্যই এই অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক স্যার। কাজেই এই টাকা চাওয়াই হবে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষকে ফাঁকি দেওয়া এরা এখানে বসে বসে ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটা চক্রান্ত করছে এই ফাঁকির ছবি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যেই ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি স্যার এই চক্রান্তকে আমরা কোন অবস্থায় মানতে পারিনা স্যার। এখানে গতকালেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত উপ মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। তারপরেও এখানে অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে আরও চাওয়া হয়েছে। এটা আগে জোট সরকারের আমলেও টি এন ভি এ্যাক্ট অনুসারে ৩৩ কোটির বেশী টাকা বরাদ্দ করা ছিল। তাদের আমলেও সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে —। এখানে যা চাওয়া হয়েছে এক কোটি ২২ লক্ষ টাকার মত। এর পরও এখানে চাওয়া হয়েছে আরও

অতিরিক্ত টাকা ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মত যারা উগ্রপন্থী থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে তাদের পুর্নবাসনের জন্য। গত কয়েকদিন আগে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী উদয়পুরের দিল্লার কাছাকাছি গিয়ে কিছু সংখ্যক মিজোদের বেডার বাহিনীকে দিয়ে আত্মসমর্পণের নাটক করিয়েছিলেন। তাদেরকে সেই টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই এই অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। সেখানে ফিতেন্দ্র জমাতিয়া, রাশেন্দ্র জমাতিয়া তারা সেখানে আত্মসমর্পণ করেছেন। সত্যি-কারের উগ্রপন্থী তারা এখনো আত্মসমর্পণ করেনি। এখনো সেই সমস্ত এলাকায় উগ্রপন্থী তৎপর হয়ে আছে। এখনো সেই সমস্ত এলাকায় অবাধে ঘুরাফেরা করছে। এই দাবীগুলিকে কোনমতে মানা যায় না। তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তিন মাসের দেওয়া হচ্ছে মাসে ৫০০ শত টাকা করে। এরপরেও সেই অতিরিক্ত টাকা এটা কোনমতে মানা যায় না। এইভাবে যারা গত ২১শে ফেব্রুয়ারীতে মনীন্দ্র দাসকে খুন করেছে রনজিৎ জমাতিয়াকে দিয়ে প্রাক্তন এম, এল এ শ্যামাচরণ জমাতিয়ার ভাইপো তাদের সিট দখলের জন্য বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে জঙ্গলে ঠেলে দিয়েছে তারা একজন কক-বরক টিচারকে। তারা বুঝিয়েছে কক্-বরক টিচার করে কি হবে তোমার একটা এ ডি সি দখল করতে হবে। তারপরে তোমার আর কোন চিন্তা থাকবে না [illegible] সমাজের মানুষকে তারা পশুকে পরিণত করেছে টাইগারে পরিণত করছে [illegible]। কাজেই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে এবং আর একটি দিক এখানে চাওয়া হয়েছে টি, এস, আর,দের জন্য ৩৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। আবার এরমধ্যে চাওয়া হয়েছে ৭০ কোটি ২১ হাজার টাকা। মিঃ স্পীকার স্যার এই টি, এস, আর,ইতো বাজচন্দ্রাইতে উপজাতিদের গৃহদাহ করেছে, তারাইতো রাঙ্গাকোবরা পাড়ার ৯ জন নিরীহ উপ-জাতিকে হত্যা করেছে।

আপনি প্রবীন সদস্য, বামন মানুষ। আপনাকে অনেকেই চুংগা ঠাকুর বলেন [illegible] আপনি বলেছিলেন যে যজমান করে ১৪টা গামছা এনেছেন। কাজেই টি, এস, আর, দিয়ে এইভাবে জায়গায় জায়গায় খুন সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। আমি আগেও

উল্লেখ করেছিলাম যে বিল্লা থানায় মণীন্দ্র দাসকে পিন্টু সাহেব সব সময় সাহায্য করেন. সেখানকার কেডার বাহিনীকে সাহায্য করেন। এম, এল, এ মাধববাবু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উনারা এদেরকে ডেকে এনে ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করেন এই করতে হবে সেই করতে হবে। যতক্ষন বাগমাণ্ডে একটা সীট আছে। উপজাতি এই সীটটা দখল করে আছে এটা তাদের চক্ষু শূল। সেইজন্য উগ্রপন্থী লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই করে আমাদের রাইমাভেলীর সীট, এই উগ্রপন্থী বাহিনীকে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। সঠিকভাবে নির্বাচন এরা করেনি। জায়গায় জায়গায় খুন হচ্ছে কিন্তু তদন্ত হচ্ছে না। সি. পি. আই. এম এর নেতা দিলীপ দত্ত এই সব দলবল নিয়ে খুন খারাপি করছে। এলাকার লোক সেটা বলছে। তাদেরকে সাহায্যের জন্য টি, এস, আর,কে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের জন্য টাকা চাওয়া ? কাজেই এর জন্য টাকা চাওয়ার কোন অর্থ হয় না। আগে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি আপনারা খরচ করতে পারেনি। আজকে ১৫ তারিখ আর ১৬ দিন আছে, আর্থিক বছর শেষ। ৪৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা এই কয়েক দিনের মধ্যে খরচ করা সম্ভব নয়। এই টাকা চাওয়া হয়েছে তাদের কেডার বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। টাকা কিভাবে খরচ হবে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য নাই। এটা দুঃখের ব্যাপার। এরা বলছে যে কোন রিপোর্ট পায় নি। থানাতে এফ, আই, আর, করতে গেলে বিরোধীদের ধমক খেতে হয়. এফ, আই, আর যারা উপজাতি যুব সমিতির কর্মী আছেন, যারা কংগ্রেস কর্মী আছেন, তাদের থানা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এফ, আই, আর, নেওয়া হয় না। আর বলছেন এখানে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কেস দেওয়া হয় না, অভিযোগ করা হয় না। স্যার, দেওয়া হলেও কাজ হয় না। কাজে কাজেই তাদের সাহায্য করার জন্য এখানে যে অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। স্যার, এ সকল ঘটনার কথা মাননীয় সদস্য রাইমাভেলির আনন্দ রোয়াজা জানেন। স্যার উনার এলাকার জলের ক্রাইসিস্ জলের এত ক্রাইসিস্ যে সেখানকার মানুষ শুকরের পায়ের নীচে যে জল থাকে তা পর্য্যন্ত খেয়ে থাকেন। কিন্তু সে দিকে সরকারের নজর নেই পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। এই যে তাদের পাইয়ে দেবার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা সমর্থন করা যায় না। স্যার, আমি এখানে তারিখ বলছি না, আনন্দ বাবু জানেন কত তারিখে ঘটনা হয়েছিল। কত তারিখ

তিনি টাকা আদায় করার জন্য উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বসে মিটিং করছিলেন। পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় স্যার, তাঁদের এই চক্রান্ত ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষ জেনে ফেলেছে। তারা জেনে ফেলেছে, কাদের মদতে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেসীদের মারার জন্য লিষ্ট তৈরী করে রেখেছে। স্যার, এ ব্যাপারে গতকালও ম ননীর বিরোধী দলনেতা বলেছেন, শ্যামাচরন ত্রিপুরা, অমিয় দেববর্মা এবং জগদীশ দেববর্মাকে খুন করার জন্য ব্লু প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছে তা ধরা পড়েছে। স্যার, রসিরাম দেববর্মাকে পাঠান হয়েছিল। তাও বেরিয়ে গেছে তদন্ত কমিশন গঠণ করা হলে, সি. বি. আই. দিয়ে তদন্ত করালে প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসবে বলেই তা করা হচ্ছে না। স্যার, একটি কথা আছে, অন্যকে মারার জন্য কবর খুড়লে সেখানে নিজেরাই মারা পড়ে। মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে যে ভাবে প্রতিটি দপ্তরে টাকা চাওয়া হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। এটা অযোগ্যতা, অসম্ভব। কাজে কাজেই এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী করা হয়েছে তা আমি, আমার দল এবং বিরোধী পক্ষ কেউই সমর্থন করতে পারি না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আর বাকী যে টাকাগুলি রয়ে গেছে সেগুলি সুষ্ঠু ভাবে বন্টন করে সুষ্ঠু নীতি প্রনয়ন করে যদি দেওয়া হয় তাহলে আমরা এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করতে পারি। আপনারা যে অবস্থা আজকে শুরু করেছেন, আমরা যদি বাধা না দেই তাহলে অনেক কিছু বেড়িয়ে যাবে। শুরু থেকেই আমরা দেখেছি আপনারা উপজাতি দলকে নিয়ে অনেক কান্না কেঁদেছেন। তাদেরকে বলেছেন — তোমাদেরকে সিক্সথ সিডুয়েল দেব, ৩০ দফা, ৪০ দফা, ৫০ দফা দেব অমুক দেব তমুক দেব। তাদেরকে নিয়ে আন্দোলনের নামে ভাওতা দিয়ে আসছিলেন। উপজাতিদেরকে নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবু, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ শ্রদ্ধেয়। ওঁরা ও জানেন যে এখানে সিক্সথ সিডুয়েল দেওয়া হবে না। সেটি ত্রিপুরাতে উনারা পারবেন না, উনাদের পকেটে নেই। তবুও এই উপজাতিদের নিরক্ষতা সুযোগ নিয়ে উনারা বলছেন তারা উপজাতিদেরকে সিক্সথ সিডুয়েল এনে দেবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে উনারা

কিছু বলেন নি। তারা অশিক্ষিত উপজাতিদের বলেছেন ওটা আমাদের পকেটে আছে। এই ভাবে দিনের পর দিন উপজাতিদেরকে তাদের মিছিলে হাটিয়ে তাদেরকে লেবারে পরিণত করেছে। যাদের পাঁচ কানি জমি ছিল সেটা বিক্রী করে দিয়ে কমিউনিষ্টদের সাথে আন্দোলন করতে গিয়ে আজকে রিক্ত হয়ে গেছে। আজকে প্রত্যেকটি জায়গাতেই উপজাতিরা শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। উপজাতিদের প্রতি তাদের কোন দৃষ্টি নেই, তারা এসে শুধু মায়া কান্না কাঁদছেন। উপজাতিদের নিয়ে আপনাদের এই খেলা বন্ধ করুন। তাদের সম্পর্কে সুস্থ মস্তিস্কে চিন্তা করুন। উগ্রপন্থীদের তোষণ, পোষণ সব কিছু বাদ দিয়ে উপজাতিদের জন্য চিন্তা করুন। আর উগ্রপন্থীদেরকে তোষণ, পোষণের জন্য এবারে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটাকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। আমি ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি আপনারাও এটাকে সমর্থন করবেন না। কারণ সারা ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে ধিক্কার দেবে। গতবার যেভাবে আপনাদেরকে বাজেটের টাকা বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছিল, সে টাকা আপনারা পুরাপুরি খরচ করাতে পারেন নি। সে টাকা আজকে ফেরৎ যাচ্ছে তারপরও আপনারা এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাইছেন। এটা ত্রিপুরার মানুষ শুনলে বলবে বামফ্রন্ট সরকার নামক যে যন্ত্রটি আছে এখানে এটা গনতন্ত্রের নামে জবাই তন্ত্র শুরু করেছে। এই জবাই তন্ত্রের জন্য যদি টাকা দিতে হয় তাহলে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল হবে। সুতরাং এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা সম্পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :—শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) : — চেয়ারম্যান স্যার, ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস্ ফর দি ইয়ার ১৯৯৪ ৯৫-কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। ইতিমধ্যে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টস-এর বিরোধীতা করে খুব সুন্দর ভাবে, সাবলীল ভাবে বলেছেন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের বিরোধীতা করছেন। খুব ভাল লেগেছে খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন আমরা মানে কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি দল। খুব সুন্দর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। কংগ্রেসের হয়ে ওকালতি করেছেন এবং বলা হয়েছে যে এই ডিমাণ্ড সমর্থন করতে পারেন না। গত বাজেটের মধ্যে কেন এইগুলি রাখা হয়নি এবং কেনই বা অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমি বলব যে ২৯টা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলির

ডিমাণ্ডে ভেকেন্ট পোস্ট ফিল আপ করতে হবে, তাদের বেতন দিতে হবে, এটা কি অন্যায্য দাবী ? এটা অন্যায্য দাবী কেউ বলতে পারবেন না। তারজন্য যা যা দরকার তার অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তারপরে ডিমাণ্ড নং ৩ মেজর হেড ২০৫২ সেক্রেটারিয়েট জেনারেল সারভিসেস, এখানে অ্যাডিশনেল ফাণ্ড চাওয়া হয়েছে ২৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। এখানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে কেন এই ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে আউটস্টেডিং লায়েবিলিটিস সেখানে আছে। এই আউটস্টেডিং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, জোট আমল থেকে শুরু হয়েছে দিকে দিকে। এত বেশী লায়েবিলিটিস যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে। তারপর ৪নং ডিমাণ্ড মেজর হেড—২০১৫। ইলেকশানের জন্য চাওয়া হচ্ছে ৯৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে খরচ করার জন্য, হিসাব টিসাব দিয়ে উনারা বলার চেষ্টা করেছেন এই টাকাটা অযৌক্তিক হয়েছে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ওরা জানেন যে সেশন সাহেবের যে ফরমান সেই ফরমান অনুযায়ী কতরকম প্রোফোরমা সেখানে তৈরী করতে হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার কাগজ সেখানে ছাপানো হচ্ছে গভর্ণমেন্টের প্রেসে। একটা বিরাট লায়বিলিটিস সেখানে আছে। ইলেক্টোরেল ফর্ম কয়েকবার করে পাল্টানো হচ্ছে ১টার পর ১টা ফরমান আসছে বলা হচ্ছে এই পদ্ধতি হবে না এই পদ্ধতি হবে নতুন নতুন প্রোফরমা বের করেছেন। সেখানের এসব নির্দেশের ফলে টাকার সংকুলান হচ্ছে না। বিশেষ করে আইডেনটিটি কার্ডের টাকা যা দেওয়া হচ্ছে তাও সংকুলান হচ্ছে না। আপনারা আইডেনটিটি কার্ডের বিরোধীতা করছেন। আপনাদের ছবি যদি না থাকে তাহলে দাঁড়ানো ত দূরের কথা ভোট দেওয়া মুশকিল হবে। আইডেনটিটি কার্ডও লাগবে ফটোও লাগাতে হবে। তার জন্য টাকার প্রয়োজন। তার জন্য অ্যাডিশন্যাল রিকয়ারমেন্টের দরকার আছে। সেই কারণে এখানে অতিরিক্ত ব্যায়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আশা করি এটাকে সবাই সমর্থন করবেন। তারপর ডিমাণ্ড নং—২১ মেজর হেড— ৩৪৫৬ সিভিল সাপ্লাইস এখানে অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গ্রামাঞ্চলে গো-ডাউনের কি অবস্থা। চাউলের স্টোরেজ করা যাচ্ছে না। খুবই দুরবস্থা। তারজন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

সেখানে চাউল অতিরিক্ত মজুত করতে হবে আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি যদি বর্ষার আগে চাউল গুদামজাত না করা যায় তাহলে পরে স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন জায়গায় চাউল নিয়ে যাওয়া এসেনশিয়েল কমিটির সাপ্লাই দেওয়া কঠিন হবে। দেখা গেছে চাউল এখানে এনে রাখার মত স্টোরেজের ব্যবস্থাও নাই। সেই জন্যই এখানে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাই বলা হয়েছে বাহিরেও যাতে চাউল স্টোর গো-ডাউন করা যায় তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই কারও পকেটে ঢোকানোর জন্য নয়। স্যার, ওরা এখানে যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে এই মার্চ মাসের আর মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে এর মধ্যে এই ৫০ কোটি টাকা সব আমাদের পকেটে ঢুকে যাবে। আসল কথা হচ্ছে তারা যেটা করেছে সেটা [illegible] ভুলতে পারছে না। ওনারা পাঁচ বছর যেটা করে এসেছেন সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড যদি ওনারা করেই থাকেন তাহলে সেই সব টাকা তাদের পকেটেই গেছে। আমরা চেলেঞ্জ করে বলতে পারি এই সমস্ত টাকা বামফ্রন্টের কর্মী, মন্ত্রী বা এম. এল. এ. দের পকেটে যাবে না। অবশ্য এটা ওনারা বলতেই পারেন, ওনাদের অধিকার আছে বিধানসভাতে বলার এবং এই বিধানসভাতে এই কথা বেরিয়েছে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে যে, গত পাঁচ বছর ধরে কি পরিমাণ টাকা ও সম্পদ সেখানে লুট হয়েছে। যে চেয়ারগুলিতে আমরা বসে আছি সেগুলি কেন পাল্টে দেওয়া হয়েছে, আগের গুলি কোথায় চলে গেছে কে জানে। এই কারণেই এখানে বলা হয়েছে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে সব ওদের পকেটে ঢুকানোর জন্য এবং সেই জন্যই আমরা বলব যে, আমরা জনগণের কাজ করতে পারছি বলেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চেয়েছি। ডিমাণ্ড নং ১১ তাতে আমরা টাকা চাইছি সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ারের জন্য এখানে বাংলাদেশ থেকে যে চাকমা শরণার্থীরা এসেছেন তাদের জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে [illegible] সম্পূর্ণ মর্ট অফ্ [illegible] টাকা দিয়েছে, সেটাকে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট হিসাবে দেখে করে, ক্যাম্প ঠিক করতে হবে এই সমস্ত চুক্তি হয়েছে, রেকর্ড হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে সেইভাবে তাদেরকে ফেরত পাঠানো, তাদের ক্যাম্পগুলি চালানো যতদিন পর্যন্ত তারা না যায় তারই জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা অন্যায় কিছু নয় এবং এই টাকা কারও পকেটে যাবে না। তারপর ডিমাণ্ড নং— ২৩,

মেজর হেড— ২৫১৫, রুরেল ডেভলাপমেন্ট প্রোগ্রাম। এখানে এডিশন্যাল রিকোয়ারমেন্ট চাওয়া হয়েছে ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং বলা হয়েছে এখানে রুরাল ডেভলাপমেন্ট ও পঞ্চায়েত প্রোগ্রামের জন্য টাকা রাখা হয়েছে। ওনারা চান না এই সমস্ত এডিশন্যাল ফাণ্ড রিকোয়ারমেন্ট হোক। কারণ যেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে, জেলা পরিষদে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে সেখানে তার বিরোধীতা করতেই হবে। কারণ গত পাঁচ বছর পঞ্চায়েতগুলিকে ওনারা ভেঙে দিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচন করেন নি। কাজেই এই সব ডিমাণ্ডের বিরোধীতা তারা করবেনই। পঞ্চায়েত প্রধান যারা আছেন বা জেলা পরিষদ সদস্য যারা আছেন তারা নিজের পয়সা দিয়ে গাড়ী ভাড়া দিয়ে আসবেন। অর্থাৎ উনারা যেভাবে উন্নয়ন কমিটি করে পঞ্চায়েতকে পরিচালনা করেছেন এবং সরকারের বরাদ্দকৃত টাকা নিজেদের পকেটস্থ করেছেন। সেইভাবে ওনারা চান এই সমস্ত ক্ষেত্রে টাকা খরচ না করে তাদের ডি. এ. অনারিয়াম ইত্যাদি না দিয়ে তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা না করে তাদের এমনিতে রেখে দিতে— তাহলে পরে তাদের দুর্নীতিগ্রস্থ করে তোলার জন্য আরো বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে। এই জন্য তারা এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েত ট্রেনিং এবং রেমুনারেশন এই সমস্ত ক্ষেত্রে টাকা দেওয়ার জন্য এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে, তাদের ডেভেলাপমেন্টাল প্রোগ্রাম অ্যাণ্ড আদার চার্জেস এই সমস্ত ক্ষেত্রে টাকা ধরা হয়েছে ডিমাণ্ড নম্বর ২৩ এ। আমরা মনে করি গ্রামীণ ক্ষেত্রে তৃণমূল স্তরে এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত এই সমস্ত ক্ষেত্রে কাজকর্ম করার জন্য গ্রামের উন্নয়ন করার জন্য এই সমস্ত টাকা চাওয়া হয়েছে তাদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে। কাজেই এটাকে আমি সঠিক বলেই সমর্থন করছি। কিন্তু যারা এই সব ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করছেন তাদের অনুরোধ করছি তারা এইগুলিকে সমর্থন করুন।

তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার-২৯ মেজর হেড্ ২৪০৩ অ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রীর জন্য টাকা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে। ওনারা বলেছেন যে এই ১৫-১৬ দিনের মধ্যে এই টাকা খরচ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এখানে ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব্ দ্যা নিউ স্কীম্ হু হিচ্ হ্যাজ বিন সেংশ্যান বাই দ্যা গভার্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া। এই ক্ষেত্রে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাতে এই ১৫-১৬ দিনের মধ্যে এই টাকা খরচ করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এখানে ধরা হয়েছে

১ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকায় সেখানে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রী এবং ভ্যাটেরিনারি উন্নতির জন্য নতুন নতুন স্কীম্ ধরা হয়েছে। সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনভেস্টিগেশন অ্যাণ্ড স্টেটিস্টিক্স্ এবং ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্টের জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আমরা এই হাউসে উৎথাপন করেছি। আমরা আশা করব এই সাপ্লিমেন্টারী ডিম ণ্ডকে সকলেই সমর্থন করবেন। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১ মেজর হেড ২৫০১। এখানে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ উন্নয়ন (রুরাল ডেভেলাপমেন্ট) এর জনা যে সকল স্কীম্ রয়েছে যেমন আই, আর, ডি, পি, এস, আর, ই, পি, এবং ডি আর ডি, এ, এবং ট্রাইসেম্ স্কীমগুলি রূপায়ন করার জনা এই টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার আজকে গ্রামে গ্রামে আমরা কি দেখছি, আজকে জোট আমলে যেখানে কোন কাজই হয়নি, আজকে সেখানে কাজ হচ্ছে নতুন নতুন রাস্তা হচ্ছে আগের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত জায়গায় রাস্তাঘাট করা হয়েছিল সেগুলি জোট আমলে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলির মেরামতির জন্য কোন কাজই করা হয়নি। কিন্তু আজকে সেখানে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে সমস্ত রাস্তার মেরামতি হয়েছে, নুতন রাস্তা হয়েছে জোট রাজত্বে যে গ্রামকে গ্রামের উন্নয়নকে ভেঙে দিয়ে গেছেন সেখানে আবার আমরা নতুন করে নির্মান কার্য শুরু করেছি। আজকে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা আমরা করেছি গ্রামাঞ্চলে এই এস, আর, ই, পি ইত্যাদি স্কীম-গুলির মাধ্যমে। তারপর আমরা আগে যে সমস্ত স্কুলগৃহ নির্মান করে গিয়েছিলাম সেগুলো বিগত জোট আমলে একেবারে ভেঙে পড়েছে ওরা কোন কাজই করেনি। আমরা আবার ক্ষমতায় আসার পরে সে সমস্ত স্কুলগৃহগুলি পুনঃনির্মান করছি, পাকা বিল্ডিং করছি। আজকে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন নতুন ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম। পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এই মুহুর্তে আমরা যে সমস্যা নিয়ে শংকিত ছিলাম গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে সেটা আমরা সমাধান করতে পেরেছি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ই এ এস, আই, আর পি, সি ডি, আর, ডি, এ, ইত্যাদি স্কীমে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি আজকে বাস্তব রূপ পেতে শুরু করেছে।

সেই জন্য খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে এই অতিরিক্ত ব্যায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮ কে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং ১০ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকেও আমি সমর্থন করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আশা করি এখানে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরাও এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন। আপনারা কাজ করতে পারেন না কি বলেতো অঙ্কদের বাদ দিতে পারেন না। যদি বলেন যে বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা করবেন তাহলে দাড়িয়ে বিরোধীতা করুন। চিল্লা-চিল্লি করবেন তাতেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমি আশা করব খুবই সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যাণ্ডকে আপনারাও সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ

মি: চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার মহোদয়

শ্রীসমীর দেবসরকার : মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় রেখেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এখানে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

স্যার, এটা পার্লামেন্টারীর প্রসিডিউরের মধ্যেই পরে যে অনিবার্য কারনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বছরের শেষ ভাগে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ প্রয়োজন হয়। কাজেই এই ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের বাজেটটি সঙ্গতি সূচক। মাননীয় সদস্যদের এটা না জানার কথা না। যদিও দিল্লীতে উনাদের নেতারা খুবই নড়বড়ে অবস্থায় সরকার চালাচ্ছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সাম্রাজ্যবাদীদের বা ভারতবর্ষের পুঁজি-বাদীদের চলতি বাজেটের অর্থনৈতিক হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত জিনিষের দাম বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি যেখানে নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে, জিনিষ পত্রের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে, তার উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার বাজেট করার পরও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন হয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয়ই এটা জানেন। মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারনে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হয়। গত দুই বছরে রাজ্য সরকার কর্মচারীদের পাওনা মহার্ঘ্য-ভাতায় দুই থেকে আড়াই শতাংশ বেশী দিয়েছেন। যদিও জোট আমলের বকেয়া যা ছিল, তার সবটাই এখনও কাভার করা যায় নাই। কাজেই এই সমস্ত কারনে

অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ এখানে আনা হয়েছে।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- কাজেই এরজন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন বা বাজেটে যে প্রভিশন চাওয়া হয়েছে,- মাননীয় সদস্যরা একই মুখে [illegible] পাল্টা বলছেন বাইরে দাঁড়িয়ে বলছেন বাড়ানো দরকার, কর্মচারীদের ডি. এ. [illegible] মূল্যবৃদ্ধি জনিত এইজন্য তারা সেখানে মদত দেবেন, রাজনৈতিকভাবে [illegible] তোলবেন। আর বিধানসভায় তারজন্য যখন অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হলে [illegible] বিরোধীতা করবে। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে [illegible] সেখানে যদি রাজ্যসরকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাইতে হয় অথবা ডি. এ. যে কর্মচারী [illegible] ন্যায্য পাওয়া সেটা গ্রেন্ট করতে গিয়ে যে সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ তাহলে [illegible] এই ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যয় বরাদ্দগুলি সমর্থন করছি। যদি সবটাই সমর্থন না [illegible] তাহলে মনে হবে একেবারে অন্ধের মত বিরোধীতা করার নামে এসেছেন। [illegible] মানুষের স্বার্থে অথবা যাদের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের স্বার্থগুলি নিজেরা [illegible] বলেছেন অথবা না জেনে না বুঝে এই সমস্ত কথাগুলি বলছেন। আমি [illegible] সমস্ত এই ডিমান্ডে যা দাবী করেছে তার প্রত্যেকটির পেছনে ব্যাখ্যা রাখা [illegible] কি কারণে করা হয়েছে। এই জিনিষগুলি বিচার বিশ্লেষণ করেই সম্মানিত [illegible] সদস্যরা অনুমোদন করবেন এবং সমর্থন করবেন বিশেষ বিশেষ যে জিনিষগুলি [illegible] ডিমান্ডে এখানে চাওয়া হয়েছে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ-এর উপর চাওয়া [illegible]। এটা লক্ষনীয় দিক আর যেগুলি আমার নজরে এসেছে। এরমধ্যে [illegible] একটি [illegible] অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে এরমধ্যে [illegible] পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা তাদের যে অনারিয়াম এই প্রশ্নে। [illegible] যা চাওয়া হচ্ছে সেটা হোম দপ্তর তার [illegible] এবং যে ক্রিমিন্যাল [illegible] তার উপর নজরদারী করার জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। [illegible] হয়েছে সোসাল ওয়েলফেয়ার এবং সোসাল জাস্টিসের যে মহিলা কমিশন করা [illegible] তার উপর। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছি না এই কারণে যে আমি জানি বিশেষ [illegible] এখানে হিরে ধী বেঞ্চে আছেন. এইগুলি থাকলে সোসাল জাস্টিস মহিলাদের [illegible] এই যে বিশেষ নজর দেওয়া তাদের সম্মান জানানো তাদের উপর কমিশন [illegible] করা সেই কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক যে [illegible] এর

হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়াতো মজ্জাগত হয়ে গেছে। যেগুলি তারা প্রতিনিয়ত বিরোধীতা করে এবং করে আসছেন। কাজেই এই বিশেষ দিকগুলি গত বাজেটের পরে রাজ্যসরকার এসবগুলির মধ্যে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে পঞ্চায়েত সবাই জানেন পঞ্চায়েত তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এটা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার যে স্লোগান তুলেছিলেন বাস্তবায়িত করার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন-এ গুরুত্ব দিয়েছেন। গত বাজেট অধিবেশনেও সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। বাজেটে মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করা, নিচের স্তরের মানুষের হাতে তাদের ক্ষমতা তুলে দেওয়া এই কাজগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এর কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। ইতিমধ্যে ওদের বাজারও বিরোধীতা সত্বেও,নিজেরা জানেন ভুলে যাওয়ার কথা না যে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট যারা করেছেন এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বাতিল করার চেষ্টা করেছেন নানা ভাবে। এখানে নানা ভাবে যেন তেন প্রকারে। এটা ঠিক সমস্ত বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছেন। নির্বাচিত সংস্থাগুলি সেখানে তাদের কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং সেখানে যাতে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, সেখানে উনারাও আছেন। কংগ্রেসের লোকেরা আছেন। কোন কোন জায়গায় সামান্য হলেও এক-দুইটা সীটে জিতেছেন। সেখানে যে নির্বাচিত সংস্থাগুলি কাজ করবেন তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এবং বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী গরীব অংশের মানুষের জন্য যে বিভিন্ন কর্মসূচী আছে, জনকল্যানমূলক কর্মসূচী সেখানে এগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য যাতে তারা আন্তরিকভাবে কাজ করতে পারেন তাদের জন্য ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রশ্নে, তাদেরকে অনাবিরাম দেওয়া এই সমস্ত কাজ দেওয়া। এইগুলি গুরুত্ব সহকারে আজকে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে এই জিনিষটা চাওয়া হয়েছে। এটা তারা জানেন এটা ন্যায্য। এটা চাইতে হবে পঞ্চায়েত রাজ আইন অনুযায়ী। তাদের এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। কেন আজকে তারা এখানে বিরোধী বেঞ্চে এসেছেন। এই লুটপাটের আখড়া যা সারা রাজ্যজুড়ে স্লোগান উঠেছিল, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে এমনকি তাদের দলের লোক পর্য্যন্ত। শুধু পঞ্চায়েত নয়, সমস্ত রাজ্যটাকে তারা লুটপাটের আখড়া তৈরি করেছিলেন। এখানে কংগ্রেস এবং যুব সমিতি বলে আলাদা কোন বাছবিচার ছিলনা। মন্ত্রীসভা থেকে

আরম্ভ করে একেবারে নীচের স্তর পর্য্যন্ত তারা লুটপাটের আখড়া তৈরি করেছিল। এর জন্যই এই ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছেন। সেই থেকে শিক্ষা তাদের হয়নি। তারা আবার স্বপ্ন দেখছেন, এই লুটপাট করার জন্য। যার জন্য ত্রিপুরার কল্যানের জন্য যে জিনিষটা দরকার সেটাকে তারা সমর্থন করতে পারছেন-না। সত্যিকারের শিক্ষা যদি তাদের হয়ে থাকে, লুটপাটের রাজত্ব থেকে তা হলে তারা ত্রিপুরার মানুষের কল্যানের জন্য, ত্রিপুরার মানুষের উন্নতির জন্য তারা তাকে সমর্থন করবেন। এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে তার মধ্যে ১৯ নাম্বার ডিমাণ্ডের মেজরহেড ২৪০৩ এনিম্যাল হাজবেণ্ডারী। এটাকে কেন তারা সমর্থন করছেন না তাতে আমার অসুবিধার লাগছে। কারণ একটা নূতন স্কীম কেন্দ্রীয় সরকার একটা নূতন স্কীম গত বাজেটের তার এপ্রোভড্ করেছেন। স্বাভাবিক কারনে কোন বাজেটের পরে কেন্দ্রীয় সরকার যদি কোন স্কীম মঞ্জুর করেন তা হলে বাজেটে সেটাকে স্থান দিতে হবে। তবে সেই ক্ষেত্রে এই সমস্ত খাতে যে বরাদ্দ গুলি আলাদা আলাদা করে তারা উল্লেখ করেন তা হলে আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এতে কোন বিরোধীতা করার কোন কারণ খুঁজে পাবেন বলে আমি মনে করিনা। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১। সখানে চাওয়া হয়েছে। হাউজিং স্কীমের ক্ষেত্রে। এই ধরনের স্কীম গরীব অংশের মানুষের জন্য। তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এতেও বিরোধীতা করছেন। তারা যদি চিন্তা করতেন গরীব অংশের মানুষের জন্য তা হলে তারা তার বিরোধীতা করতেন না বলে আমি মনে করি। তারা যদি চিন্তা করতেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত এবং গণতান্ত্রিক করণ যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের জন্য গৃহ নির্মান. অথবা সেই নির্মান কাজের জন্য সাহায্য করা, এই সমস্তগুলি যদি তারা চিন্তা করতেন তা হলে তারা তার বিরোধীতা করতেন না। দুই বৎসর হলেও এখানে তারা সাধারণ মানুষের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছেন। তারা সাধারণ মানুষের কাছে যেতে পারছেন না। কয়েকদিন আগে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল তারা তার বিরোধীতা করেছেন, তার-- কারণ হল তারা জনসাধারনের কাছে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। মানুষের নানা দাবী পুরণ করার জন্য তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এর পক্ষ থেকে যে কাজগুলি করা হচ্ছে এর জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে

তাকে তাঁরা সমর্থন করছেন না। আমি আশা করি ত্রিপুরার এই ২৮ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে তারা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বাজেটকে সমর্থন করবেন। তার, ডিমাণ্ড নাম্বার ৪০, শিক্ষা দপ্তরের উপর এখানে তারাও আলোচনা করেছেন, শিক্ষা দপ্তরের কিছু কিছু দিক যেগুলি এখনো সবগুলি কাটিয়ে উঠা যায়নি বই কেলেঙ্কারীর ঘটনা ত্রিপুরার ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে আছে। তারা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। এইদিনগুলির যারা নায়ক, ধারক বাহক তারা জানেন শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা কি নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা ক্ষেত্রে যা বাজেট ছিল তা খরচ হওয়ার পর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ লাগবে, তা তো স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। কি সুন্দর যে শিক্ষাখাতে এই সরকার গুরুত্ব দিচ্ছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষকে চেতনা বাড়াবে। শিক্ষার খাতে সেখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া সেটাকে বিরোধীতা করছে তারা। শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষা মানুষের চেতনা বাড়াবে ওরা যেভাবে মানুষকে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন পাঁচটা বৎসর। বিভিন্ন চক্রান্ত। আজকে সেই সমস্ত চক্রান্ত থেকে মুক্তি হয়ে আজকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে ভাল ধরণের আলোরণ সৃষ্টি করেছে। তাদের আমলে বই নিয়ে দাবী করতে গিয়ে ছাত্ররা গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে আপনাদের আমলে। সেই কথা ভুলে যায় নি। আজকে এখানে এই শিক্ষা খাতে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে যে ত্রিপুরার মানুষ শিক্ষার আলোতে আলোকিত হউক, গ্রামে গঞ্জে শিক্ষা গিয়ে পৌঁছাক। কিন্তু আপনারা তার বিরোধীতা করছেন। যেহেতু তাদের সরকারের আমলেও তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাল করতে চায় নি। সেহেতু এখন যখনই শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি তখনই বিরোধী ব্যাঞ্চ থেকে অমলবাবু তারা হই-চই করছেন। কাজেই এই জিনিসটাতে আপনাদের বেশী ঘাঁ লাগে সেটি পরিস্কার বুঝা যায়। সেটি আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে। বিরোধী দলের নেতা এখানে মাথা হাত দিয়ে বসে আছে এখানে, উনি বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছেন আমার কথা শুনে। কাজেই পুরোনো দিনের ইতিহাস টেনে আর উনাকে লজ্জা দিয়ে লাভ নেই। আর এরপরে ডিমাণ্ড নাম্বার —৪১ সেটি একই ব্যাপার এখানে ৫৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, সেটি হচ্ছে মহিলা কমিশন। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বসে আছেন এবং বিরোধী দলের নেতাও আছেন। আশা করি খুব মন দিয়ে এই সমস্ত কিছু উনি

শুনছেন। একটা সময় গেছে রাজ্যের মহিলাদের উপর কি ধরণের নির্যাতন গেছে সেই দিন আমি বাইরে থেকে সমস্ত কিছু শুনতাম, আর সেই দিন যারা বিরোধী দলে ছিলেন তারা মহিলাদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য কি করেছিলেন। আর আপনাদের আচার আর আচরণ-তো লজ্জা-সরমের কথা যদি চিন্তা করত তাহলে এইভাবে বিধানসভাকে সেই দিন যারা মন্ত্রী সভায় ছিল ব্যবহার করতে পারে না। এর পরবর্তী সময় সেদিন ত্রিপুরার মানুষ উপলব্ধি করেছিলেন যে ত্রিপুরায় বিশেষ করে মহিলাদের ইজ্জত যাহাতে কোন রাজনৈতিক দলের সেই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা চলেন তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মহিলাদের যাহাতে বেইজ্জত না হয় সেইজন্য আইনের প্রতিশন সেখানে রাখার জন্য প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন ২৮ লক্ষ মানুষ এবং মানুষের মনের যে চাহিদা মা বোনরা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ যারা আছে যারা মানুষের মত মানুষ তাদের চাহিদার উপর দৃষ্টি রেখেই বামফ্রন্ট সরকার মহিলা কমিশন গঠন করেছেন সেটি আপনারাও জানেন। সেই কমিশন কাজ করতে গিয়ে তাদের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ লাগবে। এতে আপনাদের কিছু কিছু অসুবিধা হতেই পারে এখনো সেই পুরানো দিনের দাঙ্গার যে সমস্ত ক্রিমিনালদের তৈরী করেছিলেন এখনো মাঝে মধ্যে তার ঘর থেকে বেড়ে চলে যায়। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে মহিলা কমিশন কাজ করবে সঠিকভাবে কাজ করবে তাহলে আপনাদের মধ্যে যাহারা চেলাচামুণ্ডা কাজ করছে হয়ত আপনাদের মধ্যেও সেই সমস্ত ভয়ভীতি আছে মহিলা কমিশন যদি সঠিকভাবে কাজ করে, অনেকের যে কদর্য্য চেহারা সেই সমস্ত চেহারা প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে কাজেই মহিলা কমিশনের সেই অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী আপনারা আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারবেন না। ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের যে দাবী ত্রিপুরাতে মহিলা কমিশনের দরকার সেই দাবীকে আমি সমর্থন করি।

ডিফেন্স, এর জন্য এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। স্যার এই পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ চাইলে ওরা ভয় পায়। ওরা প্রতিনিয়ত জঙ্গলে ক্রিমিনালদেরকে নিয়ে রিক্রুট করিয়ে দিচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য এর স্লোগান তোলার চেষ্টা রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার

জন্য। কিন্তু এটা সম্ভব হবে না। কারণ এর মধ্যে অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, এবং গুজরাট ওদেরকে হারাতে হয়েছে। কাজেই নরসীমা রাও এখন খুব কঠিন অবস্থায় আছেন এবং এই অবস্থায় দিল্লী থেকে বামফ্রন্ট শাসিত রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন দিবে তা হবে না। তবু আর তো কোন রাস্তা নেই তাই তারা নানাভাবে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য চেষ্টা করছেন। রতি মোহন বাবু এখানে নেই। উনারা জঙ্গলে গিয়ে উগ্রপন্থীদেরকে দিয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য মহরা দিচ্ছে। এখানে সমতলে মাঝে মাঝে দিল্লী থেকে মন্ত্রীরা আসছেন তাদেরকে নিয়ে পরামর্শ করে অ্যাকশন কমিটি করা হচ্ছে এই উদ্দেশ্য যে কিভাবে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করা যায়। এর জন্য পুলিশ খাতে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তার বিরোধীতা করা হয়েছে। কারণ পুলিশ জোরদার হলো ওদের অসুবিধা হবে। স্যার, এখানে সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমের জন্য কিছু বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের এই যে স্কীমগুলি আছে তার মধ্যে ষ্ট্যাট শেয়ার ২৫ পার্সেন্ট আছে। তার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টের ৭৫ পার্সেন্ট শেয়ার এবং ষ্ট্যাট গভার্ণমেন্টের ২৫ পার্সেন্টে শেয়ার থাকে এবং তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তার বিরোধীতা করা কোন মানে হয় না। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি ওদের আমলে কিভাবে বাজেটের টাকা নিয়ে ওরা লুঠপাট করেছেন। কিন্তু আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার দুই বছর পরে কোন কেলেংকারী নেই। ওদের আমলে লটারী কেলেংকারী বই কেলেংকারী এবং হাইয়ার এডুকেশনের সীট এলটমেন্ট নিয়ে কত কেলেংকারী হয়েছে। অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সরকারকে পুরস্কৃত করেছেন। ভারতবর্ষের কয়টা রাজ্যে এই রকম অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা কয়টা রাজ্য বজায় রেখেছে। স্যার, ওরা যদি সেই জিনিসগুলি দেখেন যে, ভারতবর্ষের কয়টি রাজ্য আছে যেখানে অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলার জন্য কেন্দ্র থেকে অতিরিক্ত টাকা পেয়েছেন। কাজে কাজেই এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে কাজ করে যাওয়াতেই। কাজে কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এটা সমর্থন করে সরকারকে কাজ করে যাবার সুযোগ করে দেবেন এই আশাকরি। এই সরকার ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থেই কাজ করছে। এই ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে এটা বেইমানী হবে। ত্রিপুরার মানুষ ক্ষমা করবে না। 'বর্ধান-

সভার বাইরে গিয়ে যখন নির্ব্বাচনে দাঁড়াবেন তখন ছুড়ে ফেলে দেবে। কাজে কাজেই এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী করা হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিলীপ চৌধুরী।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (কৃষ্ণপুর) : — মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে ১৯৯৫-৯৬ সালের বাজেট পাশ হবার আগে ১৯৯৪-৯৫ সালে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে তা পাশের অনুমতি চেয়ে যা উপস্থিত করা হয়েছে সেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই কারণে এই টাকা ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ব্যয়িত হয় নি। এই টাকা ব্যয়িত হয়েছে সি পি. আই (এম) পার্টির ক্যাডারদের জন্য। এই টাকা ব্যয়িত হয়েছে, উগ্রপন্থীদের খরচের জন্য। যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তাদের জন্যই এই টাকা খরচ হয়েছে। কাজে কাজেই আমি এটা সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, এই টাকা কোথায় খরচ হয়েছে বলার জন্য। কিন্তু সরকার বলতে পারেন নি। আমি এখানে বলতে চাই, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন, খাদ্যের অভাব নেই। আবার খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন, এলাকাগুলিতে খাদ্যের অভাব চলছে এই বিধানসভায় আমরা বার বার মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী কাছে জানতে চেয়েছি কোন্ কোন্ এলাকাগুলি অভাব বলে চিহ্নিত হয়েছে ? কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা বলতে পারেন নি। আবার এই খাদ্যমন্ত্রীই হাউসে বলেছেন, অভাব-গ্রস্থ এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য দেবার জন্য। এলাকা চিহ্নিত না করেই কি করে অতিরিক্ত খাদ্য প্রেরণের কথা বলা হয় ? স্যার, আমরা দেখছি, আজকে অভাবের তাড়নায় লোকেরা অন্য রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। সমতলের মানুষ অভাব - অনাহারে মারা যাচ্ছে। স্যার আজকে যদি সেটা না বলতে পারি, তাহলে কি করে হবে। আমি এসব কথা বলার জন্য আপনার কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি।

আপনারা এস. আর. ই, পি, এন. আর, ই, পি তে গরীবের স্বার্থের জন্য টাকা ধরেছিলেন গত বৎসরের বাজেটে, আপনারাতো কোন কাজ করেননি। বাজেটে সে টাকা কোথায় গেল ? আজকে গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়াঞ্চলে

গরীবরা অনাহারে আছে, তারা তাদের সন্তান পর্যন্ত বিক্রী করে দিচ্ছে অনাহারের জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, আজকে সে অর্থ কোথায় গেল। স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। বিগত দিনে আপনারা বলেছেন হাসপাতালগুলিতে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হচ্ছে না, একটা ইন্‌জেকশান নেই, ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। আপনারা ক্ষমতায় আসলে হাসপাতালগুলির জন্য অনেক কিছু করে দেবেন। কিন্তু দেখা গেল আমরা নিরামিষ খাদ্য চালু করেছিলাম, আর আপনারা ক্ষমতায় এসে পি. এইচ, সি গুলিতে, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল গুলিতে সার্কুলার জারি করেছেন যতটা বেড আছে, ততজন রোগীই রাখতে হবে, তার বাইরে রোগী রাখা যাবে না। বাজেটের অর্থ খরচ করা যাবে না। প্রত্যেকটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি আপনারা নির্দেশ জারি করেছেন। তাহলে গত বছরের বাজেটের টাকা এই রাজ্যের কোন মানুষের কল্যাণে আপনারা ব্যয় করলেন। আপনাদের আমলে হাসপাতাল ইন্‌জেকশানের সিরিঞ্জের যা নমুনা, একটা ইন্‌জেকশান দিলে মনে হয় যেন কার্পেন্টের সক্‌ দিচ্ছে। রোগীর শরীরে তিনবার গুতোতে হয় তারপর ইনজেকশান যায় এই হচ্ছে হাসপাতালের অবস্থা। তারপর জল জল। স্যার জল মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জলের কাহিনী সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অমলবাবু অনেক কিছু বলেছেন। আমাদের সময়ে ১২২টা ডিপ টিউব ওয়েল খনন করার জন্য যে প্রগ্রাম নেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা করেছি, কিন্তু আপনারা গত বারের বাজেটে মাত্র ২১টা টিউব ওয়েল খনন করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ ধরেছিলেন, কিন্তু করেছেন মাত্র ৬টা আজকে যদি আপনাদের প্রশ্ন করি তাহলে আপনারা বলবেন ও, এন, জি, সি মাটির তলা থেকে সমস্ত জল উঠিয়ে নিয়ে গেছে আমরা জল পাচ্ছি না। কারণ ত্রিপুরাবাসীকে বুঝাতে হবেতো। ২১টা ডিপ টিউব ওয়েল আপনারা করতে পারেন নি, করেছেন মাত্র ৬টা। তাহলে বাজেটের টাকা কোথায় গেল ? সেটাকা আপনাদের পার্টি ফাণ্ডে না কি গুণ্ডা পালনের জন্য গেল ?

বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাকে বলতে হচ্ছে আজকে আমাদের এই বিধান সভায় সবার হাসির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছে। অফিসাররা বোধ হয় জানেন না যে এখানে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আছেন। আমাদের বিরোধী দলনেতা চ্যালেঞ্জ দিয়ে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে বলেছিলেন আমাদের আমলে বিদ্যুতের উন্নতি না হলেও আমরা পিক আওয়ারে প্রত্যেক দিন ১০ মেগাওয়াট

করে বিদ্যুৎ কলিকাতাকে দিয়েছি। কিন্তু কেশববাবু মন্ত্রী সভায় আসার পর এই মেগাওয়াট বিদ্যুৎগুলি কোথায় গেল।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনাদের আমলে বিদ্যুতের তো অভাব ছিল না তাই উনাদের গায়েও বিদ্যুতের বাল্ব জ্বলত।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ : পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এটা নাটক করার জায়গা নয়। এখনও বলছি আমি পিক আওয়ারে কলকাতাকে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়েছি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি - উনি কিছু দিন আগে কলকাতা থেকে আসছিলেন তখন উনার সঙ্গে একজন অফিসার ছিলেন উনি বলেছেন আমাকে যে, কেশব বাবু যখন আসছেন তখন এয়ারপোর্টে নাকি কিছু লোক বলছেন বিদ্যুৎ আসছে সরে দাঁড়াও। স্যার, ওকে রাস্তাঘাটে মানুষ বিদ্যুৎ বলে ডাকে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সমীর বর্মণ কেন এত এয়ারপোর্টে যান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ : - স্যার, আমি এয়ারপোর্টে না গেলে উনি যে কলকাতায় গিয়ে জিনসের প্যান্ট এবং হাফহাতা টি সার্ট পরেন এটা জানব কি করে।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করেন জোট সরকারের আমলে কলকাতাকে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছিল কিনা। জোট আমলে বিদ্যুতের যে উন্নতি হয়েছিল আমি মনে করি এই আমলে তার কিছুই হয়নি কারণ বিদ্যুতের ঘাটতি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। তাই বলছি সেই জায়গায় এই অতিরিক্ত বায় বরাদ্দ কোন্ কোন্ খাতে খরচ করা হয়েছে এবং এই টাকা কোথায় যাচ্ছে? মি: চেয়ারম্যান স্যার, এখন বলছি মৎস্য দপ্তর সম্পর্কে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই মাছ নিয়ে ফটো তোলা হয়েছে এবং দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাছের মাপ নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীর সঙ্গে এই সমস্ত ফটো আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি। মাননীয় মন্ত্রীগণ ও ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যগণ তিন তিনটা বিধান সভায় আমরা দেখেছি উনারা বলেছেন আমরা ক্ষমতায় এসে জনসাধারণকে

সস্তায় মাছ খাওয়াচ্ছি। তখনই আমরা বলেছিলাম এই ভাবটা কত দিন থাকবে।

তারপরে আমরা দেখতে পেলাম উদয়পুরে যে মাছের চাষ হত সেখানে উন্নত-মানের হওয়া কত দূরের কথা সেখানে হাইবার টেংকি করে সাদা হয়ে গেল। সেখানে পাশাপাশি ২জন মন্ত্রী আছেন ফিসারী ডিপার্টমেন্টের উদয়পুরের মাছ আমরা পাই না, ডম্বুরের মাছ ত দূরের কথা, ডম্বুরের কোথায় যায় কলকাতায় যায় না বাংলাদেশে যায় তা আমরা জানি না, ত্রিপুরার জনসাধারণের ভাগ্যে জুটছে অন্ধ্রের মাছ। আজকে ফিসারী ডিপার্টমেন্টের ৮৯ কোটি ১৯ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমার মুহুরীপুর বিভাগে ফিসারীর একটা প্রকল্প ছিল, সেই প্রকল্প লাটে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই টাকাগুলি কোথায় ব্যয়িত হচ্ছে? তারপর হচ্ছে স্কুল এডুকেশান। এখানে শিক্ষামন্ত্রী এখন নাই। উনার খাতে ধরা আছে ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে? কেন? অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার জন্য, অনগ্রসরকে অগ্রসর করার জন্য এত অনুপ্রাণিত এত অবহেলা প্রদান আপনাদের বাম জনা ৭৬টা স্কুল বন্ধ হয়ে আছে উগ্রপন্থীদের জন্য। রাজনগর কেন্দ্রের বিধায়ক সুধন দা'স উনার কেন্দ্র দুর্গাপুরে আমি গিয়েছিলাম, এই স্কুলটি দরজা জানালা নেই, এমনিতেই পড়ে আছে। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। আমার কেন্দ্রে কৃষ্ণনগর, রতনপুর, মনিরামবাড়ী, এই সমস্ত স্কুলগুলির চেহারা যদি দেখেন মাননীয় স্পীকার সাহেব তাহলে বুঝতে পারবেন ওদের এগুলি কি ছাত্রদের পড়াশুনায় অনুপ্রাণিত করার জন্য জায়গা নাকি কুষ্ঠাশ্রম। এখানে মাষ্টারকে গাছের তলায় বসে ক্লাস করতে হয়। ছাত্রদের চট দিয়ে বসিয়ে ক্লাস করতে হয়। এই যে ৭৬টা স্কুল বন্ধ হয়ে আছে তারপরও ৫ ৬ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা আপনারা অতিরিক্ত চেয়েছেন। আপনাদের এই টাকা-গুলি কোন খাতে ব্যয়িত হচ্ছে। আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন ১ বৎসর হয়ে গেল স্কুলগুলির চেহারা একই রকমের রয়ে গেল, কোন স্কুলের চেহারা পাল্টায়নি। কোথায় খরচ করলেন আপনারা স্কুল এডুকেশানের টাকা? স্যার, আজকে সমস্ত মারিং হচ্ছে স্যার, আজকে যে টাকা চাওয়া হয়েছে তা যদি প্রকৃত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হত তাহলে আমার বলার কিছু ছিলনা। কিন্তু এই টাকাগুলি অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হচ্ছে না।

আবার ইলেকশানে যে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৯৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, এই অতিরিক্ত অর্থটা ফটো উঠানোর জন্য ধরা হয়েছে বলা হয়েছে। অথচ আজকে পর্য্যন্ত আমাদেরকে কেউ বলেনি যে তোমরা ফটো তোল। তবে আমাদের কাছে জনগণ আসে ফটো অ্যাটেসটেড করাতে এবং বলে স্যার, আমরা এত আগের বাসিন্দা হয়েও দেখেন আমাদের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ পড়েছে, ঐ সময়ের ওরা আমাদের নাম তুলে উঠায়নি। ওরা ভোটার লিষ্টের নাম তুলতে গিয়ে ভুলে আমাদের নাম বাদ দিয়েছে। তাহলে এই ইলেকশানের ব্যাবিত অর্থ যেটা আপনারা চেয়েছেন এটাকে আপনারা নয় ছয় করার জন্যই চেয়েছেন। কারণ এখন যে আমাদের বাজেট অধিবেশন চলছে এবং তাতে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতেই আপনারা এই অর্থটা চাইতে পারতেন। তাই আমি মনে করি এই অতিরিক্ত অর্থ ভিত্তিহীন এবং এটা কেডারদের জন্যই ধরা হয়েছে। তারপর হল স্বরাষ্ট্র দপ্তর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিছু কথা বলছি, আমার আগে বক্তারা বলেছেন যে চেয়ারম্যানের যে কমিটি সেটা হল লুটপাটের কমিটি। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য যে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, এটা কি জন্য ধরা হয়েছে আমি জানি না। তবে পুলিশ প্রশাসনকে উন্নত করার প্রয়োজন আছে এটা ঠিক। কিন্তু পাশাপাশি পুলিশ ক্যাম্প থেকে অস্ত্র লুট হয়ে গেলে সেই অস্ত্রের হিসাব চাওয়া হলে তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন না। তা এই অস্ত্র কি এ. ডি সি'র ইলেকশানের জন্য চলে যাচ্ছে। এটা আগে আমাদের জানতে হবে। তারপর ৭০ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার হিসাবটা চিন্তা করতে হবে। তারপর হল, আনন্দ মোহন রোয়াজা উগ্রপন্থী দ্বারা অ্যারেস্ট হলো সে সম্পর্কে বলুন কত টাকা খরচ করেছে। স্যার, এরমধ্যে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা উনি গতদিন বলেছেন যে, বামনী সরকার অর্থ দিয়ে উগ্রপন্থী পালছেন, অর্থ দিয়ে উগ্রপন্থী গ্রুপ করছেন—এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। কারণ জয়চন্দ্র গাঁও সভার অন্তর্গত রাঙ্গাপাড়া, চাপতাছড়া, সাধুপাড়া এই সব এলাকা থেকে ৮৫টি চাকমা পরিবার গন্ডাছড়া ইত্যাদি স্থানে চলে গেছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা উনি উনার জাতিভাইদের জন্য একটুও সমবেদনা প্রকাশ করলেন না। তাদের গিয়ে দেখলেন না যে তারা কি অবস্থায় আছে। উনারই

অনুচর এবং সহকর্মীদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েই আজকে এই ৮৫টি পরিবার তাদের ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে। আর পুলিশকে বা থানাতে গিয়ে কোন কেস দায়ের করলেও কোন লাভ হয় না। আমি তার একটি উদাহরণ দিয়ে বলছি—যে থানাতে গিয়ে ও, সি, সাহেবকে বললে পরে তিনি বলেন যে, আমাদের গাড়ী মাত্র একটা, আমরা এখন সেখানে যেতে পারব না। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আগে টাউন রক্ষা করা। টাউন সুরক্ষা করার পর আমরা আউট্ সাইডে যাওয়ার জন্য চিন্তা করব। কাজেই এটার দ্বারা কি প্রকাশ পায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যে অর্থ চাওয়া হয়েছে অথচ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের কাছে যাওয়ার জন্য তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেন গাড়ীর অভাবে একটা কেইস্ করলে পরে চার কি পাঁচদিন পরে সেখানে যায় পুলিশ। আজকে তারা বলেন যে বিলোনীয়া থেকে নলুয়া যাওয়া সম্ভবপর নয়, ঠিক রাজনগরের ক্ষেত্রেও তাই পি. এস. এ গিয়ে কেইস্ দিলে পরে উনারা যেতে চান না তারপর তুলামুড়া পর্য্যন্ত একটা গাড়ী দিয়ে কভার করা পুলিশের পক্ষে অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়। ফলে আমরা থানাতে কেইস্ দিয়ে একটাও কেইসে্ এনকোয়ারী করাতে পারিনা পুলিশকে দিয়ে। তারপর কি চলছে—নারী ধর্ষন, আপনারাতো বিজ্ঞান ময়দান দিয়ে খুব হৈ চৈ করেছেন— অনেক কথা বলেছেন, মহিলা কমিশন বসিয়েছেন কিন্তু একটি কেইস্ আমি করেছি—সে হচ্ছে আরতী ত্রিপুরা—তাকে রেপ করা হয়েছে, সেটা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। তারপর সাত বছরের একটি মেয়েকে রেপ করেছে এবং সে আসামী মুসলিম মন্ত্রীর গাড়ী চড়েছেন তার আত্মীয়। আর আপনারা জুলাইবাড়ীর যে খুন হয়েছে সেটা কংগ্রেসের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। এভাবে দোষ চাপাবেন না, কারণ এভাবে চাপাতে চাপাতে আপনারা নিজেরাই চাপা পড়ে যাবেন। মহারাষ্ট্রে একটাও পেলেন না। গতবার দু'তিনটা ছিল। ওটাও পান নাই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ—মাননীয় সদস্যকে বলতে দিন। মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী ঃ— স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন্য যে অর্থ এখানে চাওয়া হয়েছে তাতে

আমি বলব, উনারা জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। রাজকোষার মত ঘটনাই প্রমান দিচ্ছে। বেকারদের মিথ্যা ভাওতা দিয়ে এবং গরীবদের অনাহারে রেখে চলতে চাইছেন। আজকে তারাও উদের পাশে নেই। তাই আজকে তারা পুলিশকে মজবুত করার জন্য পুলিশের একটি অংশকে দিয়ে কংগ্রেস ও টি, ইউ.জে.এস, কর্মীদের খুন করানোর জন্য এবং চক্রান্তে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। কাজেই অর্থ সঠিক কাজে লাগানো হবে বলে ধারনা এবং পাবলিককে ধোঁকা দিয়ে - পুলিশকে প্রহসনে পরিনত করে এই অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেজন্য আমি এই বাজেটকে বিরোধীতা করছি এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরাও আশা করি এই ব্যয়-বরাদ্দে সন্তুষ্ট হবেন না। কারণ আপনারা নিজেরাও ভাল করে জানেন যে. এই টাকা খরচা করার জন্য কোন রাস্তাই আপনাদের নেই। শুধুমাত্র পার্টির ক্যাডারদের পালন করার জন্য। ১০-১০-৯৩ইং উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আপনাদের চুক্তি হয়েছিল যে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ১০ মাসের জন্য ভাতা দেওয়া হবে। এ টি, টি, এফ কে এখনও কোন চুক্তির ভিত্তিতে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে? এ টি. টি, এফ, ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত উগ্রপন্থী দল আত্মসমর্পন করেছে তাদেরকেও কোন চুক্তির ভিত্তিতে টাকা দেওয়া হচ্ছে? গত বাজেটে ধরা হয়েছিল ১০ কোটি টাকা উগ্রপন্থীদের জন্য। কিন্তু ৪৫ কোটি টাকা খরচা হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখানো হয়েছে ৭৩ কোটি টাকা। উগ্রপন্থীদের তোষন করে এবং নিজেদের ক্যাডারদের তোষন করার জন্য এই ব্যয়-বরাদ্দ এখানে আনা হয়েছে আমার সহকর্মী এখানে বলেছেন যে আমরা কিভাবে জিতে এসেছি আপনারা জানেন।

এখানে উনারা বলেছেন আমরা কিভাবে জিতে এসেছি? গত ২৭ তারিখ আমি যখন আমার কেন্দ্র নতুন বাজারে গিয়েছি। সেখানে কাজল চৌধুরীর দোকানে বসেছিলাম টিফিন করার জন্য। সেখানে কুটি ফর ওয়ার্কের কিছু মহিলা নিয়ে শান্তি চৌধুরী ....।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট এ আসুন।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী : — এখানে যে প্রশাসনিক পদ্ধতি কিভাবে চলছে সেটা আমি বলছি। এটার মধ্যে অর্থ কিভাবে অব্যায়িত হয় সেটাই। যাওয়ার পরে উদের

ক্যাডাররা আসলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেন এখানে এসেছি। ভাল কথা। আমি উত্তর দিলাম, যখন উনারা আমাকে বলল আমি নলুয়াতে না আসতে আমি তখন বললাম যে, আমি আসব। আমাকে এখানে জনগণের তাগিদে আসতে হবে। তখন উনাদের ক্যাডাররা বললেন যে, আপনাকেতো আমরা ভোট দেইনি আপনি কেন আসবেন ? তখন আমি বললাম ভাল কথা তোমরা আমাকে ভোট দেওনি আমি তোমাদের কাছে আসব না কিন্তু যারা আমাকে ভোট দিয়েছে তাদের কাছে আসব। তোমরা কেন আমার সঙ্গে বিতর্কে আসছ তখন তারা উঠে পড়ল। পরে বলল যে, এতই যদি ক্ষমতা হয় তাহলে নিরাপত্তা নিয়ে আস কেন ? তখন আমি বললাম সেটাতো আমি দিইনি। আমার নিরাপত্তা কেন দিয়েছে আপনাদের সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন আমাকে নিরাপত্তা দেয় কেন ? তখন আমি ভেবেছিলাম যে বোধ হয় আমার কেন্দ্রের সাধারণ কর্মীরা সি, পি, এমের নেতা আর কর্মীদের মধ্যে বোধ হয় আণ্ডারস্টেণ্ডিং নেই নতুবা অশিক্ষিত। এই কারণে বোধ-হয় এই ধরনের উক্তি করেছেন। এখন দেখছি বিধায়ক নিজেও এই উক্তি করছেন। তাহলে আমি এখন ধরে নিতে পারি বিধায়ক আর কর্মী সবাই এক জোট একই রকমের শিক্ষিত। কর্মীরাও বলেন কি করে জিতেছি, বিধায়করাও বলেন কি করে জিতেছি। পি, জির একজন আমাকে বলেছে যে বিধায়ক দিলীপ বাবু হয়ত জনগণের ভোটে বিধায়ক হয়নি, তাহলে উনি কিভাবে নিরাপত্তা নিয়ে আসে ? তখন আমি বললাম আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী কোনদিকে যাওয়ার সময় কেন সাত গাড়ী সিকিউরিটি লাগে ? উনিতো জনগণের প্রিয় নেতা উনার জন্য সাত গাড়ী লাগে। আমরা যদি চোরা ভোটে হয়ে থাকি তাহলে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জনগণ বানিয়েছিল উনার কেন সাত গাড়ী লাগে ? তাই এই ধরনের কথা বলে বিধানসভার মধ্যে শুধু শুধু বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কোন মানে নেই। আপনি কিভাবে হয়েছেন আপনি ভালভাবে জানেন। আপনার সভ্ভার চেহারাটা আমরা জানি। রাজনীতিতে আমার সকলের চেহারা আপনার জানতে হবে না। বিধানসভাতে এসেছি বিধানসভার কাজ করার জন্য। কে কিভাবে হয়েছে এটা সবাই সবারটা জানেন।

এরপরে পঞ্চায়েত! পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের বলা হল আমরা নাকি প্রার্থী দেইনি। আমরা ভয় পেয়েছি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি আমার কেন্দ্র-এ পুরো প্রার্থী দিয়েছি এবং সমস্ত প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি।

এরা জোর করে আমার প্রার্থীদের বাড়ীতে গিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, মহিলাদের উপর জুলুম করা হয়েছে তারপর আমি শেষ মুহুর্তে তাও আমরা যাইনি ওদের দপ্তরের অফিসারকে জিজ্ঞাসা করবেন অফিসাররা কাগজ নিয়ে গিয়ে উঠিয়েছে। তারপর আবার আপনারা বললেন গণতান্ত্রিক ভোটে জিতেছেন। গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতারণা করেছেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। আমরা উন্নয়ন কমিটি করেছি, সেখানে চেয়ারম্যান করা হয়েছে কিন্তু আমরা জনগণকে ঠকাইনি। আমরা সরকারের কমিটি বলে চালিয়েছি। কিন্তু আমরা গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র দেখিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করিনি। ভোটারদের অধিকার নষ্ট করেছেন আপনারা। আমরা মানুষকে ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছি। সেখানে ভোট কম বেশী হয়েছে কিন্তু মানুষ ভোট দিয়েছি। কিন্তু আপনারা সেই অধিকারটুকু পর্য্যন্ত দেননি। আপনারা ভোটের অধিকার নষ্ট করেছেন। আমরা ভোটের অধিকার যদি দিয়ে থাকি, মানুষকে ভোট দেওয়ার অধিকার দিয়েছি আমরা, সেখানে ভোট কম বেশী পড়েছে। মানুষ নিজের ইচ্ছামত দলকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু আপনারা সেই অধিকারটুকু পর্য্যন্ত দেননি। আপনারা যেখানেই থাকুননা কেন, ভোট আপনাদের পড়েছে। ভোট আপনাদের প্রার্থী পেয়েছে। লোকসভাতে ভোট আপনাদের প্রার্থী পেয়েছে। ভোট আপনাদের প্রার্থী পায়নি এই রকম রেকর্ড আপনারা দেখাতে পারবেন না। রেকর্ড ভোটে জয় হতে পারে কিন্তু আপনাদের প্রার্থী উঠে যায়নি। কিন্তু পঞ্চায়েতে প্রার্থী উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রার্থী উঠিয়ে দিয়ে আপনারা বড় কথা বলেন। নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী দেওয়ার অধিকার দিতেন, তাতে আমরা হারি বা জিতি তাতে কি আসে যায় না কিন্তু আমাদের প্রার্থীকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। যদি সেই সুযোগ দিতেন তা হলে আমরা বুঝতাম আপনারা পুরুষ না মেয়ে লোক। আপনি বলছেন ভোটে দাড়ানোর ক্ষমতা আছে কিনা? সেই ক্ষমতা আমার আছে। আমি সততা নিয়ে বলছি আমি কোন দুর্নীতি করিনি, সেই সততা এবং মনের জোর আমার আছে। তাই আমি বলব্ এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা সম্পূর্ন অবৈধ এবং আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে বিরোধীতা করে আমার বিরোধী দলের মন্ত্রী এবং এম, এল, এ,দের বলব আপনারাও আমার সাথে এক হয়ে দেশের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য, এই অতিরিক্ত চুরির রাস্তা ছেড়ে,

জনগণের জন্য, জনগণের কাজ করার জন্য, সঠিক রাস্তাতে এসে আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করুন তাতে আমরাও আপনাদেরকে সহযোগীতা করব। বিরোধী বেঞ্চে আছি বলে আপনাদেরকে বিরোধীতা করব এটা ঠিক নয়। এই বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মি: চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : — মি: চেয়ারম্যান স্যার, গত ১০ই মার্চ এই বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করছি। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্নটা কেন আসে? আমরা দেখিছি কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টকে এড়িয়ে বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্বেও, ১০০ দিনের মধ্যে জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করবেন, এই প্রতিশ্রুতি থাকা সত্বেও লোকসভাকে এড়িয়ে বার বার জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্নটা আসে মূল্য বৃদ্ধি প্রশ্নর সাথে জড়িত থাকার ফলে। এই ক্ষেত্রেও এখানে বাজেট অনুযায়ী নির্দিষ্ট অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী উপস্থাপিত হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত এবং বাস্তব সম্মত, সেই জন্য আমি আবারও এই দাবীর প্রতি আমার সমর্থন জ্ঞাপন করছি। এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম যে তিন দিক ঘেরা এই রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃক সুলভ আচারনের জন্য এখানে এখনো যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি সামনে বর্ষা আসছে। যে কোন সময় এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এখানে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্বেও এখানে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলা হয় নি। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে রাজ্যে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলার জন্য, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে কেন বিরোধী দলের সদস্যরা বিরোধীতা করছেন তা আমার বিচার বুদ্ধির মধ্যে আসছে না। একদিকে তারা দাবী করছেন যে রাজ্যের মানুষ অনাহারক্লিষ্ট, রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। অপরদিকে যখন রাজ্যের মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য, নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের জন্য, খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী

জানানো হচ্ছে, বিরোধী সদস্যরা তার বিরোধীতা করছেন। এখানে দিলীপ বাবু অনেক কথা বলেছেন, মানসিক দৃষ্টিকোন থেকে আমি ওনাকে কিছু বলতে চাইনা। কিভাবে উনার দুইটি হাত নেই সেই প্রসঙ্গে আমি আসছিনা। কিন্তু উনি যে ভাবে আলোচনা করে গেলেন তাতে আমার মনে হয় তা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা না বলে উনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ অতিরিক্ত কথা বরাদ্দের দাবী। আমরা দেখছি মাটি আমাদের মা, জোট আমলে এই মাটি বার বার হয়েছে ধর্ষিতা। আমার মাটি হয়েছে রক্তে স্নাত। মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য এটা সবাই জানেন বলার কিছু নেই। মহিলাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য যা ওরা পারেন নি আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এখানে মহিলা কমিশন গঠন করা হয়েছে। আজকে আমাদের ঘরের মায়া ধর্ষিতা হলে স্বাভাবিক কারনে পুরুষ শাসিত রাজ্যে আদালতে দারস্ত হন না। আজকে জনগনের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন। যদিও জনগনের সমর্থন নিয়ে এখানে আসেন নি কংগ্রেসজন, তথাপি এই বিধানসভায় জনগনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আপনারা কথা বলবেন এই আশা রাখি। এই বিধানসভাকে মিথ্যার কলঙ্কিত করবেন না। আজকে আমরা লক্ষ্য করি, এই মহিলা কমিশনের কাছে সাধারণ নারীরা যেতে পারছেন। বিচার পাচ্ছেন। এই মহিলা কমিশনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এখানে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হয়েছে। আমি জানি না এটা তাদের নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিনা মহিলা কমিশনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী জানানো হয়েছে সেই দাবীকে বিরোধীতা করে ওরা। এখানে মেটারনীটি রিলিফ-এর জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী জানানো হয়েছে। তাতে ওরা বিরোধীতা করে। জানি না বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করেন কিনা। এই রাজ্যে পাঁচ বৎসরে এই রাজ্যের অর্থ-নৈতিকদিকে ওরা শুধু ভেঙে ফেলেন নি, এই রাজ্যের জনগনের বিশেষ করে যুবকদের মেরুদণ্ডটাকে ওরা ভেঙ্গে ফেলেছিল। সমগ্র রাজ্যের যতটা ক্রীড়াঅঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ অচল করে ফেলা হয়েছিল। সেই ক্রীড়াঙ্গনে গরু পর্যন্ত দৌড়াত না। অথচ দেখা গেল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই সমস্ত ক্রীড়াঙ্গনকে সচল করে তুলল। ক্রীড়া সম্পদ বেড়ে গেল। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিরাট ক্রীড়া উৎসব হয়ে গেলে। এই নবম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার

ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। এই সফলতাকে কি ওরা অস্বীকার করবেন? মাত্র ৬ মাসের মধ্যে আমরা এম, বি, বি, কলেজ স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পেরেছি। ভাবাযায়? সন্তোষ মোহন দেব এই স্টেডিয়ামের জন্য কত টাকা দিয়েছেন? আর শিলচর স্টেডিয়ামের জন্য কত টাকা দিয়েছে। শিলচরে কত ইস্পাত দিয়েছেন এবং এই রাজ্যের জন্য কত ইস্পাত দিয়েছেন? জিজ্ঞাসা করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈমাতৃ-সুলভ আচরণের জন্য এই রাজ্যে কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। এই রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ নেয় নি। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য এখানে বায় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আজকে প্রথম বেলায় বেকারদের দরদে দেখছিলাম ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু যখন বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হলো তখন তারা এর বিরোধীতা করছে। আমরা দেখেছি কিভাবে ওদের আমলে চাকুরী হয়েছে। নিজ বাড়ীতে অফার দেওয়া হয়েছে পোস্টেশন হিসাবে, মন্ত্রী পকেটে অফার নিয়ে ঘুরেছেন রাতের অন্ধকারে অফার বিক্রী করার জন্য। ফটিকরায়ের সুনীল দাস চাকুরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল কিন্তু যখন চাকুরী দিতে পারে নাই তখন আর বাড়ীতে থাকতে পারে নি। জহর সাহা কেন মন্ত্রীসভা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন? এগুলি মানুষের জানা। নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, জহর সাহা কেন থাকতে পারলেন না এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় সদস্যের এটাও বলা দরকার যে কার্তিক কন্যা কেন ওদের আমলে মন্ত্রীসভাতে থাকতে পারলেন না। এখানে জহর সাহা উপস্থিত নেই। উনার সম্বন্ধে বলা ঠিক নয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কার্তিক কন্যা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :-- স্যার, কার্তিক কন্যা ওঁদের অত্যাচারে জর্জরিত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত : - স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ জনগনের

স্বার্থে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী করা হয়েছে তার বিরোধীতা করার প্রশ্ন আসেনা। আপনারা এর বিরোধীতা করলে, এটা ২৮ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা হবে স্যার আমি সবার কাছে আবেদন রাখছি এখানে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন হয়েছে তাকে সবাই সমর্থন করুন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর রাজ্যকে নূতন ভাবে গড়ার জন্য, নূতন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার সামিল হয়ে ত্রিপুরার পূর্বকাশে যে লাল সূর্য উদিত হয়েছে তাকে আরো উজ্জ্বল করার সুযোগ করে দিন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করে।

মিঃ চেয়ারম্যান :- - মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা।

(ভয়েসেস্ ফ্রম বিরোধী বেঞ্চ :— আপনাকে কেন গ্রেপ্তার করেছিল বলুন)

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার. বিরোধী দলের সদস্যরা যতই চিৎকার করুন আমার তাতে কিছুই হবে না। মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে এই বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের অনুমোদন চেয়ে যে আলোচনা হচ্ছে তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য এই সভায় শুরু করছি। এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার যুক্তি আছে। স্যার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ হবে বলেই এই টাকা চাওয়া হয়েছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম বিরোধী বেঞ্চ : --আপনাকে কেন গ্রেপ্তার করেছিল সে কথা বলুন)

স্যার আসছি সে কথায়ও। তার আগে রতি বাবুকে কিছু বলতে চাই। স্যার উনারা স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়েছেন। উনিও ট্রাইবেল, আমিও ট্রাইবেল। কিন্তু স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়ে উনারা উপজাতি গোষ্ঠীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন এটা আমি নিজে উপজাতি হয়ে বুঝতে পারছি। কিন্তু উনারা বুঝতে পারছেন না। পুলিশ আমাকেও ধরবে, আপনাকেও ধরবে। এটা কোন বড় কথা নয়। আপনাদের সৃষ্টি করা টি, টি. ভি, এফ, দের মূল স্রোতের সঙ্গে ফিরিয়ে আনার জন্যই

আমি তাদের সঙ্গে মিটিং করেছিলাম। এটা পুলিশ প্রশাসন জানে, জানে মহকুমা প্রশাসনও। আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নি। এটা আপনারা প্রমাণ করুন, আমাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে যা বলছেন। চিৎকার করতে লজ্জা করে না? আপনারাত লজ্জাহীন। ১৯৭৯ সালে আপনি যখন আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন, তখন আপনাকে আমি চিহ্নিত করে রেখেছিলাম।

মাননীয় সদস্য রতিবাবু ১৯৮০ ইং সনে যখন আমার এলাকায়, গিয়েছেন তখনই আমি আপনার চেহারা চিনে রেখেছিলাম। আপনি আমার এখানে বসে নেতাগিরী দেখাচ্ছেন। আপনি গিয়েছিলেন আর আপনার সাথে ছিলেন অশ্বিনী দেববর্মা, আর দুই দিন পরে গিয়েছিল বীরচন্দ্র রোয়াজা, গাঁও প্রধান আর ২০/২৫ জন সৈন্য সামন্ত। তারা নাকি ত্রিপুরী সৈনিক। স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনের জন্য আপনারা গিয়েছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্নখানি আপনি এখন আপাতত সরিয়ে রাখুন। আপনি সেখানে উপজাতিদের বুঝিয়ে ছিলেন বাঙ্গালীরা আমাদের জমি দখল করেছে। কাজেই বাঙ্গালীদের ওখান থেকে হঠাতে হবে। হঠাতে পারলে আমরাই এস. ডি, ও. হব, অনেক কিছু হব। তখন আমি আপনাদের বলেছিলাম আপনারা হলেন কংগ্রেসের পুষ্যপুত্র। আপনার লজ্জা হওয়া উচিৎ। এই হাউসে আপনার কথা বলার কোন অধিকার নেই। এখন বড় বড় কথা বলছেন আপনারা এখন কোন স্তরে আছেন সেটা এসেসমেন্ট হওয়া দরকার। গত পাঁচ বছরে সময় আপনারাই রাজ্যে কিছু কর্ম করেছেন। এটা আপনাদের এসেসমেন্ট হওয়া দরকার মাননীয় সদস্য রতি বাবু অতিরিক্ত বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে লাইনক্রস্ করে আনন্দ রোয়াজার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন বলেই আমি এই কথাগুলি বলছি। জোট সরকার আমলে গত পাঁচ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠনে যে ষড়যন্ত্র আপনারা করেছেন সেই কাহিনীই আমি শুনতে চেয়েছিলাম। গত পাঁচ বছরে আপনারা পাহাড়ে কি কাজ করেছেন সেটা আমরা জানি। আমাদের আমলেই উপজাতিরা আসাম গিয়েছে, এখানে গিয়েছে সেখানে গিয়েছে। একটা হাত কাটতে পাঁচ মিনিট সময় লাগবে না, কিন্তু তা চিকিৎসা করতে গেলে হয়তো পাঁচ বছরও লেগে যেতে পারে। সুতরাং আপনারা যে কুকর্মগুলি করেছেন সেগুলি সারাই করতে হলে আমাদের সময় লাগবে। আপনারা বলছেন আনন্দ রোয়াজা উগ্রপন্থীদের সাথে গোপনে মিটিং করছে। আসলে আপনারাই গোপনে মিটিং করছেন।

আপনাদের এই উগ্রপন্থী আর বেশী দিন থাকবে না। তারা স্বাভাবিক জীবনে একদিন না একদিন ফিরে আসবেই।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সরকার বিভ্রান্ত যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন সেখানেও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অনেক মন্তব্য করছেন এবং বলছেন তার জন্য একটা সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোথাও এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথা বলা হয় নি। এই সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়েই বুঝা যাচ্ছে যেহেতু উনারা বিরোধী সদস্য তাই সমস্ত কিছুতেই বিরোধীতাই করে যাবেন। তাই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর উনারা বিরোধীতা করছেন। আমরা দেখেছি জোট সরকারের আমলে এন, আর, ই, পি এস, আর, ই, পির কোন কাজই হয় নি কিন্তু সেই খাতে বরাদ্দকৃত টাকাগুলি আপনাদের গেল কোথায় কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন এই সমস্ত খাতের টাকা দিয়ে কাজ কর্ম শুরু করেছেন তখন স্বাভাবিক ভাবেই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দে ধরা হয়েছে আমার সাব ডিভিশানও এ, ডি, সি, এলাকা এবং সেই এ. ডি, সি. এলাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা জোট সরকারের আমলে দেওয়া হয়েছিল সেই টাকাগুলি কি হলো কিভাবে খরচ করা হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়েও আমরা অনেকগুলি স্কুল করেছি যাতে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। বিগত জোট সরকারের আমলে কোন উন্নয়ন মূলক কাজই হয় নি কিন্তু এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছেন তাই কাজ করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই টাকার প্রয়োজন হবে এবং সে জন্যই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর যদি কাজ না করা হত তাহলে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন হত না। এই সভার যে ২৯টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেগুলি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলেই প্রয়োজন যে আছে সেটা বুঝা যাবে। সে জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ এই সভায় আনা হয়েছে।

স্যার, আনন্দমোহন রোয়াজা হচ্ছে অন্তর্যামী। আজকে এখানে আছে, কালকে ওখানে আছে। আপনারা কি আপনারা কংগ্রেসও না টি, ইউ, জে, এসও না

দেজুর। আপনারা কিছুই না। আপনারা সোনার পুতুল। আপনাদের আগে শ্লোগান ছিল (ককবরক) সাদাও না লালও না পড়ে নীচে থাকবনা। আপনারা হচ্ছেন দেজুর। এখানে এসে বেশী লাফালাফি করবেন না। সরকারের জনসেবা-মূলক কাজে সহযোগীতা করুন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয়, মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছেন তাকে আমি সমর্থন জানাই। সমর্থন জানাই এই কারণে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের জাতি উপজাতির মানুষের উপকারের জন্য এই অতিরিক্ত বাজেট চাওয়া হয়েছে এইজন্য এই অতিরিক্ত বাজেটকে আমি সমর্থন জানাই। তার সাথে আমি এখানে একটু আলোচনা করতে চাই এই বিধানসভা হচ্ছে একটি পবিত্র স্থান। এই পবিত্র স্থানে আলোচনা হয় কিভাবে কোন জায়গাতে কি করে মানুষের জন্য কাজ করা যায়, কি করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে খাদ্য নাই সেখানে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া যায়, যেখানে জল নাই সেখানে জল পৌঁছে দেওয়া যায়। এগুলি এখানে আলোচিত হয়। সেই জায়গায় দাড়িয়ে বিরোধী দল যারা তারা রাজনীতির কথা তুলে এখানে একটা বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই বিরোধী সদস্যরা ট্রাইবেলদের জন্য, বিভিন্ন গরীব অংশের মানুষের জন্য অনেক মায়া কান্না কেঁদেছেন তা আমরা শুনতে পাই। কিন্তু গত ৫ বৎসরের যে কংগ্রেস আমল এবং এর আগে বামফ্রন্ট সরকারের যে ১০ বৎসরের রাজত্ব তাতে আমরা কি দেখতে পাই ? জনগণ এখন সবই বুঝতে পেরেছেন। আপনাদের পাঁচ বৎসরের জোট সরকারের আমলের সঙ্গে আমাদের দশ বৎসরের বামফ্রন্ট সরকারের আমলের তুলনা করে দেখুন এই ভারতবর্ষের মধ্যে ৩০ বৎসর কংগ্রেস শাসন করেও গ্রামাঞ্চলে একটাও স্কুল করে দিতে পারেনি। আর দশ বৎসরের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে স্কুল করে দিয়েছে। আইন মোতাবেক স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে দিয়েছে, অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করে দিয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল রাস্তাঘাট করে দিয়েছে। গ্রামের পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে করা যায় সেই চিন্তা নিয়ে এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বৎসরের কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস সরকারের আমলে আমরা কি দেখেছি কিছুক্ষন আগে আমাদের আনন্দ মোহন রোয়াজা মহোদয় বলেছেন যে সরকারে আসার আগে মারা কান্না করা হয়েছিল, আর সরকারে এসে বলা হয়েছিল বাঙ্গালীরা ট্রাইবেলদের ঠকিয়ে সব কিছু নিয়ে গেছে এই কথা প্রচার করত আর বলত যে আস আমরা সবাই এক ভাই। তাদের এই কাজটা দেখে মনে হয় যে তাদের ভিতরটা কালো আর বাহিরটা হল সুন্দর, এই হল তাদের চেহারা তাদের এই চেহারা ত্রিপুরার জনগণ আজ বুঝতে পেরেছে। তাদের আমলে এই উপজাতি যুবসমিতির ওরা কি করেছিল, তারা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাই বোনদের সমস্ত রকমের শিক্ষার সুযোগ তারা কেড়ে নিয়েছিল, সমস্ত স্কুল তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল, বাজার হাট সমস্ত ধ্বংস করে দিয়েছিল গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে। তখন কোন জায়গায় চাউল পাওয়া যেত না, অথচ সেকথা তারা কখনও আলোচনাও করতো না। আপনারা সবাই জানেন শিকারী বাড়ীর স্কুলটাতে ট্রাইবেল ছেলেদের লেখাপড়া করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার স্থাপন করেছিল। আর তারা সেটাকে বার বার আক্রমন করে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। তখন আপনারা এই সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, মাননীয় রতিবাবুতো তখন সরকারেই ছিলেন, কিন্তু উপজাতিদের জন্য কোন কিছু করেননি। আপনাদের এই পাঁচ বৎসর চলে যাওয়ার পর যখন ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসল তখন আবার এটাকে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে কিভাবে উন্নত করা যায় সেই চিন্তা করছে। এই সরকার কৃষি ক্ষেত্রে এবং জুমিয়াচাষীদের জুম চাষের ক্ষেত্রে কিভাবে সুযোগ সৃষ্টি করা যায় সেই চেষ্টা করছে।

এই পাঁচ বছর গেল। তারপর জনগণ তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগনের উন্নতির জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য, শিক্ষার উন্নতির জন্য, জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন এবং এই পরিকল্পনা রূপায়নের সাথে সাথে ত্রিপুরার জাতি উপজাতি, তপসিলী জাতি গরীব জনগণের উন্নতিকে কিভাবে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া যায়

সে ব্যবস্থা করেছেন।

. স্যার, শাস্ত্রে একটি কথা আছে বিড়াল তপস্বী। বিড়াল বৈষ্ণব। সাধু সেজে বসে থাকে আর ইঁদুর তাকে সাধু মনে করে যেইমাত্র তার কাছে আসে সে অমনি তাকে ধরে মেরে ফেলে এবং খেয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি করে কংগ্রেস-উপজাতি যুব সমিতি হচ্ছে বিড়াল তপস্বী—ওরা এখানেও আছে, ওরা জনগণেকে একেবারে শেষ করে ফেলছে, তাদের ধ্বংস করে ফেলছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে জনগনের উন্নতির জন্য জাতি উপজাতির উন্নতির জন্য, তপশিলী জাতির উন্নতির জন্য, গরীব মানুষের উন্নতির জন্য আজকে এখানে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড চাওয়া হয়েছে সেগুলিকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যদের দ্বারা আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে এবং তাদের এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ - মাননীয় সদস্য শ্রীসহীদ চৌধুরী।

শ্রীসহীদ চৌধুরী (বক্সনগর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ১০-৩-৯৫ ইং তারিখে এই হাউসে আমাদের মাননীয় মূখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডস্ পেশ করেছেন তাতে ২৯ টি প্রস্তাব রয়েছে—আমি সে সকল ডিমাণ্ডগুলিকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। এবং পাশাপাশি বিরোধী বন্ধুরা যে সকল ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করে কয়েকটি কথা এখানে বলতে চাই। এইটা ঠিক ভারতবর্ষে বর্তমানে যে অর্থ-নৈতিক অবস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন সরকারই তার নির্দ্দিষ্ট যে বাজেট সে বাজেটের মধ্যে থাকতে পারে না। কারন যেভাবে জিনিসপত্রের দাম দিন দিন বাড়ছে—কোন জিনিসের উপরই কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যখন নির্ব্বাচন করলেন-তখন কংগ্রেস দল নির্বাচনের পূর্ব্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবেন। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা নির্বাচন করলেন— কিন্তু জিনিসপত্রের দাম তো কমলোনা উল্টো বেড়ে চলছে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং প্রয়োজন আছে। আরেকটা জিনিস—

এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ কখন হয় ? এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করছেন জনগণের জন্য এবং এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য। এবং এই কাজ করার ফলেই এই সরকার এই বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন। এটা তাদের কাজেই সার্টিফিকেট। আমরা লক্ষ করেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের কমিটমেন্ট ছিল পঞ্চায়েত নির্বাচন করা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরন করা হবে, গ্রামস্তরে ক্ষমতা দেওয়া হবে। শুধু আগরতলায় বসে রাজ্য পরিচালনা নয়, গ্রামের মানুষও যেন সেই ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেন। পঞ্চায়েতরাজ, ২৩ নাম্বার ডিমাণ্ডে বাড়তি ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এটাওতো যুক্তিসঙ্গত যে নির্বাচনের জন্য প্রচুর টাকা খরচা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তার চেয়েও বেশী অর্থ খরচ করেছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ হেলথ এণ্ড ফেমেলি ওয়েল-ফেয়ার গত পাঁচ বছর আমরা লক্ষ্য করেছি বহু মানুষ এই রাজ্যে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। আজকে এখানে ভাষন রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যাই বলুন না কেন, এই রাজ্যের মানুষ ভাল করে জানেন, অর্ধাহারে—অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা গিয়েছেন। হাসপাতালগুলির মধ্যে কিছুই পাওয়া যেত না। এটা ঠিক বামফ্রন্ট সরকার যা দিতে পেরেছে সেটা প্রয়োজনানুসারে দিতে পেরেছে বলে দাবী করে না। কিন্তু যে অবস্থাটা ছিল সেই অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। কি কারনে আজকে মানুষের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না তারা ভাল করেই জানেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি সেই নীতির ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে তো হাসপাতালে ভর্তি হতে বেডের ভাড়া দিতে হয় না। অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে, বিশেষ করে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে দিতে হয়। সেইদিক থেকে এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। ১০ নাম্বার ডিমাণ্ড, হোম ডিপার্টমেন্ট। বেশীর ভাগ মানুষের সমর্থন নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার তৃতীয়বার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা সহ্য হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার জন্য আইন-শৃঙ্খলার ঝামেলা করে, উগ্রপন্থী সমস্যা সৃষ্টি করে এই সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। এত

সমস্যা সৃষ্টি করে গিয়েছেন গত পাঁচটি বছর—জনগণের সমস্যা নিয়েতো একটিও কথা বলছেন না। কোন আন্দোলন নেই। কোন দাবী নেই। পিছনের দরজা দিয়ে কিভাবে ক্ষমতায় আসা যায়, কিভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়া যায় সেই চেষ্টায় মগ্ন আছেন। তার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা বলেন। উগ্রপন্থী সমস্যা-সহ নানা কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য অতিরিক্ত টাকা-পয়সা দরকার। এরা ভয় পেতে পারেন। ভয়ের কোন কারন নেই। কয়েকজন যদি ভয় পায় তাহলে এতে বামফ্রন্ট সরকারের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার জন্য, এই উগ্রপন্থী সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য এই রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রয়োজন। এটা শুধু এই রাজ্যের উন্নয়ন এই ভাবে বামফ্রন্ট সরকার করতে চাইছে। সেই উন্নয়নকেও স্তব্দ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পানীয় জলের সমস্যা। গত পাঁচটি বছর টিউব-ওয়েলগুলি ছিল, আমি অন্যগুলি ছেড়েই দিলাম, হাজার হাজার টিউব-ওয়েল গ্রামের মধ্যে সংস্কার করনি। রিসিংকিং হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন শতকরা ২টি টিউব-ওয়েলও ঠিক ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই ফান্ডে অনেক নষ্ট করেছিল। পাবলিক হেলথ এখন এই কাজগুলি করছে। বাজেটের বেশী টাকা সেখানে খরচা করতে হচ্ছে সেটা করা হচ্ছে এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে। জলের ব্যবস্থা করার জন্য। সেটাতে বিরোধীতা করতে পারেন না। আমার মনে হয় যে অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে করা হয়েছে—আসলে ভাল করে এটা দেখেননি। যুক্তি দিয়ে এখানে বলা হয়েছে কোন খাতে টাকা চাওয়া হয়েছে। না দেখে যদি বিরোধীতা করার জন্য বিরোধী বন্ধুরা এখানে বক্তব্য রাখেন তাহলে কিছু বলার থাকে না। যদি জনগণের কথা চিন্তা করে, কাজের কথা চিন্তা করে যদি বন্ধুরা সেভাবে বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করা উচিৎ। আমি অনুরোধ করব এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, এই রাজ্যের মানুষের কথা চিন্তা করে উনারা এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন করবেন। শিক্ষা দপ্তর, হায়ার এডুকেশান, স্কুল এডুকেশান বলেন, প্রাইমারী এডুকেশান যাই বলেন না কেন—বামফ্রন্ট সরকার আগে যখন ছিল তখন বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের মধ্যে কলেজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গিয়েছিলেন।

বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে শুরু হয়েছিল। কোন কোন সাব-ডিভিশনে জোট সরকার আসার পর দুই একটা শুরু হয়েছে। কিন্তু কোন জায়গার মধ্যে এখনও একটা কলেজ বিল্ডিং হয়নি নূতন করে। ছাত্রদের বসার জায়গা নেই, গাছতলার মধ্যে ক্লাশ করতে হচ্ছে। জায়গার অভাবে ছাত্রদের ভর্তি করানো যাচ্ছে না বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের মধ্যে এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। পাকা বাড়ী হয়তো করা যাবে না কিন্তু কোন রকমে বসার ব্যবস্থা করা এইটুকু কাজ সমর্থন করবেন না? আর এই রাজ্যে যে স্কুলগুলি ছিল তার কোন সংস্কার হয়নি। প্রায় বেশীর ভাগ স্কুল-এর ঘরগুলি ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় ছিল। অ জকে জে. আর, ওয়াইর মাধ্যমে শিক্ষা দপ্তর এবং ই, এ. এস. স্কীমে এই দুইটি মিলে সমস্ত স্কুলের মধ্যে দালানবাড়ী হয়ে গেছে। এটা ঠিক আগামী ১/২ বছরের মধ্যে আর কোন প্রাইমারী স্কুল থাকবে না যে দালান ঘর হয়নি। এই যে কাজ এই কাজের জন্য এখানে টাকা চাওয়া হয়েছে স্কুল ঘরগুলি মেরামতি করার লক্ষ্য। ছাত্রদের বসার জায়গা করার জন্য এই ডিমাণ্ড সমর্থন করবেন না? এই রাজ্যের মানুষ জানে এই রাজ্যের সংস্কৃতিকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। এই রাজ্যে কোন পরিবেশ ছিলনা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। গত পাঁচ বছরে যতটা নির্বাচন হয়েছে মানুষ ভোট দিতে পারেনি। জোর করে ক্ষমতা দখল করেছে। যারা বামফ্রণ্ট করে, যারা বামফ্রন্টের সমর্থক ছিলেন তাদের কথা আমি বাদ দিলাম। জোট রাজত্বে বামফ্রন্ট যারা করছিলেন তাদের না হয় কোন অধিকার ছিল না উনাদের মতে আমরা যা দেখেছি, এই রাজ্যের মানুষ যা দেখেছে কিন্তু যারা কংগ্রেস করতেন, কংগ্রেসের লোকেরা কংগ্রেস রাজত্বে ভোট দিতে পারে না এই ঘটনা অস্বীকার করতে পারবেন? হাজার হাজার মানুষ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বামফ্রণ্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতো ভোট কোথা থেকে এল? কংগ্রেসের লোকেরাই দিয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকার জনগণের কাজকর্ম করার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু গত ৫ বছরে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আর এই কাজ করার জন্য টাকার দরকার। সেই জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ক্রীড়া দপ্তর। গত ৫ বছর খেলাধুলার কোন পরিবেশ ছিল না। আজকে

লক্ষ্য করুন এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র সমস্ত জায়গার মধ্যে একটা খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এম. বি. বি. স্টেডিয়াম কি করে হল? উনাদের সমর্থন না থাকতে পারে কিন্তু এই রাজ্যের আপামর জনগণের সমর্থনে মনের জোরে, সমর্থনের জোরে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই স্টেডিয়াম করা সম্ভব হয়েছে। এটাতো অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনারা ৫ বছর ছিলেন ক্ষমতার মধ্যে, কেন্দ্রে আপনাদের বন্ধুরা ছিল কিন্তু কই করতে পারলেন না তো। আপনারা তো ৫ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন, করতে পারলেন না তো। কেন্দ্রে তো আপনাদের অভিভাবকরাই তো ছিল। কেন্দ্র থেকে টাকা এনে আপনারা কি করেছেন একটা উদাহরণ দেখান তো আপনারা। কি এমন কাজ করেছেন, দেখাননা একটা উদাহরণ। পারবেন কি করে? পকেটে পুরিয়েছেন টাকা। নিজেদের দালান বাড়ী করেছেন। আপনারা কত টাকার মালিক হয়েছেন? এক একজনের বাড়ীতে দালান উঠেছে। আপনাদের কংগ্রেসের তো কোন নীতি নেই। আর যা আছে সেটা হল দুর্নীতি। এটাই একমাত্র আপনাদের আছে। এখন আপনাদের কি অবস্থা? দিল্লীর মধ্যে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়টা রাজ্যের মধ্যে আপনারা আছেন? আপনারা বড় বড় কথা যে বলছেন, এখন কয়টা রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে তা একটু হিসাব করে দেখুন না। কি কারণে এই অবস্থা হয়েছে? জাতীয় কংগ্রেস দেশ স্বাধীন করেছিলেন, আজকে কেন সেই কংগ্রেসের এই অবস্থা? কেন আজকে প্রত্যেকটা রাজ্যে, প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় মানুষ তাদেরকে বর্জন করছে। তার কারণটা কি? মহাত্মা গান্ধী জাতির জনক। আজকে সেই জাতির জনকের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে কাকে? সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে। কংগ্রেসের জায়গা দুর্গ এবং মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান আজকে ছেড়ে দিয়েছে বি. জে পির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কি কারণে তা বলতে পারেন? মহারাষ্ট্র, স্বাধীনতার পরে কোন দিন কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়নি এই রাজ্য। আজকে তা হাত ছাড়া হয়ে গেল কি কারণে তার থেকে একটু শিক্ষা নিন। একটু শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করুন।

(গণ্ডগোল)

এই জ্যোতি বসু দিল্লির দিকে যাবে, এটা মনে রাখুন। শুরু হয়েছে যাত্রা।

দেখছেন তো শক্তি কিভাবে বাড়ছে। সুতরাং এই জন্যই তো এত ভয় করছেন। এই জন্য একটু বুঝতে চেষ্টা করুন, মানুষের কথা বলুন। এই রাজ্যের জনগণের কথা একটু চিন্তা করুন, একটু বলুন। এই রাজ্যের মানুষ একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ পেয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটা পরিবেশ ফিরে এসেছে। খেলা-ধুলার অঙ্গনে পরিবেশ ফিরে এসেছে। যার জন্যই তো এই সাফল্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই রাজ্য দ্বিতীয় হয়েছে। এই রাজ্যের মানসম্মান উজ্জ্বল হয়েছে, তা আপনাদের কারণে হয়নি। তা আপনারা করতে পারেননি। গত কিছুদিন আগে জাতীয় যে যুব উৎসব হয়ে গেল ভূপালে সেখানে নাটকে ত্রিপুরা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। তা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সমস্ত জায়গায় থেকে, পঞ্চায়েত থেকে কম্পিটিশান করে, রাজ্য স্তরে কম্পিটিশান করে আমরা তাদেরকে পাঠিয়েছি। এতদিন পর্য্যন্ত এই পরিবেশ ছিলই না। সুতরাং আমি অনুরোধ করব এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, এখানে মোট ২৯টা ডিমাণ্ড এসেছে। এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, এই রাজ্যের অগ্রগতির জন্য, আশা করি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সেটাকে সমর্থন করবেন। এই কথা এবং এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- এই হাউজ আগামী ১৬ই মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবি রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. : 1

Name of Member : Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce be Pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কয়টি ইট-ভাট্টা চালু ছিল।

২) সেই সময়ে মোট কতজন শ্রমিক কর্মচারী এই ইটভাট্টাগুলিতে কাজ করতো ? এবং

৩) এই সময়ের মধ্যে যদি কোন শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে থাকে তবে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন নিগম ১৯৮৮ সালে মোট ১৫টি ইটভাট্টা চালু ছিল। উক্ত ইটভাট্টাগুলিতে তৎকালীন সময়ে মোট ২১৮৯ জন শ্রমিক-কর্মচারী কাজে নিয়োজিত ছিল।

২। ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানে মোট ৯টি ইটভাট্টা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ছিল। এই ইটভাট্টাগুলিতে মোট ১১২৮ জন শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদন ও বিপনন কাজে নিযুক্ত ছিল।

৩। ইটভাট্টার কাজে নিযুক্ত কোন স্থায়ী শ্রমিক বা কর্মচারীকে ১৯৮৮ ইং হইতে ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময়ে ছাঁটাই করা হয় নাই। ইটভাট্টার সমস্ত স্থায়ী কর্মচারী সকলেই এখনও কাজে বহাল আছে।

Admitted Question : 49 (STARRED)

Name of Member : Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce be pleased to state. .

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান বৎসরে রাজ্যে কি কি শিল্প কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ? এবং

২) কবে নাগাদ উক্ত কারখানাগুলির কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে রাজ্যে কোন বৃহৎ বা মাঝারী শিল্প গড়ে তোলার সম্ভবনা নেই। এই ধরনের শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন শিল্প মন্ত্রকের Department of Industrial Development থেকে বেসরকারী উদ্যোগে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা এবং মিথানল প্রকল্প স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক থেকে গ্যাসের প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এবং ভর্তুকী মূল্যে গ্যাস পাওয়া

জমিত অনুমোদন এখনও পাওয়া যায় নি। তবে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিষয়গুলির অনুমোদনের জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান আর্থিক বছরে প্রধান মন্ত্রীর রোজগার যোজনায় ছোট আকারে প্রায় ৫২টি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১০১৯ জন শিল্পোদ্যোগীকে তাদের প্রকল্প স্থাপনের জন্য ঋণের সুপারিশ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়েছে। ব্যাঙ্ক এ পর্যন্ত মোট ৩৯৮ জনকে মঞ্জুরী দিয়েছে এবং মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমান ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এছাড়া ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ণ নিগমের মাধ্যমে বর্তমান আর্থিক বছরে ৭৮ জন শিল্পোদ্যোগীকে প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই সমস্ত ঋণের মাধ্যমে রাজ্যে আধুনিক টেনারী, পি, সি, সি, পোল, গোখাদ্য, হোটেল এবং রবার ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠবে।

২। ছোট আকারে কিছু শিল্প কারখানা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। তবে বাকীগুলো আগামী ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে চালু হবে। বৃহৎ এবং মাঝারী প্রকল্পগুলো চালু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এবং ভূর্তকী মূল্যে গ্যাসের অনুমোদন না পাওয়া পর্য্যন্ত চালু করা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 67

Name of M L. A. : – **Shri Debabrata Kalai**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে সারা রাজ্যে মোট কয়টি কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ?

২) যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

৩) উক্ত বৎসর গুলিতে কারোর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt : –
Dr. Braja Gopal Roy, Minister.

১। ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে কোন লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে মোট ১৭টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

২। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। সেহেতু সম্ভাব্য চোরাচালান রোধ করার লক্ষ্যে সরকারি আদেশ বলে বস্ত্র ব্যবসায়ের নতুন লাইসেন্স প্রদান সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফলে ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ সনে কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করা সম্ভব হয়নি।

৩। ১৯৯২-৯৩ সন থেকে ১৯৯৪-৯৫ সন পর্যন্ত মোট ৪৫টি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No : 99
Name of the Member : Shri Pranab Debbarma

Will the Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে মোট রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত?

২) ১৯৯৪ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চাকুরীর বয়স পেরিয়ে গেছে এবং বেকারের সংখ্যা কত ছিল। এবং

৩) বর্তমান সরকার চাকুরীর বয়স সীমা দুই বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কত রেজিষ্ট্রিকৃত সংখ্যক বেকার তাদের চাকুরীর বয়স ফিরে পেয়েছেন?

Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department : Sri Ranjit Deb Nath

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা-হল ২,২৩,৭৫৭ জন (৩১-১২-৯৪ ইং সন পর্য্যন্ত)

২। ১৯৯৪ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চাকুরীর বয়স পেরিয়ে গেছে এমন

বেকারের সংখ্যা হল ২৪,২০২ জন (চব্বিশ হাজার দুইশত দুইজন)

৩। বর্তমান সরকার চাকুরীর বয়সসীমা দুই বছর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে মোট ৩,৮০৪ জন বেকার তাদের চাকুরীর বয়স ফিরে পেয়েছেন।

Admitted Starred Question No. : 105

Name of Member : Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce be pleased to state.

প্রশ্ন

১) জোট সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় খাদি কমিশনের পরিচালিত কতগুলি চরকা কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছিল ? এবং

২) সেগুলির মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত কতগুলিকে পুনরায় চালু করা হয়েছে ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় খাদি কমিশনের পরিচালিত ১টি মাত্র চরকা কেন্দ্র ছিল। জোট সরকারের আমলে খাদি কমিশন পরিচালিত উক্ত চরকা কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চরকা কেন্দ্রটি বিলোনীয়া শহরের নিকটে অবস্থিত।

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বন্ধ হওয়া চরকা কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

Admitted Question :— 108

Name of M. L. A.—Shri Amal Mallik

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, জি, বি, হাসপাতাল থেকে দন্ত ও চক্ষু বিভাগ হাকানিয়ার

স্থানান্তরিত করা হয়েছে ?

২) এবং হয়ে থাকলে তার কারণ কি এবং জি, বি, হাসপাতাল এই দুইটি ইউনিট থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ?

৩) হাপানিয়ার দন্ত ও চক্ষু চিকিৎসার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department
Name of the Minister :— Shri Keshab Majumder.

১) ইহা সত্য।

২) স্থানাভাবে জি, বি, হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ এতদিন ক্যান্সার হাসপাতালে চলছিল যাহা সঙ্গত কারণেই অনুচিত। দন্ত বিভাগের স্থানাভাবের জন্য উন্নত করা যাচ্ছিল না এবং নানারকম অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল যেহেতু হাপানিয়াতে সুন্দর নিজস্ব বিল্ডিং ব্যবস্থা হয়েছে তাই এই দুটি বিভাগকে সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং উন্নতি করার লক্ষ্যে হাপানিয়াতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

৩) দন্ত বিভাগে এক্স-রে ছাড়া দুটি বিভাগের সম্পূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 110
Name of Member :— Shri Len prasad Malsai.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে উপজাতি মহিলাদেরকে বিভিন্ন স্কীমে বিনামূল্যে সূতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থাকে, তাহলে মোট কতজন উপজাতি মহিলাকে এর আওতায় আনা হবে ? এবং

৩) যদি না থাকে তাহলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১) না,

২) প্রশ্ন উঠে না,

৩) পাক্কা প্রকল্পে যোজনা খাতে ডিপার্টমেন্টের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ৬ষ্ঠ তপশিল অনুসারে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয় বলিয়া এই দপ্তরের আর কোন সুযোগ থাকে না।

Admitted Starred Question No. 132.
Name of Ministea :— Sri Sudhan Das.

will the Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) চাকুরীরত অবস্থায় যেসমস্ত সরকারী কর্মচারী মারা গেছেন, তাদের পরিবারের একজনকে এখনও চাকুরী দেওয়া যায় নি এমন কতগুলি কেইস পেন্ডিং আছে (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২) পেন্ডিং কেইসগুলি সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department : Sri Ranjit Debnath.

১) চাকুরীরত অবস্থায় যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী মারা গেছেন, তাদের পরিবারের একজনকে এখনো চাকুরী দেওয়া যায়নি এমন কেইস্ ৭৮১টি পেন্ডিং আছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব Annexure—'A' তে আছে।

২) পেন্ডিং কেইস্‌গুলি সম্পর্কে সরকারের বিবেচনায় আছে। তবে উক্ত দপ্তর গুলিতে প্রয়োজনীয় শূন্য পদ থাকতে হবে।

ANNEXURE—A

Sl. No	Name of Department	Total Nos. of case pending
1	2	3
1	Agriculture Deptt.	48
2	Appointment & Services Deptt.	1
3	Animal Resources Development	31
4	P.W.D. (Civil)	25
5	Power Department	32
6	Chief Engineer I.F.C.	30
7	D.M. West	22
8	D.M. Collector (North)	9
9	D M. Collector (South)	7
10	District & Session Judge (North)	1
11	D.G. of Police	222
12	Fisheries Deptt.	2
13	Food & Civil Supply	3
14	Fire Services	7
15	Governor Secretariat	1
16	Health Services	22
17	Industries Department	12
18	I C A.T	5
19	I.G.P.F.	2
20	Land Records & Settlement	20
21	Panchyet Raj	33
22	Printing & Stationary Deptt.	5
23	Forest Deptt.	4
24	Research Department	1
25	Registerar Co-operative	5
26	School Education	181
27	Higher Education	11
28	Social Education	29
29	Small Savings	1
30	Science & Technology	1
31	S. A. Department	5
32	T.R.P.G P. Deptt.	1
33	S.C. Welfare	1
34	S.T. Welfare	1
		TOTAL—781

Admitted Starred Question No. :—134
Name of Member :— Shri Umesh chandra nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম ও বিলোনীয়ার তাঁতীদের উৎপাদিত কাপড় বিক্রী করার জন্য শান্তির বাজারে পূর্বাশার পারচেজিং সেন্টারে আসা যাওয়ার বাবদ ব্যয় ও অসুবিধার কথা বিবেচনা করে উক্ত দুইটি মহকুমার পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বাশার স্থানীয় পারচেজিং সেন্টার খোলার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

২) না নেওয়া হলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) শান্তির বাজারস্থিত ক্রয় কেন্দ্রের (Purchase Centre) মাধ্যমে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম ও হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস্ ডেভেলপ্‌মেন্ট কর্পোরেশন সাব্রুম ও বিলোনীয়ার তাঁতীদের উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র ক্রয় করে থাকেন। এটা হতে পারে যে, কিছু কিছু তাঁতী শান্তির বাজারে তাহাদের উৎপাদিত তাঁত বস্ত্র সরবরাহে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

২) সরকার সমস্ত তাঁতীদের প্রাথমিক সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই সকল সমবায় সমিতি তাঁতীদের কাঁচামাল সরবরাহ করবে এবং তাদের উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। প্রাথমিক সমবায় সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এবং হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস্ কর্পোরেশন। বীরচন্দ্রনগর এবং মুহুরীপুরে সংখ্যাধিক্য ও উপযুক্ততা বিধারে তাঁতীদের এইরূপ দুইটি প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে যা সাব্রুম ও বিলোনীয়া মহকুমার তাঁতীদের প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সাহায্য করবে।

Admitted Question No. :—146

Name of M. L. A. :— Shri Bhudeb Bhattacharjee

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ৩ (তিন) মাস যাবৎ (অক্টোবর ৯৪ইং হইতে ডিসেম্বর ৯৪ইং) গ্রামাঞ্চলের রেশন সপগুলিকে লবণ, চিনি, কেরোসিন, চাউল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ার কারণ কি? এবং

২) উক্ত রেশনগুলিতে নিয়মিত ভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Dr. Braja Gopal Roy, Minister.

১) গত ৩ (তিন) মাস রাজ্যের ভোক্তা সাধারণ গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চাউল, চিনি, কেরোসিন যথারীতি বণ্টন করা হয়েছে।

২) গণবণ্টন ব্যবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজ্য সরকার সব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

Admitted Question No :— 151

Name of M. L. A. Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৭ইং থেকে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল ডায়াবেটিক্স কন্ট্রোল প্রোগ্রাম চালু আছে, ইহা সত্য কিনা?

২) যদি সত্য হয়, তাহলে ত্রিপুরায় এই প্রোগ্রাম চালু আছে কিনা ?

৩) যদি না থাকে তাহলে অতিসত্বর রাজ্যে চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister) :— Shri Keshab Majumder.

১) ইহা সত্য।

২) না।

৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনা করে আমাদের রাজ্যে এই প্রোগ্রাম চালু করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Admitted Question No :— 152
Name of M. L. A. :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে রাজ্যের জি বি. হাসপাতালের ডায়াবেটিস্ ইউনিটে গড়ে মাসে কত পরিমাণ রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে তার হিসাব ?

২) ডায়াবেটিস্ রোগীর চিকিৎসার সুযোগের জন্য উক্ত হাসপাতালে আলাদা ডায়াবেটিস্ ওয়ার্ড করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩) থাকলে কবে নাগাদ চালু করার কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department

(Name of the Minister) :—Shri Keshab Majumder.

১) জি. বি. হাসপাতালে ডায়াবেটিস্ ইউনিটে ডিসেম্বর ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ১৮ মাসে মোট ৮৮১৮ জন বহুমূত্র রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। বর্তমানে ডায়াবেটিস্ ইউনিটে মাসে গড়ে ৭০০ জন রোগীর চিকিৎসা হয়।

২) আলাদা ভাবে ডায়াবেটিস্ ওয়ার্ড খোলার ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

৩) এখনই এই প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. : 172

Name of M. L. A. :—Shri Makhan Lal Chakraberty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার কবে নাগাদ বেকারদের মধ্যে জবফর্ম বিলির কাজ শুরু করবেন বলে আশা করা যায়, এবং

২) কি পদ্ধতিতে জবফর্ম বিলি করা হবে।

৩) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকারী প্রেসকে জবফর্ম ছাপার অর্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা?

৪) সত্য হইলে কবে কত সংখ্যক জবফর্ম এর অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং কত সংখ্যক ছাপা হয়েছে।

উত্তর

Minister-in-charge of the Appointment & Services Department.
Chief Minister.

১। রাজ্য সরকার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জবফর্ম বিলি করবেন।

২। শিক্ষা দপ্তর তাহার বিভিন্ন অফিস এবং নির্দিষ্ট কতকগুলো স্কুলের মাধ্যমে বিলি করবে।

৩। হ্যাঁ।

৪। ১,৩০,০০০ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) ফর্ম ছাপানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং ১,২৯,৫০০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) ফর্ম ছাপানো হয়েছে এবং সরকারী ছাপাখানা হইতে ডেলিভারি দিয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 174
Name of Member : Sri Rati Mohon Jamatia

Will the Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত জোট সরকারের আমলে যে সমস্ত অফার প্রাপ্ত বেকারদের appointment এবং Posting বন্ধ রাখা হয়েছে তার সংখ্যা কত ?

২) উক্ত অফার প্রাপ্ত বেকারদের নিযুক্তি করার জন্য সরকার বিবেচনা করেছেন কিনা ;

৩) না করে থাকলে তার কারন ?

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department : Sri Ranjit Debnath.

উত্তর

১), ২) এবং ৩) তথ্য সংগ্রাহাধীন।

Admitted Starred Question No. : 210
Name of Member : Shri Amitabha Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য, রাজ্যের জাতি উপজাতি সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার জন্য, রাজ্যের

অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য, বেকারদের ব্যাপক কর্ম সংস্থানের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিচ্ছে না ?

২) কোন্ কোন্ শিল্প প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য আটকে পড়ে আছে ?

৩) রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো কেন্দ্রীয় অনুমোদন লাভের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন প্রকল্পগুলোর জন্য শিল্প স্থাপনের অনুমোদন শিল্প মন্ত্রকের Department of Industries Development থেকে পাওয়া গেলেও গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক থেকে গ্যাস বরাদ্দ এবং গ্যাসের ভর্তুকী মূল্যের ব্যাপারে কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি।

২। গ্যাসের বরাদ্দ এবং ভর্তুকী মূল্যের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের কাছে গ্যাস ভিত্তিক সার এবং মিথানল প্রকল্প বে-সরকারী উদ্যোগে স্থাপনের ব্যাপারটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আটকে আছে।

৩। রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য প্রকল্পগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক থেকে গ্যাস বরাদ্দ এবং ভর্তুকী মূল্যে গ্যাসের অনুমোদন পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

Admitted starred Question No : — 213
Name of M.L.A. :— Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ : বর্তমানে ডাল, তৈল লবণ, লংকা, চিনি, সাবান, কাগজ, কাপড় ও চা ইত্যাদির

মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত ভর্তুকীতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে কিনা ?

২। যদি না করে থাকে সরকার এই মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য কি কি উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department.

Dr. Braja Gopal Roy, Minister

১। বর্তমানে গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চিনি, লবণ ও পামোলিন তৈল সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে বন্টন করা হয়। উল্লিখিত দ্রব্য ব্যতীত ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত ভর্তুকীতে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নেই।

২। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কল্পে সমস্ত মহকুমা শাসকগণকে স্ব স্ব খাদ্য পরিদর্শকের মাধ্যমে অধিক মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এসেনশিয়েল কমোডিটিস্ এ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে।

এছাড়াও সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিশ (এনফোর্সমেন্ট) কে খোলা বাজারে চোরা চালান ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. : 224

Name of M.L.A. : Shri Panna Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) খাদ্য দপ্তর ও এনফোর্সমেন্ট শাখা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে কতজন ব্যবসায়ীকে গত বৎসরে (১৯৯৪ ইং) অভিযুক্ত করেছেন এবং ইহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছেন ; এবং

২) খাদ্য দপ্তরের পরিদর্শকগনের প্রতি সপ্তাহে কত দিন বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও দোকান তদারকী করার নির্দেশ চালু আছে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. :—

Dr. Braja Gopal Roy, Minister.

১। খাদ্য দপ্তর ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ১৯৯৪ ইং সালে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন লঙ্ঘনের দায়ে মোট ৪৯ জন ব্যবসায়ীকে অভিযুক্ত করেছেন। তার মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার ৮ (আট) জন কেরোসিন তৈল বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সধারী এবং ৩৬ জন অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ী। উল্লিখিত ৫ জন ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলারকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ৮ জন কেরোসিন তৈল বিক্রেতার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ১১ জনের লাইসেন্স বাতিল এবং সাময়িক বরখাস্তের মাধ্যমে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

২। বিভাগীয় খাদ্য পরিদর্শকগন নিয়মিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকানগুলো তদারকি করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. : 225

Name of Member : Shri Pannalal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গত বছর জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এফ. সি. আই. কর্তৃক রেশনে খাদ্য সরবরাহের কত মেট্রিক টন চাল দিয়েছিল? (মাস ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা মোট বরাদ্দকৃত পরিমাণের চাইতে কত কম?

৩। এফ. সি. আই. কে নির্দিষ্ট কোটার চাল সরবরাহের জন্য আগাম টাকা দিতে হয় কি, দিতে হলে টাকার পরিমাণ কত?

উত্তর

Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department :
Dr. Braja Gopal Roy, Minister.

১। বিগত ১৯৯৪ইং সনে ভারতীয় খাদ্য নিগম (এফ. সি. আই.) কর্তৃক সরবরাহকৃত চালের পরিমাণ নিম্নে উল্লিখিত হলো : —

জানুয়ারী	৭,৭৬৩	মেট্রিক টন
ফেব্রুয়ারী	৯,২৭১	ঐ
মার্চ্চ	১০,৯২৪	ঐ
এপ্রিল	৭,৫১৩	ঐ
মে	১২,৫১৮	ঐ
জুন	১৪,২৮০	ঐ
জুলাই	৮,০৯১	ঐ
আগষ্ট	৯,২১৭	ঐ
সেপ্টেম্বর	৪,৬২২	ঐ
অক্টোবর	৬,৮৪১	ঐ
নভেম্বর	১৩,৪০৬	ঐ
ডিসেম্বর	৮,৮০৬	ঐ

২। বরাদ্দকৃত চাল এবং এফ সি. আই, কর্তৃক সরবরাহকৃত চালের পরিমাণ এবং ব্যবধান নিম্নে সংযোজিত হলো : —

মাসের নাম	কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ	ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক সরবরাহকৃত চালের পরিমাণ	মাসিক ঘাটতির পরিমাণ
জানুয়ারী	১৬ ২০০ মেট্রিক টন	৭.৭৬৩ মেট্রিক টন	৮ ৪৩৭ মেঃ টন
ফেব্রুয়ারী	১৬ ২০০ ঐ	৯ ২৭১ ঐ	৬ ৯২৯ ঐ
মার্চ্চ	১৬ ২০০ ঐ	১০ ৯১৪ ঐ	৫,২৭৬ ঐ
এপ্রিল	১৬ ২০০ ঐ	৭ ৫১৩ ঐ	৮ ৬৮৭ ঐ
মে	১৬ ২০০ ঐ	১২ ৫১৮ ঐ	৩ ৬৮২ ঐ
জুন	১৬ ২০০ ঐ	১৪ ২৮০ ঐ	১.৯২০ ঐ
জুলাই	১৬.২০০ ঐ	৮.০৯১ ঐ	৮ ১০৯ ঐ
আগষ্ট	১৬,২০০ ঐ	৯ ২১৭ ঐ	৬ ৯৮৩ ঐ
সেপ্টেম্বর	১৬ ২০০ ঐ	৪ ৬২২ ঐ	১১.৫৭৮ ঐ
অক্টোবর	১৬ ২০০ ঐ	৬ ৮৪১ ঐ	৯ ৩৫৯ ঐ
নভেম্বর	১৬ ২০০ ঐ	১৩ ৪০৬ ঐ	২ ৭৯৫ ঐ
ডিসেম্বর	১৬ ২০০ ঐ	৮ ৮০৬ . ঐ	৭ ৩৯৪ ঐ

৩। (ক) এফ সি. আই. কে অগ্রিম টাকা দিতে হয়।

(খ) মোট ৯ ৮১.৩৩,৫০০ টাকা মাসিক বরাদ্দ অনুসারে।

Admitted Starred Question No. 226

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সারা বাংলা রেশন কার্ড নবিকরণের কাজ শুরু হয়েছে ?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কি কি নিয়মে তা করা হচ্ছে.

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে পূর্ব্বেকার রেশন কার্ড নবিনীকরণ কি পদ্ধতিতে করা হতো ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. :—
Dr. Braja Gopal Roy, Minister,

১) হ্যাঁ, হয়েছে।

২) প্রত্যেক রেশন কার্ডধারীকে নির্দিষ্ট ফরমে স্ব: স্ব: তদন্তকারী অফিসারের নিকট দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফরমে কার্ডধারীদের ভোটকেন্দ্রের নাম (ভোটার তালিকার ভাগ নং (একক নং) অথবা পঞ্চায়েতের কেমিলি রেজিষ্ট্রার ভুক্ত ক্রমিক নং অথবা নাগরিকত্ব কার্ডের ক্রমিক নং অথবা জন্মের প্রমাণ পত্র দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে।

৩) পূর্ব্বেকার রেশন কার্ড নবিনীকরণের জন্য ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ পত্র অথবা ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে তার প্রমাণ পত্র অথবা পঞ্চায়েতের রেজিষ্ট্রার ভুক্ত ক্রমিক নং উল্লেখ করতে বলা হতো।

Admitted Starred Question No. :— 306
Name of Member :— Shri Madhab ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম মোট কতজন শিল্প উদ্যোগীকে ঋণ দিয়েছেন,

২) এখন পর্য্যন্ত কত বকেয়া ঋণ পাওনা আছে,

৩) বকেয়া ঋণ আদায় করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৪) গত ৯৪-৯৫ সনে কত ঋণ আদায় হয়েছে, এবং

৫) গত ৯৪-৯৫ সনে কত শিল্প উদ্যোগীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ও টাকার পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা শিল্পোন্নয়ন নিগম মোট ৪১৬ জন শিল্পোদ্যোগীকে তাদের প্রকল্পের গুণগত মান ও বাণিজ্যিক দিক (Viability) ইত্যাদি পরীক্ষা করে ঋণ দিয়েছে।

২) বর্তমানে নিগমের বকেয়া ঋণের পরিমাণ মোট ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা।

৩) বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রাচেষ্টায় পদক্ষেপ হিসাবে TIDC-র অফিসারদের নিয়ে একটি মনিটারিং সেল গঠণ করা হয়েছে। প্রত্যেক অফিসারকে ঋণ আদায়ের জন্য এলাকা ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছে এতে বকেয়া ঋণ আদায়ে উল্লেখজনকভাবে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও যে সব শিল্পোদ্যোগী ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অসহযোগী মনোভাব দেখাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৪) ১৯৯৪-৯৫ সালে ১ কোটি টাকা বকেয়া ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল। কিন্তু ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ইং তারিখের মধ্যেই সেই লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় আগামী এক মাসের মধ্যে বকেয়া ঋণ আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রম করা সম্ভব হইবে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড।

৫) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে ৭৮ জন শিল্পোদ্যোগীকে মোট ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No : 311

Name of the Member : Shri Madhab Ch. Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce Deptt. be Pleased to state.

প্রশ্ন

১) জোট সরকারের শাসনকাল সময়ে ত্রিপুরা জুট মিলে পাট ক্রয়, ব্যাগ সেলাই, ব্যাগ বিক্রয়সহ অন্যান্য কাজের মধ্যে দূর্নীতির জন্য রাজ্য সরকারের Vigilence Department তদন্ত করেছে কি ?

২) যদি করা হয়ে থাকে তবে দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের নাম, পদবী কি এবং এদের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৩) জোট সরকারের শাসনকালে ত্রিপুরা জুটমিলে কতজন শ্রমিক, কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল ?

৪) এদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছিল কিনা ?

৫) যদি অনুমোদন না থাকে তাহলে নিয়োগ কর্তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৮৮ ইং সালে এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ মাস পর্যান্ত সময়ে জোট সরকারের আমলে জুট মিলের জন্য পাট কেনা, চুক্তিমতে ব্যাগ সেলাই করা ও বিক্রি করা সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের গোচরে আসে। এ ব্যাপারে Vigilence Department বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছে।

২। যেহেতু বিষয়টি Vigilence Department-এর তদন্তাধীন রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তদন্তের রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা পড়েনি তাই কর্মীদের দুর্নীতি-গ্রস্ত বলে এ মুহূর্তে সনাক্ত করা সঠিক হবে না। নিরপেক্ষ তদন্তের খাতিরে এবং তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত অফিসারদের নাম ও পদবী প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদন্তের মাধ্যমে কোন অফিসার যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে।

৩। ১৯৮৮ ইং সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৩ ইং সালের মার্চ্চ মাস পর্যান্ত সময়ে জোট সরকারের শাসনকালে মোট ১০৭ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

৪। জুট মিলের শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা অর্থ দপ্তরের অনুমোদন সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুধু মাত্র যে সব পদের স্কেল ২২৫০ টাকার বেশী সেই সব পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তথা অর্থ দপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন। যেহেতু জোট আমলে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ৬১০ এবং ৬৫০ টাকার মধ্যে ছিল সেহেতু ঐ ১০৭ টি পদের সৃষ্টি ও নিয়োগ মিলের Board of Directors-এর অনুমোদন ক্রমে করা হয়। ইহা মিলের প্রচলিত বিধি অনুসারে করা হয়েছে।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. : 2

Name of Member : Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩ ইং সনের ১০-৪-৯৩ ইং থেকে ২০-১০-৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে কতজনের চাকুরী হইয়াছে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী ব্যতীত, দপ্তর ওয়ারী তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department : Sri Ranjit Debnath.

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No. 3.

Name of Member :— Sri Amal Mallik

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৪ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন কর্মচারী আছেন (দপ্তরভিত্তিক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী এবং কন্টিজেন্ট, ডি, আর. ভুক্ত কর্মচারীদের) আলাদা আলাদা হিসাব এবং

২) এর মধ্যে এস. টি, এবং এস, সি কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department : Sri Ranjit Debnath.

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-Starred Question No.—: 9

Name of the Member— Sri Sudhan Das,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ১৯৯৩-১৯৯৪ইং অর্থ বছরে কতজন বেকার যুবকের নাম সারা রাজ্যে স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য সিলেকশান করা হয়েছিল ?

২) তার মধ্যে কতজন বেকার যুবককে এই পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হয়েছে। (জিলাভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department :— Shri Ranjit Debnath.

উত্তর

১) গত ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বছরে মোট ২৬০২ জন বেকারের নাম সারা রাজ্যে বিভিন্ন

প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করা হইয়াছিল।

২) তার মধ্যে ৪৬৭ জন বেকারকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

বিভাগভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

দপ্তরের নাম	প্রকল্পের নাম	সুপারিশের সংখ্যা	ঋণ প্রাপকের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর	ক) প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (PMRY)	২৫৪ জন	৮৬ জন
	খ) শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্ব-নির্ভর প্রকল্প (কেন্দ্রীয়) (SEEUY CONTROL)	৫২৫ জন	৯৭ জন
	গ) অর্ধশিক্ষিত বেকারদের জন্য স্ব-নির্ভর প্রকল্প (রাজ্য) (SEP— STATE)	১৫৯৮ জন	১৮০ জন
২। আগরতলা পৌরসভা	নেহেরু রোজগার যোজনা (NRY)	২২৫ জন	১০৪ জন

Admitted Un-Starred Question No :— 14

Name of M. L. A. :— Shri Panna Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বছরে টি, বি, রোগীদের সাহায্য বাবদ কত টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল ? এরমধ্যে কতজন আবেদনকারীকে মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছিল,

২) ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরে এই খাতে কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে ? এই অর্থ বছরে ৩০-১১-৯৪ইং তারিখ পর্যান্ত মোট কতটি আবেদন পত্র জমা পড়েছে ?

৩) এরমধ্যে কতজনকে কি পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department (Name of the Minister) :— Shri Keshab Majumder.

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বছরে টি. বি. রোগীদের সাহায্য বাবদ মোট ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এরমধ্যে ৭২০ জনকে বার্ষিক ৯০০ টাকা হারে মোট ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯ শত টাকা দেওয়া হয়েছে।

২) ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরে এই খাতে মোট ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ পর্য্যান্ত এবরে মোট ২০৮৪টি ফর্ম জমা পড়েছে।

৩) এরমধ্যে ৭৭৭ জনকে বার্ষিক ৯০০ টাকা হারে মোট ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩ শত টাকা দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. :—17
Name of M. L. A. :— Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে কেরোসিনের চাহিদা কত এবং লবণের চাহিদা কত ?

২) সারা রাজ্যে রেশন কার্ডের সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩) রেশন কার্ডের ভিত্তিতে কেরোসিনের এবং লবণের বিলি বন্টণে কোন অসুবিধা আছে কি ?

৪) কোন বিভাগের কত চাহিদা ? বর্ত্তমানে পরিমাণ পাচ্ছে ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department :

Dr Braja Gopal Roy, Minister

১) ক) সারা রাজ্যে কেরোসিনের মাসিক চাহিদা— ২,৭৪০ কি: লি:।

খ) সারা রাজ্যে মাসিক লবণের চাহিদা — ১, ৭১০ মেট্রিক টন।

২) মহকুমা-ভিত্তিক সারা রাজ্যে রেশন কার্ডের সংখ্যা নিম্নরূপ (মোট সংখ্যা – ৫,৪৮.৬৯৯)

ক)	সদর	১, ৮০, ৭৯১	খ	খোয়াই	৫৩ ৮৭৪
গ)	কৈলাশহর	৩১, ৭৯৪	ঘ)	কাঞ্চনপুর	১৩, ৫৫৫
ঙ)	উদয়পুর	৪৪. ৩৭৬	চ)	বিলোনীয়া	৫০, ৭১৩
ছ)	গণ্ডাছড়া	৮, ৫৯২	জ)	সোনামূড়া	৬২, ৮৭৯
ঝ)	ধর্মনগর	৪৪. ৬৪৭	ঞ)	কমলপুর	২৬ ৩৪৭
ট)	লংতরাই ভেলী	১৫,৭৭০	ঠ)	অমরপুর	২৪, ১২২
ড)	সাব্রুম	২১, ৫২৮।			

৩) ভোক্তা সাধারণকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে কেরোসিন এবং লবণ বন্টণে কোন অসুবিধা নাই।

৪) মহকুমা ভিত্তিক কেরোসিন ও লবণের চাহিদা ও বরাদ্দ নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	লবণ		কেরোসিন	
	মাসিক চাহিদা	মাসিক বরাদ্দ	মাসিক চাহিদা	মাসিক বরাদ্দ
১) সদর	৪৪৮˙০ মে: টন	৫৮০˙০ টন	৯০৩˙৯ কি: লি:	৮৭৮˙০ কি: লি:
২) সোনামূড়া	১২০˙০ ঐ	৯৯ ৩ ঐ	১৬৪˙৪ ঐ	১৩১.২ ঐ
৩) খোয়াই	২০১˙০ ঐ	১৬৫˙০ ঐ	২৬৯˙০ ঐ	২২৪˙২ ঐ
৪) ধর্মনগর	১৩৮ ০ ঐ	১৩৯˙০ ঐ	২২৩˙২ ঐ	১৯৭˙২ ঐ

৫) কৈলাশহর	১১২.০ ঐ	৯৭.৩ ঐ	১৫৮.৯ ঐ	১৩৭.৬ ঐ
৬) কমলপুর	৭৫.০ ঐ	৭৯.০ ঐ	১৩১.৭ ঐ	১০৬.২ ঐ
৭) কাঞ্চনপুর	৬১.০ ঐ	৪৭.০ ঐ	৬৭৭.০ ঐ	৫৩.০ ঐ
৮) লংতরাই ভেলী	৬৫.০ ঐ	৫৬.৫ ঐ	৭৮.৮ ঐ	৬২.০ ঐ
৯) উদয়পুর	১৬২.০ ঐ	১৩২.৫ ঐ	২২০.৭ ঐ	১৯৭.০ ঐ
১০) অমরপুর	১১৯.০ ঐ	৭৪.০ ঐ	১১০.৬ ঐ	৮৫.০ ঐ
১১) বিলোনীয়া	১৫৭.০ ঐ	১৪৬.০ ঐ	২৫৩.৫ ঐ	২১১.২ ঐ
১২) সাব্রুম	৭২.০ ঐ	৬০.৪ ঐ	১০৮.০ ঐ	৭৫.০ ঐ
১৩) গণ্ডাছড়া	২৮.০ ঐ	২৭.৫ ঐ	৪২.৯ ঐ	২০.০ ঐ
মোট	১,৮০২.০ মেট্রিক টন	১,৭১০.০ মেট্রিক টন	২,৭৩৪.০ কিলোলিটার	২,৩৭৯.০ কিলোলিটার

Admitted Un-Starred Question No :— 21
Name of M. L. A. :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১) বর্তমানে রাজ্যে চাল, লবণ, কেরোসিন, চিনি ও গম ইত্যাদির মাসিক চাহিদার পরিমাণ কত (প্রতিটি দ্রব্যের পরিমাণ সহ পৃথক পৃথক হিসাব)

২) মাসিক চাহিদা ভিত্তিক এই সকল জিনিষের জন্য কত টাকা জমা দিতে হয়।

উত্তর

Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. :—
Dr. Braja Gopal Roy, Minister.

(প্রতিটি জিনিষের মূল্যের পৃথক পৃথক হিসাব)

১) গণবন্টন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যের জন্য মাসিক বরাদ্দের এবং মাসিক গড় পরিমাণ :—

১) চাল ১৬,২০০ মেঃ টন

২) লবণ (আয়োডিন) ১ রেক (১,৭১০ মেঃ টন)

৩) কেরোসিন ২ ৩৭৯ কিঃ লিঃ

৪) চিনি ১,০০১ মেঃ টন

৫) গম ১,৮০০ মেঃ টন

২। ১) চাল ৯,৮১,৩৩,৫০০/= টাকা

২) গম ৭২,৩৬,০০০/= টাকা

৩) চিনি ৮৮,৪৬,৮৩৮ টাকা

৪) লবণ (আয়োডিন) ২১,৩৭,৫০০/= টাকা আনুমানিক

৫) কেরোসিন ৬১,০০,০০০/= টাকা আনুমানিক

Admitted Un-starred Question No. 32
Name of M.L.A. : Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে সারা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীতে মোট সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (বিভিন্ন দপ্তর ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর আলাদা আলাদা হিসাব)।

Minister-in-Charge of the Manpower and Employment Department :— Sri Ranjit Debnath.

উত্তর

সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question No :— 33

Name of Member :— **Shri Ratimohan Jamatia, & Arun Bhowmik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে কয়টি শূন্য পদ রয়েছে (দপ্তরভিত্তিক হিসাব) ।

২) ঐ সমস্ত শূন্যপদ পূরন করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছে, এবং

৩) ঐ শূন্য পদগুলির মধ্যে কয়টি তপসিলী ভুক্ত উপজাতি কয়টি তপসিলী জাতি ও সাধারণ কয়টি ?

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department :— Sri Ranjit Debnath.

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday the 16th March 1995.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A.M. on Thursday, the 16th March 1995.

PRESENT.

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Deputy Chief Minister, the Deputy Speaker 13 Ministers, and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার ডাকিলে সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার বললে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। **শ্রীসুধন দাস।**

শ্রীসুধন দাস (সুরমা) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৮। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ২৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার ১৯৯২-৯৩, ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষিজাত সামগ্রী অর্থাৎ সার, কীটনাশক ঔষধ, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেটের জন্য মোট কত টাকা ভর্তুকী বাবদ খরচ করেন।

উত্তর

১। রাজ্য সরকার ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪, এবং ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সার, কীটনাশক ঔষধ, পাওয়ার টীলার এবং পাম্পসেট ভর্ত্তুকীতে বিক্রী বাবদ যত টাকা খরচ হয়েছে তার বছর ভিত্তিক হিসাব টাকার অংকে এইরূপ—

		১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।
১।	সার	২,২২,৫৮,৩২৬	১,২৫,১৯,৫০৭	৬০,৭০ ৮২৬
২।	কীট নাশক ঔষধ	১০,৯১,৩২৭	৭,৬০,৩৫১	১,০০,৭৪১
৩।	পাওয়ারটীলার	১২,৮৫,৩০০	১৫,৩৮,০০০	৭৫,০০০
৪।	পাম্পসেট	৬,৫৯,০০০	৭,৬৩,০০০	২,৮২,০০০

প্রশ্ন

২। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ভর্ত্তুকী দেন কিনা ?

উত্তর

২। কেন্দ্রীয় সরকার সার-এর জন্য ১৯৯৪-৯৫ সন পর্যন্ত এবং পওয়ারটীলারের জন্য ১৯৯৩-৯৪ সন পর্যন্ত ভর্ত্তুকী দেয়।

প্রশ্ন

৩। যদি দিয়ে থাকে তাহলে কত ভাগ ?

উত্তর

৩। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি পওয়ারটীলারের জন্য ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ইং বর্ষে ১২,০০০ টাকা করে ভর্ত্তুকী দিয়ে ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্কীমে বিভিন্ন বৎসর সারের ভর্ত্তুকী হিসাবে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছিলেন তাহা এইরূপ :—

প্রশ্ন

৩। যদি দিয়ে থাকেন তবে কত ভাগ ?

উত্তর

৩। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি পাওয়ারটীলারের জন্য ১৯৯২-৯৩ এবং ১৯৯৩-৯৪ইং বর্ষে ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা করে ভর্তুকী দিয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন স্কীমে বিভিন্ন বৎসর সারের ভর্তুকী হিসাবে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছেন তাহা এইরূপ : —

১৯৯২-৯৩ইং বর্ষে	১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা
১৯৯৩-৯৪ইং বর্ষে	৪৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা

১৯৯৪-৯৫ইং বর্ষে সার সরবরাহকারী সংস্থাকে সরাসরী যে হারে ভর্তুকী দেয়া হয় তাহার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

সুপার ফসফেট	৩৪০ টাকা প্রতি মেঃ টন।
মিউরিয়েট অব পটাশ	১০০০ টাকা প্রতি মেঃ টন।
মিশ্র সার	৫৭৬ টাকা প্রতি মেঃ টন।

শ্রীসুধন দাস ঃ— এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে, হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখতে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২-৯৩ইং বর্ষে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকী দেন। তারপর এই ১৯৯৩-৯৪ইং ৪৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এই যে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, এর কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা? আমার ২য় সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে, পাওয়ারটীলার ভর্তুকী দেওয়ার ব্যাপারে। স্যার, বর্ডার অঞ্চলে হালের গরু রাখা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। ২য় বার যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসেন তখন ঠিক হয়, বিশেষ করে বর্ডার অঞ্চলে হালের গরুর বদলে যাতে পাওয়ারটীলার কিনতে পারে সেজন্য সরকার থেকে ভর্তুকীর পরিমাণ বাড়ানো হবে বলে ঠিক ছিল। কাজে কাজেই কৃষকদের স্বার্থে এ ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা করছেন তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সারের উপর যে হারে ভর্তুকী দেন তা প্রতি বছরই তার পদ্ধতি পালটে যায়। চলতি আর্থিক বছরে

কেন্দ্রীয় সরকার যে ভর্তুকী দেন তা সরাসরী সার সরবরাহকারী সংস্থা পায়। রাজ্য সরকার তা পান না। কোন্ কোন্ সারে কত পরিমাণ ভর্তুকী কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন এইটুকু শুধু রাজ্য সরকার সার সরবরাহকারী সংস্থাকে জানিয়ে দেন। আর নাম্বার টু হচ্ছে, কৃষকদের প্রয়োজনে পাওয়ারটীলার ক্রয়ের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আর্থিক সল্পতার কারণে ভর্তুকীর পরিমাণ আর বাড়ানো যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩৩।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৩৩।

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেট স্টার্ড কোয়েশ্চন নং ১৩৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের মুখপত্র হিসাবে 'ত্রিপুরা গেজেট' কখন এবং কিসের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়।

২। 'ত্রিপুরা গেজেট' প্রতিটি সংখ্যা কত কপি ছাপানো হয় এর জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়, এবং

৩। ইহা বিলি বন্টনের বিষয় কি এবং সাধারণত কাহাদেরকে এই ত্রিপুরা গেজেটের কপি দেওয়া হয় ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— ১৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

১। সরকারী আদেশের ভিত্তিতে প্রতি সপ্তাহের শনিবারে "ত্রিপুরা গেজেট" ছাপানো হয় এবং সেগুলি প্রতি বৃহস্পতিবারে ডাকঘরের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

২। বর্তমানে ২১৫ কপি প্রতি সপ্তাহে ছাপা হয়। গ্রাহকের সংখ্যানুসারে ছাপার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইহা ছাপাতে গড়ে আনুমানিক ১,০৫,৪৪০ টাকা প্রতি মাসে খরচ হয়।

৩। যাহারা শুধুমাত্র অগ্রিম ধার্য্যকৃত চাঁদা দিয়ে থাকেন তাহাদেরকেই বিলি বণ্টন করা হয়।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি এবং অফিসগুলিতে এই গেজেট বইগুলি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তগুলি জনসাধারণের নিকট প্রচার করতে গেলে জনপ্রতিনিধিদের এই গেজেট পাওয়ার দরকার আছে। কিন্তু ছাপা হচ্ছে মাত্র ২১৫ কপি। এখন এই ত্রিপুরা গেজেটের গ্রাহক কে কে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি হাউসকে কিছুটা তথ্য পরিবেশন করতে চাই। সাপ্তাহিক ২১৫ কপি মুদ্রণ ও বণ্টন ব্যতিরেকেও বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের আদেশে বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজন অনুসারে ত্রিপুরা গেজেটের একস্ট্রা অরডিনারী ইস্যু ছাপাতে হয়। বর্তমানে এক বছরে ৫২/৫৩ কপির মূল্য বাবদ ১৫০০ টাকা চাঁদা গ্রহণ করা হয় এবং ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে ০০৫৮ স্টেশনারী এ্যাণ্ড প্রিন্টিং হেড অব একাউণ্ট-এ জমা দেওয়া হয়। এই চাঁদা ১-১-১৯৯৫ইং ইহতে ১৩০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ টাকা করা হয়। সরকারী আদেশ অনুসারে নং এফ. ৮(১)- জিপি। টিজিপি। ৯২ (সেডো) ৩৩৬৭-৯৬ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৯৪ইং।

উক্ত ২১৫ কপি গেজেট ছাপানোর ববাদ যে ১,০৫,৪৪০ টাকা খরচ হয়, তাহার নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হইল :—

প্রতি সপ্তাহে

১।	কম্পোজ মেসিনে ছাপানো এবং বাঁধানোর ইত্যাদি বাবদ খরচ	১৫৮,৬২.৪৯
২।	কাগজের খরচ	৫৯৪ ৮১
৩।	বিভিন্ন রকমের কালি ইত্যাদির খরচ	১৭.৫০
৪।	৬০/৭০টি বিভিন্ন উৎপাদন খরচ	৯,৮৮৪.৮৮
		২৬,৩৫৯-৬৮

প্রতি সপ্তাহে মোট খরচ	২৬,৩৬০.০০ টাকা
প্রতি মাসে মোট খরচ	২৬,৩৬০.০০ × ৪ সপ্তাহ
	১,০৫,৪৪০.০০ টাকা।

গেজেট কপি বিতরণের বিবরণ :—

চাঁদা দাতাদের জন্য	১৭১ কপি
বিভাগীয় বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য	৫ কপি
গেজেট শাখায় রাখার জন্য	৬ কপি
গেজেট সংরক্ষন পুস্তকের জন্য	৩ কপি
বিভাগীয় বিভিন্ন শাখায় ব্যবহারের জন্য	৩০ কপি
	মোট ২১৫ কপি

এখানে প্রশ্ন উঠেবে যে, এম. এল. এদের কপি দেওয়া হয় না। সে ব্যাপারে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এস. এ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এটা সরবরাহ করা যেতে পারে। আমরা সেই সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকব। সিদ্ধান্ত হলে আমরা নিশ্চয়ই সরবরাহ করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

(মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেশন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর রাগীধুম গাঁওসভার অন্তর্গত ৭৫ হেকটর জমিতে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের

সময়ে হরটিকালচার করপোরেশান কর্তৃক যে কাজু বাদামের বাগান তৈয়ার করা হয়েছিল, উহাতে বর্ত্তমানে কোন উৎপাদন আছি কি, যদি থাকে তবে, প্রতি বৎসর কি পরিমাণ কাজু বাদাম উৎপাদন হচ্ছে।

২। বর্ত্তমানে উক্ত বাগানে কি পরিমাণ কাজু বাদাম গাছ আছে?

৩ ইহা কি সত্য, বিগত দুই-তিন বৎসর যাবত উক্ত বাগান দেখাশুনা করার জন্য ৪ (চার) জন ডি. আর. ডবলিউ স্ট্যাফ ব্যতীত অন্য কোন অফিসিয়েল স্টাফ কিংবা কোন দায়িত্বশীল অফিসার নিয়োজিত নেই এর কোন অফিস ঘরও নেই।

৪। উক্ত ডি. আর. ডবলিউ স্টাফগণ প্রতি মাসের ১৮/১৯ তারিখের পূর্বে বেতন না পাওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। বালিধুম বাগানে যে কাজু বাদামের গাছগুলি লাগানো হয়েছে সেগুলির বেশীর ভাগ এখনও পূর্ণ ফল উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করেনি। তাই এই বাগান থেকে তেমন কোন উৎপাদন পাওয়া যায়নি। তবে কিছু সংখ্যক গাছ থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালে ২০ কেজি কাজু বাদাম সংগ্রহ করা হয়েছে।

২। বর্ত্তমানে বালিধুম বাগানে ১০,৭৫০টি কাজু বাদামের গাছ আছে।

৩। উক্ত বাগানে বর্ত্তমানে ৪ (চার) জন ক্যাজুয়েল লেবার নিয়োজিত আছে। সর্ব সময়ের জন্য বর্ত্তমানে ঐ বাগানে কোন এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, অবচার্ড এসিষ্ট্যাণ্ট নেই। তবে দেওয়ান বাড়ীতে নিয়োজিত এসিটেণ্ট ম্যানেজার বালিধুম বাগানে দেখাশুনা ও পরিচালনা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। ব্যয় সংকোচ সাপেক্ষে অফিস গৃহ নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

৪। বালিধুম কাজু বাগানের ৪ (চার) জন শ্রমিক প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই তাদের মজুরী পেয়ে থাকেন। কারণ বালিধুম বাগানের দায়িত্ব প্রাপ্ত এসিটেণ্ট ম্যানেজার উত্তর ত্রিপুরার ৪টি বাগানের দায়িত্বে আছেন। তবে মোটামুটি ১ মাসের ব্যবধান-এ মজুরী পেয়ে থাকেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর):— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন,

এই বালিধুম কাজু বাগানে মোট ১০,৭৫০টি গাছ আছে। এই গাছগুলি কি বাগান স্থাপন করার সময়ই লাগানো হয়েছিল, নাকি পরে আবার নতুন করে গাছ লাগানো হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, এই বাগান থেকে মাত্র ২০ কেজি বাদাম সংগ্রহ করা হয়েছে। একটা গাছ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণ হতে কত বছর সময় লাগে এবং দ্বিতীয়তঃ অফিসের যে বেহাল অবস্থা, অফিস ঘরও নেই। অফিস ঘর নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে গাছের সংখ্যার আমি হিসাব দিয়েছি, সেটা ১ বৎসরে লাগানো নয়, বিভিন্ন বৎসরে লাগানো। প্রতি বৎসরে যে সব গাছ মারা যায় সেটাকে নতুন চারা দিয়ে গ্র্যাট ডিলিং করা হয়। কাজু বাদাম তার ম্যাচুরিটি হতে ৮ থেকে ১০ বৎসর সময় লাগে। সেখানে স্থায়ী অফিস করার মত আর্থিক সংকুলান নাই বলেই প্রয়োজন থাকলেও অফিস ঘর করা যায়নি।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি কাজুর চাহিদা শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও আছে। এইটা একটা লাভজনক ফসল। এইটা আমাদের এখানে কিভাবে বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ সেটাকে বাইরেও মার্কেটিং করে বিক্রী করা যাতে যায় তারজন্য সেটাকে অ্যাক্সটেনশান' করার সরকারের কোন চিন্তা-ধারা রয়েছে কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যে বিভিন্ন স্কীমে বিভিন্ন জায়গায় কাজু বাদামের চাষের ব্যবস্থা রয়েছে এবং রাজ্যের বাইরেও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যারামেককে দিয়ে এখানে একটা প্রসেসিং সেন্টার খোলা হয়েছে। এইটাকে যদি আরও সম্প্রসারণ না করা যায় তাহলে ন্যারামেকের সারা বৎসরে যে চাহিদা সেই চাহিদা মেটানো যাচ্ছেনা। যদি আরও বাড়ানো যায় তাহলে এই ন্যারামেককে ফিট করার পক্ষে সহায়ক হবে।

শ্রীপবিত্র কর :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কাজু বাদামের চাহিদার কথা মন্ত্রী বাহাদুর স্বীকার করেছেন, এইটা সম্প্রসারনের জন্য কি কি স্কীম আছে। তারপর আমরা যেটা জানি ন্যারামেক তাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরীকে চালানোর জন্য তাদেরও কতগুলি স্কীম আছে।

তারাও ইনভেস্টমেট করতে পারে, তারাও সাহায্য করতে পারে। সেটা সরকার ওদের সংগে আলাপ আলোচনা করে টেইক-আপ করবেন কিনা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার, এইটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। তবে এখন পর্য্যন্ত ন্যারামেকের সংগে আলোচনা করে কোন বাগান করার কোন স্কীম হাতে নেই। তবে দপ্তরের অনেকগুলি স্কীম আছে। কিছু এলাকা নিয়েও করা হচ্ছে। বিশেষ করে ওয়েস্ট ল্যাণ্ড ডেভোলাপমেণ্ট প্রজেকট থেকে এই প্রজেক্টের আওতায় কিছু নতুন বাগান করার চেষ্টা চলছে। জায়গা নিয়ে সমস্যা আছে। ফরেষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, কিছু জমি যাতে এই কাজু বাদাম সম্প্রসারনের জন্য দেওয়া হয়।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ৪টা বাগানের ম্যানাজার ইন-চার্জ জোট সরকারের সময় গরু ব্যবসায়ীদের সুদে টাকা লগ্নী দিতেন, এইরকম দুর্নীতির অভিযোগ জোট সরকারের আমলে ছিল। এই অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানতে চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। যেহেতু মাননীয় সদস্য হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কাজু বাদাম আমাদের রাজ্যে উৎপাদিত হচ্ছে, এই কাজু বাদাম সরকারীভাবে এই পর্য্যন্ত সরকার কি পরিমাণ ক্রয় করেছেন, দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত সরকারী বাগানে কাজু বাদাম উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলি ভিন্ন রাজ্য থেকে এই রাজ্যের মধ্যে প্রাইভেট পার্টি এসে অত্যন্ত কম মূল্যে কিনে নিচ্ছে এবং সেটাকে রক্ষা করার জন্য যে প্রটেকশান ডিপার্টমেণ্টের নেওয়া দরকার সেটাও সঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছেনা, এইটা যাতে সরকারীভাবে কেনা যায় তার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মূল প্রশ্নটা হচ্ছে ত্রিপুরা হর্টিকালচার কর্পোরেশানের প্রশ্ন, পুরো দপ্তরের প্রশ্ন নয়। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন সেটাকে আলাদাভাবে নোটিশ আনলে আমি খোঁজ নিয়ে উত্তর দিতে পারব।

শ্রীপ্রনব দেববর্ম্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কাজু বাদাম উৎপাদন থেকে সরকারের কোন আয় হয় কিনা, হলে মাসে বা বৎসরে কত আয় হয় সেটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বাতীধুম গাঁওসভার যে বাগানের কথা এখানে বলা হয়েছে সেই বাগান থেকে আমরা গত বছর ২০ কেজির মত কাজু বাদাম উৎপাদন করেছি। আমি আগেই বলেছি সব গাছের ফল দেওয়ার মত গ্রোথ হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৮০.

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার-৮০

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে রাজ্য কয়েটি ইনফরমেশান সেণ্টার চালু আছে ?

২। চলতি আর্থিক বৎসরে (১৯৯৪-৯৫) ইং রাজ্যে আরও নতুন ইনফরমেশান সেণ্টার খোলার পরিকল্পনা আছে কিনা।

৩। যদি থাকে তাহলে কোন কোন স্থানে কয়টি সেণ্টার খোলা হবে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট ৩৮টি ইনফরমেশান সেণ্টার আছে।

২। এবং ৩। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে দুইটি ইনফরমেশান সেণ্টার খোলার প্রস্তাব ছিল। একটি হল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বীরচন্দ্রমনু ও অপরটি উত্তর ত্রিপুরা জেলার ডাংমুনে। কিন্তু আর্থিক অসংগতির জন্য এবছর খোলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে, দুইটা ইনফরমেশান সেণ্টার ১৯৯৪-৯৫ইং সালে খোলার কথা ছিল, কিন্তু এই দুইটা'ও খোলা সম্ভব হয়নি।

তা এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সরকারের বিভিন্ন জিনিসগুলি জানার জন্য এবং মানুষকে গণমুখী করার জন্য যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগের দিকে সঠিকভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে সঠিকভাবে নজর দিয়ে যাতে যে যে জায়গায় ডিমাণ্ড আছে, সেইসব জায়গায় ইনফরমেশান সেণ্টার খোলার উদ্যোগ নেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটার সবটাই আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে, আর্থিক সঙ্গতির কথাতো বলেছিই। পরবর্তী সময়ে আর্থিক অবস্থা ভাল হলে নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে যেখানে যেখানে ইনফরমেশান সেণ্টার দরকার বাড়ানোর চেষ্টা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে ৩৮টি ইনফরমেশন সেণ্টারের কথা বলেছেন, তার মধ্যে ধলেশ্বরে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের বাড়ীর নিকটে যে ইনফরমেশন সেণ্টারটি রয়েছে সেটিও আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই তবে বনমালিপুরের টা বন্ধ আছে এই বলা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ধলেশ্বরে যে ইনফরমেশন সেণ্টারটি রয়েছে সেটি আমি জানি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। কি কারণে এইটি বন্ধ রয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি? এবং সেটিকে অতিসত্বর খুলার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা একটা সাব-সেণ্টার যে বাড়ীতে ভাড়া আছে সেটির ভাড়া হলো ৩০০০ টাকা না ৪০০০ টাকা। তাছাড়া এই সেণ্টারে সন্ধ্যার পর আর কেউ যায় না— সন্ধ্যার পরে সেখানে খুবই উৎপাত হয়। আর আমার বাড়ী এইটির নিকটেই কাজেই বোতলের মুখ খোললে তার গন্ধ আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আছে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, একজন মন্ত্রীর মুখ দিয়ে এইসব সাজে না তিনি সেটা ইচ্ছে করলেই বন্ধ করতে পারেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ওরা যা চালু করে গেছেন সেটা এত প্রভাবশালী যে এটাকে বন্ধ করতে অনেক সময় লাগবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আগরতলার প্রপারে যদি এই অবস্থা হয় মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আমার শিক্ষক এবং উনি বলেছেন যে ভাড়ার কথা এইটা কংগ্রেসের কোন ব্যক্তির বাড়ীতে ভাড়া আছে বলেই কি এইটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, উনি আমার ছাত্র বলছেন, এই সম্পর্কটা যেন স্বর্গীয় ব্যাপার। আর উনি যে ভাড়ার প্রসঙ্গে বলেছেন সেটা এই প্রসঙ্গে আসতে পারে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি স্পেসিফিক জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে ৩৮টির কথা বলেছেন, তারমধ্যে ধলেশ্বরেরটি আছে কিনা? প্রথমে বলেছিলেন নাই পরে বললেন আছে। এখন কোনটা সত্য আর কোনটা অসত্য সেটা বুঝতে পারছি না। এই ধলেশ্বরের ইন্‌ফরমেশন সেণ্টারটি এখন যে বাড়ীতে ভাড়া আছে সে বাড়ী থেকে সরিয়ে অন্য কোন ক্যাডারের বাড়ীতে নিয়েও সেটিকে আবার চালু করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, উকিলরা সব জায়গাতেই ভাল লোকের পক্ষে ওকালতি করেন আবার মন্দ লোকের জন্যও ওকালতি করেন। কিন্তু এইটা ওকালতির ব্যাপার না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় যে ৩৮ সেণ্টারের কথা বলেছেন সেগুলির নাম জানতে চাই সেগুলি কোন কোনটি তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, সবগুলির নাম এখন আমার কাছে নেই। তবে কোন সাব-ডিভিশনে কতটি রয়েছে, সে হিসেব আছে। সেটা আমি দিচ্ছি।

বর্তমানে রাজ্যের তথ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৩৮টির মধ্যে সদরে ১০টা সোনামুড়া ২টা, খোয়াই ৪টা, উদয়পুরে ২টা, বিলোনীয়া ৪টি, সাব্রুমে ২টি, অমরপুরে ২টি, গণ্ডাছড়া ১টা, কৈলাশহর ২টা, ধর্মনগরে ৩টা, কমলপুরে ৩টা, কাঞ্চনপুরে ১টা, লংতরাই ভ্যালিতে ২টা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮৮।
প্রশ্ন নং (১) ইহা কি সত্য যে অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং এই সময়ের মধ্যে উদয়পুর দক্ষিণ জেলা কৃষি দপ্তর থেকে উদয়পুরের বিভিন্ন ভি, এল. ডবলিউ. সেণ্টার এর মাধ্যমে বিলিকৃত ইউরিয়ার একটা অংশ রঙ্গিনগুলো এবং ক্ষমতাহীন বা ক্ষতিকারক বলে ধরা পড়েছে।

উত্তর :— এমন কোন নিম্নমানের সার কৃষকদের নিকট বিলি করা হয় নাই।

প্রশ্ন নং (২) :— যদি সত্য হয়, তবে সরকার সে ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন নং (৩) :— এসব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকার কিভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন ?

উত্তর : – প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানিয়েছেন যে, কোন নিম্নমানের ইউরিয়া সার কৃষকদের নিকট বিলি করা হয়নি। কিন্তু আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম যে, বিলিকৃত ইউরিয়ার একটা অংশ রঙ্গিন-গুড়ো এই ধরনের কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আছে কিনা। আমার কাছে খবর আছে যে এই ধরনের ৪২ ব্যাগ সার কৃষিদপ্তর ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন, এটাও মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা ছিল কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের সার বিলি করা হয়েছিল কিনা ? আমি মূল প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে না কৃষকদের মধ্যে এই ধরনের কোন সার বিলি করা হয়নি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মূল প্রশ্নটা ছিল কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল কিনা ? আমি বলেছি যে বিলি করা হয় নাই ; তবে দক্ষিণ ত্রিপুরা

জেলার এই বছর ২৩৬৮ মে. টন ইউরিয়ার মধ্যে ২৮২ ব্যাগ যার ওজন হচ্ছে ১৪.১০ মে. টন। সারের রং কালো। এই রং কালো ধরা পড়ার পর বি. এল. ডব্লিউ পর্যায়ে বিলি হয়ে সেটা আর কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয় নাই। আমরা সেটা ফেরৎ নিয়ে এসেছি। যে সংস্থা সরবরাহ করেছে, পি.পি সি.এল. তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে। এবং যে সারের রং কালো সেটা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে তার নাইট্রোজেন কনটেন ৪৩'৬৮ শতাংশ আছে। এটা স্বাভাবিকের চেয়েও কম। ৪৭ শতাংশ হলে সেটাকে স্বাভাবিক ধরি আমরা। তার থেকে তিন শতাংশ কম আছে এই কালো রং এর সারে।

শ্রীপান্না লাল ঘোষ ঃ— সাপলিমেণ্টারী স্যার, এটা গেল রংঙীন ধরনের ইউরিয়ার প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে গুড়ো ইউরিয়া বিলি করা হয়েছিল সেটা ধরা পড়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্নটা ক্লীয়ার করুন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ ঃ— স্যার, একটা হলো রঙ্গীন এবং আর একটা গুড়ো ইউরিয়া।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— হঁ্যা, কতগুলি পাউডার ইউরিয়াও হয়। এটা কিছু চাক্‌কা হয় এবং কিছু গুড়োও হয়। কৃষকরা এটা দেখাই সন্দেহ করেছেন যে এটা নিম্নমানের হতে পারে। তারপর সেটা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে সেটাতে ৪৬ শতাংশ নাইট্রোজেন কনটেন আছে।

শ্রীপান্না লাল ঘোষ ঃ— এই যে গুড়ো ইউরিয়া যেটা কৃষি বিভাগ থেকে বিলি করা হয়েছিল সেই ইউরিয়া সম্পর্কে কৃষকরা অভিযোগ করেছেন যে এটাতে লবণ মিশানো আছে এবং ফলে সার ব্যবহার করার ফলে যে ধরনের ফল পাওয়ার কথা ছিল সেটা তারা পায়নি। সব্জিও নষ্ট হয়েছে বলে কৃষকরা অভিযোগ করেছে। এই ব্যাপারে কোন তদন্ত করানো হবে কিনা এবং ঐ কৃষকদের কোন প্রকার সাহায্য করা হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, মাননীয় সদস্য কৃষকদের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ- পাউডার ব্যবহার করার ফলে বাধা কফি এবং ফুল কফির ফলন খারাপ হয়েছে এই অভিযোগ তুলেছেন। তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে ফসল ক্ষতি হয়েছে ঠিকই, দফতরের

যারা তদন্ত করেছেন তাঁদের অভিমত হচ্ছে— সারের জন্য সেটা হয় নাই। সেখানে জলসেচ করতে গিয়ে জল বেশী পড়েছে। এবং প্রয়োগটা যেভাবে হওয়া উচিৎ সেভাবে না হওয়ার ফলে ফসলটার ক্ষতি হয়েছে। সেটা সারের জন্য নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী (কল্যানপুর) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

মিঃ স্পীকার ঃ— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫০।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থবর্ষের এখন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পাট চাষীদের জন্য মোট কতটি জলাশয় খনন করা হয়েছে।

২। এ জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমান কত?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পাট চাষীদের জন্য মোট চারটি জলাশয় খনন করা হয়েছে।

২। এ জন্য এখন পয্যন্ত ৫,৯৮৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় পাট চাষীদের জলাশয় খননের যে তথ্য দিলেন এটা খুবই উদ্বেগজনক। কারণ এইভাবে রাজ্যের যে পাটচাষী, ত্রিপুরা রাজ্যের যে অর্থকরী ফসল ছিল এখন সেটা কৃষকদের ধ্বংসের পথে। এবং সরকার পাট চাষীদের জন্য সামান্যতম দৃষ্টি দিয়েছেন এটা ঠিক। কিন্তু এই পাট চাষীদের যে অর্থকরীর সহায়তা দান, পাট চাষীদের পাট ত্রিপুরা রাজ্যে যে উল্লেখযোগ্য দিক যার জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটি জুটমিল চালু করেছিলেন সেই পাট চাষীদের জন্য। সেই পাট চাষী-

দের ব্যবস্থা করে সেই জুমিয়া মেস্তা পাট ইত্যাদির জন্য সহায়ক মূল্য দিয়ে পাট ন্যায্য দামে খরিদ করে যে অর্থকারী ফসল, একদিকে দিয়ে শ্রমিক জুটমিল পরিচালনা করছিলেন একদিক দিয়ে জুমিয়া পাহাড়ে সেই মেস্তা পাট করে এবং সমতলে পাট চাষ করে যে অর্থকরী ফসল আয় করেছিলেন সেটা গত ৫ বছরে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। এটা ঠিক জুটমিল বন্ধ পাট চাষীদের যে পাট এফ, সি, আই, খরিদ করত সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়ে আজকে ধ্বংসের পথে চলেছে। এখন তাকে পুনর্জীবনের জন্য সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ঠিক অতীতে পাট ফসল রাজ্যে কৃষকের অর্থকারী ফসল হিসাবে উল্লেখযোগ্য ফসল ছিল। কিন্তু ঠিক মত উপযুক্ত দামে বিক্রি না করতে পারার ফলে মূলত পাট চাষ অনেকটা কমে যায়। এই সরকার কর্মসূচী হাতে নিয়েছে অন্তত রাজ্যে যে পাট কলটা আছে তার চাহিদা অনুযায়ী যাতে পাট রাজ্যে উৎপাদন করা যায় সেই কর্মসূচী এই সরকার গ্রহণ করেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় যে সমস্ত পরিবার নিজস্ব ভিটা জমি থেকে বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল নিরাপত্তার কারণে, তাদের মধ্যে কত পরিবার এখনও তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে পারে নাই ? (উপজাতি ও অ উপজাতি পরিবারের হিসাব)।

২। যে সমস্ত পরিবার এখনও তাদের ঘরে যেতে পারছে না নিরাপত্তার কারণ, বর্তমানে রাজ্য সরকার সে সমস্ত পরিবারের জন্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ?

উত্তর

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর- তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীদেবব্রত কলই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ...।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সাপ্লিমেণ্টারী কি করবেন, তথ্যই সংগ্রহ হয়নি।

শ্রীদেবব্রত কলই ঃ— তার জন্ম জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে, ১৯৮০ সালের দ'ঙ্গায় প্রায় ১৪-১৫ বছর পার হয়ে গেল, এই তথ্যটা কি আদৌ সংগ্রহ হবে না অনিচ্ছা সত্বে মন্ত্রী-বাহাদুরের ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৯৮০ জুনের দাঙ্গার পর বহু পরিবারকে পুর্ণরবাসন দেওয়া হয়েছে। বহু জায়গায় সেটেলটু করা হয়েছে। এখনো কারা কারা অবশিষ্ট আছেন সর্ব্বশেষে এটা সম্পর্কে তদন্ত সংগ্রহ না করে উত্তর দেওয়া যাবেনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য এটাকে এডমিটেড করা যায় না। যেহেতু এই প্রশ্নটা অনেক পুরানো তাই এটা সম্ভব নয়। আপনার জানা থাকলে তা আপনি মন্ত্রীকে দিয়ে দিতে পারেন। এটা বিধানসভার রুলস অব প্রসিডিওরে নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

মিঃ স্পীকার ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্ট্যাড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জম্পুই পাহাড়-এর সাবারাল বাড়ী এবং গছিরাম পাড়ার তৈচামা গ্রামের মধ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা বেড়েই চলছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তা হলে সেই সব গ্রামগুলিতে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর কোন চিন্তাধারা সরকার নিয়েছেন কি ?

৩। খেদাচড়া গ্রামগুলিতে আউটপোস্ট স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪। ইহা কি সত্য উল্লেখিত এলাকার গ্রাম বা পাড়াগুলিতে উগ্রপন্থীদের চাঁদা আদায়সহ নিরীহ মানুষের উপরে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করছে।

৫। সত্য হইলে সরকার প্রতিকারের কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ এই এলাকার উপর বিশেষ নজর রাখছে। বর্তমানে দুই তিন মাস কোন উগ্রপন্থী তৎপরতার খবর নেই।

২। উগ্রপন্থী ঘটনার সংবাদ পেলে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

৩। খেদাচড়ায় একটি পুলিশ আউটপোষ্ট বসানোর প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪ এবং ৫। উক্ত গ্রাম বা পাড়াগুলিতে উগ্রপন্থীদের দ্বারা চাঁদা আদায়ের ও নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচারের খবর পুলিশের নিকট নেই। উগ্রপন্থীদের চলাচলের কোন খবর পাইলে পুলিশের তরফ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা, বর্তমানে সাবোয়াল গ্রামে একজন সি, পি, এম নেতা হিসাবে পরিচিত, তাকে আজকে এক বৎসর যাবত ঘরবাড়ী ছেড়ে থাকতে হচ্ছে। সেখানে যদি কিছুই না হয়ে থাকে তাহলে তাকে কেন এক বৎসর যাবৎ গ্রাম ছেড়ে থাকতে হচ্ছে ? সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ? যারা যারা বাড়ীঘর ছাড়া তাদেরকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ? আর ৪ নম্বর প্রশ্নটাতে আছে খেদাছড়াতে আউট পোস্ট করার যে চিন্তাভাবনা আছে, তা কবে নাগাদ সেখানে তা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথমতঃ যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্য তুলেছেন সাবোয়াল বাড়ী একজন নেতা তিনি মাঝখানে বাড়ীতে থাকতে পারছেন না। গত তিন চার মাস হলো

সেখানে পুলিশ আউট পোষ্ট দেয়া হয়েছে। এখন সবকিছু স্বাভাবিক। খেদাচড়ার ব্যাপারে যেটা বলা হয়েছে, সেখানে পুলিশ আউট পোষ্ট করতে গেলে শুধু মাত্র আউট পোস্ট দিলে হবে না, পুলিশ দিতে হবে তার সঙ্গে আর্মস দিতে হবে। কাজেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওখানে একটা আউট পোস্ট করতে হবে।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, নিরাপত্তার দিক থেকে বিচার করে পার্সোনেল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হবে কিনা? এবং যেখানে যেখানে সরকারী কর্মচারী-দের কাছ থেকে মাসের প্রথমেই চাঁদা নেওয়া হয়, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না? যেখানে যেখানে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ চলছে সেখানে টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কোন কোন অঞ্চলে এই রকম চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে সুনির্দিষ্টভাবে পুলিশের কাছে অভিযোগ দিলে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিয়ে অভিযোগ করলে কারা কারা করছে সেটা বললে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। এই ব্যাপারে জনসাধারনের সহযোগিতা দরকার। ১৯৯৪ সালে চাঁদার জন্য যে ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল এখন অনেকটা কমে গেছে। এগুলি কমিয়ে আনার জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তার সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার দরকার, এগুলি কারা কারা করছে, কোন চিঠি দিলে তার একটা কপি পুলিশকে দিলেও বুঝা যায় কারা এটা করছে, পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯৮। স্যার, এখানে ছাপার ভুল আছে। ১৯শে নভেম্বরের জায়গায় ১১ই নভেম্বর পড়তে হবে।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৯৮।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৯৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৯৪ইং সনের ১৯শে নভেম্বর বাগমা (উদয়পুর) বাজারে ৪ (চার) জন উপজাতি যুবককে হত্যা করা হয়েছে।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত হত্যার ব্যাপারে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এবং

৩। গ্রেপ্তার না হলে তার কারণ কি ?

৪। ইহাও কি সত্য যে ১৯৯৪ইং সনে ১৪ই নভেম্বর কিল্লা থানার লক্ আপে মিষ্টিমানিক মলসমকে হত্যা করা হয়েছে ?

উত্তর

১। স্যার, ১৯৯৪ইং সনের ১৯শে নভেম্বর বাগমা (উদয়পুর) বাজারে এই ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। মাননীয় সদস্য বলছেন, তারিখ দিতে ভুল করেছেন। যাই হউক আমি ঘটনাটি বলছি। ঘটনাটি হচ্ছে নিম্নরূপ :—

গত ১১-১১-৯৪ইং রাত্রি ১২-২৫ মিঃ সময়ে বাগামা গ্রামের শ্রীনারায়ণ সাহা, পিতা মৃত চিন্তাহরণ সাহা থানায় হাজির হইয়া একটি লিখিত এজাহারে জানায় যে ঐ তারিখেই রাত্র অনুমান ১১টায় একদল ডাকাত বাগমা বাজারে ডাকাতি করার জন্য হানা দেয়। চারদিকের চিৎকারে ডাকাতদলটি গুলি করিতে করিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বহু লোকের ঘেরাওএর ফলে কয়েকজন পালাইতে ব্যর্থ হয়। উত্তেজিত জনতা চারজন ডাকাতকে পিস্তলসহ ধরিয়া ফেলে। গুলির হাত থেকে প্রাণ রক্ষার জন্য ডাকাতদলের উপর জনগণ পালটা আক্রমন করে। ডাকাত দলের চারজন মারাত্মকভাবে আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে মারা যায়। উপরোক্ত অভিযোগ মূলে আর, কে, পুর থানা মোকদ্দমা নং ২১৯-৯৪ তাং ১২-১১-৯৪ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯/৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারা মতে মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে।

পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে মর্গে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে আসা হয়। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া অ্যাডিশন্যাল এস, পি, (সাউথ) উদয়পুর মহকুমার সি. আই, শ্রীদুর্গেশ মজুমদারকে কেস তদন্তের নির্দেশ দেন। নথীভুক্ত অভিযোগমূলে তদন্ত চলছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি আমার সবগুলি প্রশ্নের উত্তর পাইনি। আমার ২, ৩, এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেননি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি বসে গিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আপনি প্রশ্নের উত্তরগুলি দিয়ে দেন।

১৯৮ নং প্রশ্ন

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত হত্যার ব্যাপারে তাহাকে গ্রেপ্তার কথা হয়েছে, ইবং

৩। গ্রেপ্তার করা হলে তার কারণ কি,

৪। ইহাও কি সত্য যে ১৯৯৪ইং সনে ১৪ইং নভেম্বর কিল্লা থানার লকআপে মিস্ত্রি মানিক মলসমকে হত্যা করা হয়েছে ?

উত্তর

২। বাগমার এই ঘটনাটির ব্যাপারে দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা এখন জামিনে আছেন।

৩। প্রশ্ন আসে না।

৪। ইহা সত্য নহে।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

ANNEXURES— A & B

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজ মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। উহার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো : —

"গত ১৪-৩-৯৫ইং তারিখে উদয়পুরের কিল্লা থানাধীন বাহাদুর কলই পাড়ায় অনুমানিক সকাল ৭টায় দুইদল উগ্রপন্থীর গুলি বিনিময়ে এ, টি, টি, এফ, এর ২ জন নিহত এবং ১ জন আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ২০শে মার্চ এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ২০শে মার্চ হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আজকের কার্য্য সূচীতে ২ (দুইটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক ২৩-৩ ৯৫ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুটির উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
বিষয়বস্তুটি হলো :—

"আসাম আগরতলা রাস্তার আঠারমুড়ার কংগ্রেস (ই) প্রেসিডেন্ট সুধীর মজুমদারের গায়ে গুলি করার অভিযোগমূলে তদন্ত কমিশন গঠন করা সম্পর্কে"।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমার একটা রেফারেন্স ছিল।

মিঃ স্পীকার :— এটা ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে। এটা অন্যভাবে জানার চেষ্টা করুন। এইভাবে এটাকে আটক করা হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর এখন বিবৃতির দিচ্ছি।

স্যার, প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে রাজ্য সরকার কোন তদন্ত কমিশন গঠন করেননি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, রেফারেন্সটি এসেছে তদন্ত কমিশন গঠন সম্পর্কে। রাজ্য সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করেননি। কাজেই এখানে স্টেটমেণ্ট পড়লে তো হবে না। আপনি একজন আইনজীবী আপনিই বলুন এই রেফারেন্সের উপর এখন বিবৃতির স্কোপটা কোথায় ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, এটা কি হাউস নাকি ? আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলছি, উনারা সবাই বলছেন কেন ?

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় বিরোধী নেতাকে বলছি উনাকে শেষ করতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারী করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার :— একটা ইমপরটেন্ট বিষয়। একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উনার উপরে ঘটনা এটা সম্পর্কে জানতে হলে এইভাবে গণ্ডগোল করলে তো হবে না। আমি দুই পক্ষকেই বলছি আপনারা ধৈর্য্য ধরে শুনুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— গত ২৮-৯-৯৪ইং রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে শ্রীদিলীপ ঘোষ, এস, আই, অব, পুলিশ, তেলিয়ামুড়া থানায় এসে এজাহার করে যে, এই তারিখে মাননীয় শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার, এম, পি এবং সভাপতি, ত্রিপুরা কংগ্রেস কমিটি, শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, সম্পাদক, টি, ইউ, জে, এস, শ্রীদীপক নাগ, এম, এল, এ এবং সভাপতি, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটি, শ্রীঅমিয় দেববর্মা, এগজিকিউটিভ মেম্বার, এ, ডি, সি, শ্রীরমনীমোহন

সরকার, এগজিকিউটিব মেম্বার, এ, ডি, সি, প্রাক্তন মন্ত্রীগণ সর্ব্বশ্রী কাশিরাম রিয়াং, দীপক রায়, জহর সাহা, বিল্লাল মিঞা এবং প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উত্তর ত্রিপুরার ছৈলেংটা থেকে জনসভা শেষে সন্ধ্যা ছয়টায় আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে ৩৭ মাইল পার হবার সাথে সাথে মাননীয় এম, পি ও অন্যান্যদের প্রাণে শেষ করিবার জন্য নির্বিচারে গাড়ী লক্ষ্য করে অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারীরা গুলি বর্ষণ করতে থাকে। তখন উপরোক্ত ভি, আই, পিদের জীবন রক্ষার্থে ও সরকারী সম্পত্তি রক্ষার্থে এবং দিলীপ ঘোষ. এস, আই, সহ সিকিউরিটি পুলিশ ও ড্রাইভারদের জীবন রক্ষার্থে শ্রীদিলীপ ঘোষ এবং আর্মড সিকিউরিটি পুলিশ গুলি চালাতে চালাতে ভি, আই, পিদের নিয়ে তেলিয়ামুড়া থানায় উপস্থিত হয়েছেন। উপরোক্ত ঘটনার যথাযথ তদন্তক্রমে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজাহারে শ্রীঘোষ আরও উল্লেখ করে যে যুব কংগ্রেস সভাপতি যে গাড়ীতে ছিলেন সেই টি, আর- ০১-০৭৫৬ গাড়ীটিতে দুষ্কৃতকারীদের গুলি এসে লাগে।

তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫৫৩/৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ১২৬/৯৪ নং মোকদ্দমায় অভিযোগটি নথিভুক্ত করে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এস, পি, ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে সরেজমিনে বিষয়টির তদন্ত করেন। এবং পুলিশ কনভয়ে যুক্ত সমস্ত গাড়ীগুলিও পরীক্ষা করেন। তদন্তকালে পুলিশ কোথাও কোন আক্রমনের নিদর্শন দেখতে পায়নি। একমাত্র শ্রীদীপক নাগ এম, এল, এর গাড়ীটির একটি চাকা পাংচার অবস্থায় অকুস্থল থেকে কিছু এগিয়ে এসে একটা জায়গায় পড়েছিল। কনভয়ের ভ্রমনকারী কোন ব্যাক্তির উপরই কোন আক্রমণ বা আঘাতের কোন প্রমাণ পুলিশ দেখতে পায়নি। কনভয়ে ১৮ জন ইউনিফরম পরিহিত আর্মড পুলিশ এবং মাননীয় এম, পি, শ্রীসুধীর মজুমদারের দেহরক্ষীসহ ৮ জন প্লেইন ক্লথ পুলিশ নিরাপত্তায় কর্তব্যরত ছিল।

পুলিশ তদন্তে এটা প্রতীয়মান হয় যে. যে কোন কারণেই হোক কর্তব্যরত পুলিশ দল তাদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ২০৭ রাউণ্ড গুলি বর্ষন করেছে। কনভয়ের সিকিউরিটি পুলিশদের এই গুলি বর্ষনের ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে, গত ৩-১০-৯৬ইং তারিখে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এফ ২১ (২৫)-পিডি/৯৪ নম্বর আদেশমূলে পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে ম্যাজিসটেরিয়েল অ্যানকোয়ারীর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশের নথীভূক্ত মামলার তদন্তও অব্যাহত থাকে। গত ১৪-১০-৯৪ইং জেলা শাসক তার অ্যানকোয়ারী রিপোর্ট রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করেন। তেলিয়ামুড়া থানার ইনভেসিটগেশান অ্যাভিডেন্স এর জন্য

যেসকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, জেলা শাসকের তদন্ত রিপোর্ট এর কোন ব্যতিক্রম না পাওয়ায় জেলা শাসকের তদন্ত রিপোর্টটি ইনভেস্টিগেশান অফিসার এর মন্তব্যসহ খোয়াই এস, ডি, জে, এম, কোর্ট দাখিল করা হয়।

মাননীয় এস. ডি, জে, এম, কোর্ট সমগ্র রিপোর্টটিকে গ্রহণ করেছেন এবং মামালাটি খারিজ করে দিয়েছেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে ডি, এম, যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তা আমি দিতে পারি। জেলা শাসক অ্যাপয়েন্টমেণ্ট পেয়ে প্রথম অ্যাক্জামিনেশান অফ উইটনেসের কাজ শুরু করেন। তিনি ভি, আই, পি, ১০ জনকে নোটিশ দিয়েছেন ১) সুধীর রঞ্জন মজুমদার, এম, পি, ২) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, জেনারেল সেক্রেটারী, টি, ইউ, জে, এস. ৩) শ্রীদীপক নাগ, এম, এল, এ, ৪) শ্রীঅমিয় দেববর্মা, অ্যাক্জিকিউটিভ মেম্বার, টি, টি, এ, এ, ডি, সি, ৫) শ্রীমনীমোহন সরকার, অ্যাক্জিকিউটিভ মেম্বার, টি, টি, এ, এ. ডি, সি, ৬) শ্রীকাশীরাম রিয়াং, অ্যাক্স-মিনিষ্টার, ত্রিপুরা ৭) শ্রীদীপক রায়, অ্যাক্স-মিনিস্টার, ত্রিপুরা ৮) শ্রীজওহর সাহা, অ্যাক্স-মিনিস্টার, ত্রিপুরা ৯) শ্রীবিল্লাল মিঞা, অ্যাক্স-মিনিষ্টার, ত্রিপুরা ১০) শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, অ্যাক্স এম, এল, এ, ত্রিপুরা ১৩ জনেই সেই নোটিশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে তারিখে, যে সময়ে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা তারা সেখানে যাননি। এমনকি কোন্ সময় তারা সুনির্দিষ্টভাবে যে এই সময়ে তারা সময় পাবেন, সুযোগ পাবেন সাক্ষ্য দানের জন্য তাও অ্যানকোয়ারীতে জানানো হয়নি বলে ডি, এম, রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ডি, এম, উল্লেখ করেছেন যে ৩৪ জনের উইটনেস নেওয়া হয়েছে সেই ৩৪ জনের মধ্যে তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ অফিসার থেকে আরম্ভ করে গাড়ীতে যে সমস্ত কনস্টেবল অন্যান্য লোকরা ছিল সকলকেই একজন একজন করে উইটনেস নিয়েছেন। সবশুদ্ধ মিলে ৩৪ জন স্যার, প্লেইস অফ অকারেন্স অ্যাভডেন্স করতে চেষ্টা করে-ছেন, ডি, এম, বলেছেন ... ...

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— আপনার প্রশাসনের ডি, এম, যে অ্যানকোয়ারী করেছে, মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার থেকে সরে গিয়ে ডি, এম, এর সাহস আছে নাকি অ্যানকোয়ারী করার। ঘটনা হয়েছে যেদিন ঐদিন রাত্রিবেলায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, তাদের উপর গুলি হয়নি। কোন অ্যানকোয়ারী ছাড়া। আর যেখানে ৪২ জন পুলিশ কর্মচারী ফায়ার করেছে সেই ৪২ জন পুলিশ কর্মচারী এমনিতেই ফায়ার করে দিয়েছে ? সৎ সাহস থাকলে অ্যানকোয়ারী করুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা সি, বি, আই, তদন্তের দাবী করেছেন যেহেতু আপনার ডি, এম,-এর উপর কনফিডেন্স নাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, ডি. এম এর উপর আস্থা আছে কি নাই সেটা বড় কথা না। কথা হচ্ছে ঘটনার ঠিক পরেই যখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিলেন যেগুলি হয়নি বলে তখনই সুধীরবাবু ও ওনার সঙ্গীরা স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন যে আমরা ইনপারশিয়েল বা ইনভেসটিগেশানের জন্য একজন একস চীফ মিনিস্টারের লাইফ এন-ডেনঞ্জার হয়েছিল এইটা সি, বি, আই, কে দেওয়া হোক। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন এবং এতে দৃষ্টি ভঙ্গীর ফারাক হতে পারে, ট্রেজারী ব্যাঙ্কের মাননীয় সদস্য জীতেন্দ্র সরকার মহোদয়ও এই তদন্তে যে প্রহসন হচ্ছে তাতে তিনি নিজেও সন্তুষ্ট না। তাই তিনি বলেছেন যে তদন্ত কমিশন করা হোক। এইটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ট্রেজারী ব্যঞ্চ থেকে বলা হয়েছে যে তদন্ত কমিশন গঠণ করা হোক। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, এইটাকে সি. বি, আইতে রেফার করা হোক, সি, বি, আই তদন্ত করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ— সি. বি. আই, তদন্তের দাবী আপনারা করেছেন, তার মানে এইটা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। তা সুধীরবাবু তো এখনও বেঁচে আছেন, আপনারা কোন ডকুমেন্স দেখাতে পারেন যে সি, বি, আইকে তদন্ত করা হোক বলে কোন চিঠি দিয়েছেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন ঃ— স্যার, যদিও সুধীরবাবু এখানে নাই, আমার এইটা জানা নাই যে, তিনি চিঠি দিয়েছেন কিনা। যদি তিনি চিঠি না দিয়ে থাকেন তো আপনি নির্দেশ দিলে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি দেবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— চিঠি দেওয়া হয়েছে আমি যতটুকু জানি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না কোন চিঠি দেওয়া হয়নি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মন (বিশালগড়) :— আমি ধরে নিলাম মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলছেন সেটা ঠিক যে চিঠি দেওয়া হয়নি। আমরা যেটা বলছি সেটা ঠিক না। সুধীরবাবু চিঠি দেবেন, মাননীয় মন্ত্রী বলুন যে সি, বি, আই তদন্ত করা হবে তো তিনি চিঠি দেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এতদিন দেননি কেন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি এখনও বেঁচে আছেন, তিনি সি, বি, আইকে কোন চিঠি দিয়েছেন কিনা এবং গভর্ণমেণ্টকে জানিয়েছেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকে উনি (শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার) একজন পার্লামেণ্টের মেম্বার এক্স্ চীফ মিনিষ্টার ছিলেন, উনার উপর ঘটনা ঘটলো, এখন একটা প্রশ্ন হলো উনি যেহেতু এখনো বেচে আছেন, উনার উপর যে আক্রমণ হয়েছে সে ঘটনার উপর তদন্ত করার জন্য সি, বি, আইকে তিনি চিঠি লিখে আবেদন করেছেন কিনা এবং দ্বিতীয় হলো তিনি স্টেট গভার্ণমেণ্টকে সেটা জানিয়েছেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— সি, বি, আইকে লিখবেন না তাহলে কে তদন্ত করবে, এইটা ঠিক না। এখন এই ব্যাপারে পার্লামেণ্টে কোন প্রিভিলেজ মোশান এসেছে কিনা ?

(গণ্ডগোল)

(বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ডায়াসের সামনে এসে একযোগে সি, বি, আই, তদন্তের দাবী জানাতে থাকেন, এবং পরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সে দাবী অগ্রাহ্য করায় বিরোধী দলের সদস্যরা সেদিনকার মত সভা থেকে ওয়াক্ আউট করেন সময় ১২-২৫ মিঃ)।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, গণ্ডগোলের জন্য হাউসের অনেকেই শুনতে পান নাই। কাজেই আমার মনে হয় এটা রিপিট করা দরকার। কারণ এটা সবারই জানা দরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ডি. এম ইনকোয়ারী স্টার্ট করে প্রথমেই সাক্ষীদের নোটিশ দেওয়া হয় এসে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ঐ দিনের প্রকৃত ঘটনা কি হয়েছিল সেটা জানার

জন্য। ঐ ঘটনার ৩৪ জনের স্বাক্ষ গ্রহণ্য করা হয়েছে। এই ৩৪ জনের মধ্যে শুধু পুলিশ অফিসার নয় ড্রাইভারসহ অন্যান্য সকলেরই স্বাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ঐ প্লেইস অব্ ওকারেন্সে যারা ছিল সকলেরই স্বাক্ষী নেওয়া হয়েছে। শুধু মাত্র ভি, আই, পি, ১০ জন, এই স্বাক্ষ্য দিতে আসেননি, তারা কোন দাবীও করেনি, তারা কোন চিঠিও দেনান মেজিস্ট্রেটকে কাজের সহযোগিতা বা অসহযোগিতা নিয়ে কোন কিছুই দেন নাই। যে স্বাক্ষ্য এসেছে আমি প্রথম ফাইণ্ডিংসটা পড়ে তারপর স্বাক্ষীদের কাছ থেকে এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে জেনে কোন কোন বিষয়কে ভিত্তি করে কনক্লোশানে এসেছেন তার উল্লেখ রয়েছে এখানে। তিনি বলেছেন উনার ফাইণ্ডিংসে— On inspection of place of occurrence, examination of of witnesses, taking into account of the available circumstancial evidences and relying on the documents exhibited, the following conclusiong could be drawn :—

i) Considering the topographical condition of the place of occurrence, absence of any circumsatanical evidences, absence of any physical cluss of movment of any persons at the place of occurrence, non-availability of any foreign materials at the place of occurrence, abonce of any injury to any persons of such a large convoy and absence of any marked damage/tempering on such a large convoy of vehicles, relying on the documents exhibited, and taking into account the contradictions and photographs of vehicles do not suggest that there was any firing at all no the convoy prior to police firing, althogh the scurity personel have stated in their depositions.

ii) Even if it is presumed that there was any alleged firing at all; the reaction of the security personel was commandless, imaginary and excessive. And SP(West) also affirms that the firing was imeginary.

কিসের উপর ভিত্তি করে তিনি কনক্লোসানে এসেছেন, সেটাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি প্রথমেই প্লেইস অব অকারেন্স উল্লেখ করেছেন।

There is no habitatien staying with in 2 K.Ms. radious of the place of occurrence. The place of occurrence has been inspected by me and also I have seen the adjoining areas, where I could see/notice no marks of violence on bushes and any evicence of movement of extremeats. An arrival at the place of occurrence, the O/C, Teliamura P.S. has shown the place from where the empty cartridge cases were recovered. The empty cartridge cases were recovered from the foot of the Tilla, which is as high es 30-35' feet. There after, the O/C., Teliamura P.S. has shown another Tilla towards Ambassa which is 10-15' feet high and from where no sign of trampling/movment, remnents could be seen. A sketch mep of the place of occurrence is enclosed as. Annexure—7.

WITNESSES.

The following evidences transpired on exemination of witnesses who accompanied the VIP convoy. On examinetion of witnesses, it revealed that the convoy of the VIP i.e. Shri S. R. Majum. der, MP and others has left Chailengta at dusk on the date of incident i.e. 28-9-94 towards Agartala. As per the previous arrangement made by Shri Dilip Ghosh, SI (I/C, Escort party), the vehicles would be stopped on hearing any blowing of horn in the event of any problem in the convoy towards Agartala. As per available evidence, on examination of witnesses that the convoy consisted of 10/11 vehicles in total and the following is the sequence of convoy when they left Chailengta, at dusk on 28-9-94 :—

Vehicle No. 1— Pilot Car of Shri S. R. Majumdeer, MP.
Vehicle No. 2— M.P.'s Vehicle.

Vehicle No 3— Escort of M.P.

Vehicle No. 4— Having Shri Kashiram R.ang, Ex-Minister, Arun Sarker, Amiya Debbarma, Executive Member, TTAADC and security personnel.

Vehicle No. 5— Having Shri Ramani Sarker, Executive Member, TTAADC, Shri Jawhar Saha, Ex-Minister and security personnel.

Vehicle No. 6— Shri Dipak Nag, M.L.A.

Vehicle No. 7— Escort of Shri Dipak Nag, M.L.A.

Vehicle No. —8 Having Shri Jiban Saha, Judhistir Saha, Himmat Singh, a reporte of Manush Patrika and a person by name Shyamal, but title is not known.

Vehicle No. 9— Having Shri Billal Mia, Ex-Minister, Shri Dhirendra Debnath, Ex-M.L A. and another person namely Litan (Daknam).

Vehicle No. 10 — Escort vehicle of Shri Rabindra DebBarma, Ex-Minister ভেহিকেল ঠিক এইভাবেই আসল, আসর পরে এটা মোহনবাড়ীর রিপোর্টার সে।

The VIP convoy was moving at a speed of 55-60 K.Ms. when they left Chailengta. At Mohanbari (After Ambassa) on Assam-Agartala Road, the pilot car developed some mechanical droblem

Immediately, the vehicle at serial no. 10 i. e. escort vehicle of Shri Rabindra Deb Barma, Ex-Minister has been made pilot car i. e. serial no. 1. And the vehicle at serial no 3 i. e. escort vehicle of

Shri S. R. Majumder, M.P. has been moved to serial no. 10 of the convoy and then the speed of convoy was 40-50 K.Ms. গাড়ি গুলিকে আবার রি-এরেঞ্জ করে সাজিয়ে দেওয়া হল।

As reported by the withness, the convoy stopped at the place of occurrence on hearing the blowing of horn fromche rear vehicles/sound of firing/burst firing at 2045 hours, which is approximately 3 K.Ms. from 37-Miles post towards Teliamura. Some of the witnesses have stated that the vehicles were stopped because of blowing of horn and some others have stated that the vehicles of the convoy were stopped because of sonnd of firing/ burst firing in the middle of the convoy rear of the convoy top of the left hand side Tilla at the place of occurence towards Teliamura right haed side Lunga at the place of occurence towards Teliamura.

As soon as the convoy stopped, almost all the security personnel took position in the drain-left side of the road towards Teliamura and exactly below the Tilla from where the sound of alleged ffring was heard by some of them. The reafter, the security personnel have started firing without any direction at their own accord. After the alleged retaliated firing by police personnel and when they were about to leave the place of occurrence (after 15-20 minutes), another single firing/burst firing was heard by the security personnel, as stated by some of them. And thereafter, some of the security personnel fired in to the air and the VIP convoy left the place of occurence. In total as many as 207 rounds of ammunition fired by the security personnel plain cloth security personnel and the details of ammunition fired by each may be seen as Annexure-8.

As soon as they left the place of occurence and after travelling 1-2 K. Ms. towards Teliamura, one of the tyres of the vehicles of the convoy got punctured and they reached Teliamura by leaving the punctured vehicle at Chakmaghat. The VIP convoy reached Teliamura P.S. around 2125 hours and one Shri Dilip Ghosh, SI (In-charge of Escort party) lodgec FIR vide Teliamura P. S. case No. 126/94 under section 353/307 IPC and 27, Arms Act dated 28. 9. 94.

In the FIR, it was methioned that the Vehicle No. TR-01-0756 has been hit by bullet. But during examination of Shri Dilip Ghosh, SI, he had stated that Shri Dipak Nag MLA and Driver of the vehicle of Shri Dipak Nag MLA have asked him to mention in the FIR that the Vehicle No-TR-01-0756 has been hit by bullet, although there was no damage to the vehicle as alloged in the FIR.

তারপর তিনি বলেছেন, সিরিয়াস কন্ট্রাডিকশান এণ্ড এভিডেন্স এ তারা যে সমস্ত স্বাক্ষ্য দিয়েছেন, তার ভেতরে সিরিয়াস কন্ট্রাডিশান দেখা যাচ্ছে। সেই কন্ট্রাডিকশানের সঙ্গে তিনি এই কথা উল্লেখ করেছেন ডি, এম, ইনকুয়ারীতে সমস্ত এমবিশান লস্ট। এমবিশান গুলির অবস্থা কি? সেই সম্পর্কে তিনি সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, সিঙ্গেল এম, টি, কার্তুজ কেইসেজ, যেগুলি নাকি পাওয়া উচিৎ, যেগুলি ইনকুয়ারীতে সব সময় সংগ্রহ করতে হয়, সমগ্র এলাকা তচ-নচ করে তারা যে ২০৭ রাউণ্ড এমুনিশান ব্যবহার করেছে তার সব খুঁজে বের করতে পারেনি। মাত্র ৪৬ এম, টি, কার্তুজ কেইসেস্ হেভ বিন রিকভার্ড। ১৯ ফ্রম কেইস্ অব অকারেন্স, ২৭ ডিপোজিটেড ইন দা পি, এস,। বাকী কার্তুজ গুলি যেগুলি ২০৭ রাউণ্ডের তা গেল কোথায় এই সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন করেছেন ডি, এম, সাহেব। এই সম্পর্কে খুঁজ নিতে হবে তিনি বলেছেন। ঠিক এইভাবে সমস্ত রিপোর্টটা আরো খুটিনাটি অনেক রিপোর্ট আছে। মূল বক্তব্য এখানে এই ভিত্তিতে তিনি ফাইন্ডিংস-এ পরিস্কার করে বলেছেন যে টোটাল অকারেন্স ডুনট্ সাজেস্ট দি দেয়ার ওয়াজ এনি ফায়ারিং এট এল অন দি কনভয় প্রায়র টু পুলিশ ফায়ারিং। অলছ দি সিকিউরিটি পারসনেল হেভ স্টেইটেড সাম্ অব দি সিকিউরিটি পারসনেল হেভ স্টেইটেড ইন দেয়ার ডেপুটেশানস এই কথা বলে ফাইনাল তিনি জানিয়ে-

চেন যে কমাণ্ড লেস্ ইমাজিনারী, এক্সেসিভ কিছু কাজ হয়েছে ওখানে। সেইগুলি সম্পর্কে সরকার নজর দেবেন। এটা হচ্ছে, তার রিপোর্ট, যেটাকে ভিত্তি করে এস, ডি, জে, এম, সমস্ত কেইসটাকে খারিজ করে দিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— এনি পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান্।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে ডি, এমের তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে এই ঘটনাটা পরিকল্পিত। এই ধরণের ঘটনা সেখানে হয়নি। এই ঘটনা করে গুলি গায়েব করা হয়েছে। এটার উদ্দেশ্য একটাই কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস চাইছে খুন সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করতে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আসার পরে এই গুলিগুলি কোথায় গেল, এলাকাতে, গত কালকেও এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী ঘটনার যে স্ট্যাটমেণ্ট দিয়েছেন, এটা নাটকীয় ঘটনা এবং এই নাটকের আরেকজন অংশীদার আছেন। তিনি হলেন দিলীপ ঘোষ, কংগ্রেস সভাপতি সুধীর মজুমদারের কনভয়ের ইনচার্জ। ডেইলী দেশের কথাতে গত ৭-৯-৯৪ইং তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সাব ইনসপেকটার। ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং তারিখে তিনি ছুটিতে গিয়েছিলেন। তিনি কি করে কনভয়ের সঙ্গে গেলেন। ডি, এম, এবং এস, পি, এর রিপোর্টে আছে। তিনি যদি ছুটিতে গিয়ে থাকেন তাহলে উনার যে সার্ভিস রিভলভার সেটা দপ্তরে জমা দেওয়ার কথা। সেটা জমা দিয়ে গিয়েছিলেন কিনা? এখানে তিনি কনভয়ের ইনচার্জ তিনি ফায়ার ওপেন করলেন না, অস্ত্রে কবল এবং এই সংগে ২০৭ রাউণ্ড গুলি আত্মসাত হয়ে গেল এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, সমস্ত বিষয়টার ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন সেগুলি ডিপার্টমেন্টের ইনকোয়ারীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমি বলব।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই ঘটনার পর তেলিয়ামুড়া থানায় সুধীর মজুমদার আসেন। সেখানে কনভয়ের ড্রাইভার ছিল এবং এসকর্টের যে হাবিলদার সে তখন বলে যে সব জিনিস আনলোড কর। যথারীতি আনলোড হয়। সেখানে দীপক নাগ, রবীন্দ্র দেববর্মাও ছিলেন। উনারা বলেন যে উনারা যে বিবৃতি দেবেন তার বাহিরে যেন কিছু না বলা হয়। এটা কত পরিকল্পিত এটা তাদের কথা বার্তা থেকে পরিষ্কার হয়। তাদের সঙ্গে ডঃ বি, মজুমদারও ছিলেন। ডঃ বি, মজুমদার বলেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনবেন। তখন পুলিশের তরফ থেকে বলা হয় যে, তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী নন। তখন ডঃ মজুমদার বলেন যে, তিনি শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন।

সে সময় সুধীর মজুমদার কথা বলছিলেন। তখন ঐ বি, মজুমদার, জনসাধারণকে শুনিয়ে পুলিশকে বলছিলেন, সঠিক তথ্য না দিলে বুঝবে। জান, তোমরা কার সঙ্গে কথা বলছ? ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছ। ওরা বলেছিল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীতো দশরথবাবু। তখন ঐ বি, মজুমদারই বলেছিলেন, কিছু দিনের মধ্যেই সুধীরবাবু মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন কাজে কাজেই, সঠিকভাবে তথ্য না দিলে অসুবিধায় পড়তে হবে। স্যার, কতবড় কন্সপিরেসি ? স্যার, গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করে দাঙ্গায় নিয়ে যাওয়ার এটা কোন বহিপ্রকাশ কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার সমস্ত ঘটনা এনকোয়ারীতে প্রমাণ হয়েছে, এটা একটা সাজান নাটক। স্যার তারা বার বার ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করার জন্য দাবী করছেন। বলছেন, ত্রিপুরায় নাকি আইন-শৃঙ্খলা কিছুই নেই। স্যার, বামফ্রন্টের শাসনে ত্রিপুরায় যেহেতু আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে নষ্ট করার জন্যই সুধীর মজুমদার, এম, পি (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী)-এর কনভয়ে গুলি বর্ষণের ঘটনা হচ্ছে এটা প্রচার করেই আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ধুয়া তুলছেন। মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেটা তারই অন্তর্ভুক্ত। স্যার কোন্ কোন্ পুলিশ অফিসার এ ঘটনার সাথে জড়িত আছেন তা এনকোয়ারী করে দেখা হবে এবং এর সঙ্গে যুক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) **:—** স্যার, অপর নায়ক দিলীপ ঘোষ তদন্ত কোর্টে জেরা কালীন সময়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে স্বীকার করেছেন, পুলিশ কনভয়ে কোন গুলির আচড় না লাগলেও, কনভয়ের ভেতরে কোন আরোহীর গুলি স্পর্শ না করলেও কংগ্রেস (আই)-এর

বিধায়ক দীপক নাগ, তাকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার জন্য, থানায় গিয়ে মিথ্যা এফ আই-আর, করার জন্য বাধ্য করিয়েছিলেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা তা জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হঁ্যা, স্যার। আমি ডি, এম,-এর যে এ্যানকোয়ারী রিপোর্ট এখানে পড়েছি তার ভেতরে এই কথা লেখা ছিল। আমি তা পড়েছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এখানে যে তথ্য পরিবেশিত করলেন, তাতে বলতে পারি, ভারতের সংবিধানে যা লেখা আছে তাতে, একমাত্র রাষ্ট্রপতি ছাড়া আর কেহই আইনের উর্ধে নন। কাজে কাজেই, এই যে ওরা সি. জে, এম কোর্টে উপস্থিত হলেন না, রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েও জানলেন না, উপরন্তু পরিকল্পিত-ভাবে সরকারকে মিসগাইড করে গুলি, ছিনতাই করে এই রকম ঘটনা করছেন তারজন্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এখানে জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা কি বলব। ওরা চান রাজ্যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। এটা পরিস্কার হয়ে গেছে। জনগণই তাদের বিচার করবে। এছাড়া আমরা আর কি করতে পারি।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আজকে এখানে তাঁরা যে নাটক করল, বিরোধী পক্ষ থেকে যে শ্লোগান দেওয়া হল, এখানে তারা আইন শৃংখলা বজায় রাখবেন না, নিয়ম নীতি মেনে চলবেনা, এই হাউসের মধ্যে নিয়ম নীতি ছাড়াই পয়েন্ট অব ক্যারি-ফিকেশান ছাড়াই বক্তব্য রাখতে চেস্টা করছে, এই হাউসকে অবমাননা করেছে, দিলীপ চৌধুরী মহোদয় চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে হাউসকে অবমাননা করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তি নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত শৃংখলা পরায়ন বাহিনী। ডি, এম,-এর রিপোর্টে আমরা জানতে পেরেছি, এটা

স্বীকার করা হয়েছে যে এস, আই, দিলীপ ঘোষ উনি দোষী। সুতরাং উনাকে সাসপেণ্ড করা হবে কিনা। দ্বিতীয়তঃ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্ত্তমান এম, পি, শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার মহোদয় অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবেই এই অসত্য ঘটনাটি ঘটিয়েছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা হতে পারে। আর দিলীপ ঘোষ, এস, আই, তার বিরুদ্ধে এপ্রোপ্রিয়েট একশান নেবার জন্য পুলিশ দপ্তরকে বলা হয়েছে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এবারে রিপোর্টে দেখা যায় যে ৯৩ রাউণ্ট গুলি করা হয়েছে। এই রাউণ্ড গুলি কোথায় গেছে মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয় একটা খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা পরিষ্কার প্রমাণ পাচ্ছি যে এখান থেকে গুলি মিসিং করেছে এবং এগুলি কোথায় আছে পুলিশ তদন্ত করেছেন। উগ্রপন্থী যারা নাকি গ্রেপ্তার হচ্ছে, সে সমস্ত এনকাউন্ট হয়েছে তার ভেতর থেকে যেগুলি বেড়িয়েছে তার ভেতর এগুলি আছে কিনা এটা পুলিশ পরীক্ষা করে দেখেছে।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে দীপক নাগ মহোদয় এস, আই, দিলীপ ঘোষকে দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন এবং এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে একই ভাবে চাপ সৃষ্টি করে যে গুলি ওখানে ব্যবহৃত হয়েছে বলে বলা হচ্ছে সেগুলি দীপক নাগ মহোদয় দিয়ে গেছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এরকম তথ্য আমার হাতে নেই। পুলিশ চার দিকে নজর রাখছে।

শ্রীজীতেন সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে বিধায়ক দীপক নাগের গাড়ীর চাকা পাংচার হয়েছে। এটার মধ্যে বুলেট ইঞ্জুরীর কোন চিহ্ন আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এই ধরনের কোন তথ্য আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে রিপোর্টে উল্লিখিত আছে যে ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে হেলিয়ামুড়া রওনার পর ১/২ কিমি. যখন কনভয় এসে পড়েছে তখন বিধায়ক দীপক নাগের গাড়ীর চাকা পাংচার হয়েছে। পাংচার বলতে চাকাতে পাম্প ছিল না।

এই বিষয়টি আমি উল্লেখ করে রাখলাম। রিসেসের পর আলোচনা আরম্ভ হবে। এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECESS AT. 2.00 PM.

(আফটার রিসেস)

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক গত ১৩-৩ ৯৫ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—

"বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ইং মধ্যে সাব্রুম মহকুমার বগাচতল গাঁওসভায় ৪ জনের আন্ত্রিকে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্সটি হচ্ছে "বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ইং মধ্যে সাব্রুম মহকুমার বগাচতল গাঁও-সভায় ৪ জনের আন্ত্রিকে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

স্যার, আমাদের এইখানে যতটা খবর আছে, তাতে দেখা যায়—

১) কল্পলক্ষী ত্রিপুরা, বয়স ২৪ বৎসর, স্বামী— মোহীচন্দ্র ত্রিপুরা, দেশ্রমপাড়া, খামারবাড়ী। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আন্ত্রিক রোগে মারা যায়।

২) বীরেন্দ্রপ্রসাদ ত্রিপুরা, বয়স ৫৫ বৎসর, পিতা— ৺স্বর্গীয় নাসাদ ত্রিপুরা, দেশ্রম পাড়া, খামারবাড়ী। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আন্ত্রিক রোগে মারা যায়।

৩) কৈচ ত্রিপুরা, বয়স ৫০ বৎসর, পিতা — ৺স্বর্গীয় রাধাপ্রসাদ ত্রিপুরা, দেশ্রমপাড়া, খামারবাড়ী। গত ১লা মার্চ তারিখে আন্ত্রিক রোগে মারা যায়।

৪) মানি দেবনাথ, বয়স ৭ বৎসর, মাতা-দীপ্তি দেবনাথ, উত্তর মনুবনকুল। গত ১লা মার্চ তারিখে আন্ত্রিক রোগে মারা যায়।

উপরোক্ত রোগীদের মধ্যে প্রথম তিন জনকে নিকটস্থত কোন হাসপাতালে আনা হয়নি বা কোন সরকারী ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ঔষধ ব্যবহার করানো হয়নি।

চতুর্থ রোগীকে যখন হাসপাতালে (মনুবনকুল পি, এইচ সি) আনা হয় তখন আর চিকিৎসার সুযোগ ছিল না।

আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাবের খবর পেয়ে ২৮-২-৯৫ইং তারিখে মনুবনকুল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মেডিকেল টিম নিয়ে বগাচতল গাঁওসভার অন্তর্গত দেশ্রমপাড়া খামারবাড়ী পরিদর্শন করেন এবং প্রচুর পরিমানে ও, আর, এস, জনসাধারণের মধ্যে বিতরন করেন। পরদিন অর্থাৎ ১লা মার্চ তারিখে ডাঃ সন্তোষ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে হেলথ্ ক্যাম্প করা হয় এবং ১৬০ জন আন্ত্রিক রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

৭ই মার্চ তারিখে মনুবনকুল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক আবার মেডিকেল টিম নিয়ে হেলথ্ ক্যাম্প করেন এবং ১৮০ জন মৃদু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করেন।

উদয়পুরের ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসার ৮-৩-৯৫ইং তারিখে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে (হরিশ্চন্দ্র ত্রিপুরা, মনিরাই ত্রিপুরা, ব্রজমোহন ত্রিপুরা, সুরোমোহন ত্রিপুরা এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ) আন্ত্রিক রোগের নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে মিটিং করেন এবং প্রচুর পরিমানে ও, আর, এস এবং অ্যান্টি ডাইরিয়েল ঔষধ বিতরণ করেন।

দেশ্রমপাড়া খামারবাড়ী অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল। আসা যাওয়ার রাস্তার সুবিধা নাই। মনুবনকুল ও শিলাছড়ি থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। এলাকায় জলের খুবই অভাব রয়েছে। ছড়ার জলই একমাত্র জলের উৎস যা এখন বৃষ্টির অভাবে প্রায় শুষ্ক। বর্তমানে ঐ এলাকায় আন্ত্রিকের প্রকোপ নিয়ন্ত্রিত। তথাপি অতিসত্বর আরও একটি হেলথ্ ক্যাম্প করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিকটবর্ত্তী পি, এইস, সি (শিলাছড়ি) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঐ এলাকার প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নিতে। বর্তমানে এখন আমাদের কাছে কোনরকম মৃত্যুর খবর নেই, নিয়ন্ত্রনে রয়েছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, প্রথমত মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতি যেটা আছে তাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলা হয়েছে এবং ডেইটগুলির কিছু গোলমাল আছে। যেমন ২২-২-৯৫ইং তারিখে কমলক্ষী ত্রিপুরা মারা যায়, বাড়ী কুঞ্জরামপাড়া। ২২-২-৯৫ইং তাং আর একজন বিরেন্দ্র প্রসাদ ত্রিপুরা, যার বাড়ী দেশরাম খামারে : ২৩-২-৮৫ইং তাং মারা যায় কালিন্দ্র ত্রিপুরা, বাড়ী রনজিত পাড়া। ২৪-২ তারিখে মারা যায় কাইচন্দ্র ত্রিপুরা যার বাড়ী দেশরাম খামার। ২৪ তারিখ শিলাচড়িতে খবর দেওয়া হল, খবর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ডাক্তার যেত তাহলে ২৮-২ তারিখে যেটা মারা গেল সেটা মারা যেত না। তা ২৪-২-৯৫ইং তারিখে খবর দেওয়া সত্বেও শিলাচড়ি থেকে কেন ডাক্তার গেলনা এইটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ২৪-২ তারিখে যদি তারা খবর পেয়ে থাকেন তাহলে কেন গেলেন না নিশ্চয়ই সেটা আমরা দেখব। এইটা অবহেলার ব্যাপার না, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে আমাদের যে কয়েকটা হেলথ্ সেণ্টার আছে সেগুলিতে মেডিকেল টিম গঠন করা আছে এবং নির্দেশ দেওয়া আছে খবর পাওয়া মাত্র যাতে সেখানে যায়। এই রকম নির্দেশ দেওয়া সত্বেও কেন খবর পেয়েও তারা গেলেন না এইটা আমি নিশ্চয়ই দেখব এবং খবর পেলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— স্যার, ২৪-২-৯৫ইং তারিখে শিলাচড়ি গাঁওসভার প্রাক্তন প্রধান মলয় দেওয়ান শিলাচড়ি হসপিটেলে খবর দিয়েছিলেন। তারপর স্যার, ২৮-২ তারিখে এস, ডি, ওর মাধ্যমে উদয়পুর ও অমরপুরে খবর পাঠানো হল, দেখা গেল ২৮-২ তারিখে সাব্রুম থেকে একটা টিম গেল। এছাড়া আর কেউ যায়নি সেখানে, এই খবরটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে তো এই রকম কোন ইনফরমেশান নাই, আমি তো বলেছি খবর পাওয়া সত্বেও কেন তারা গেলেন না এইটা আমরা দেখব। কোন কোন তারিখে কোথায় কোথায় খবর দেওয়া হয়েছিল, সেটা মাননীয় সদস্য আমাকে দিলে আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— আমি তো বলেছি এস, ডি, ওর মাধ্যমে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, উদয়পুরে ও অমরপুরে। কাজেই, এটা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না, প্রশাসনিক স্তরে খবর

নিজেই খবর পাওয়া যাবে যে, খবর দেওয়া হয়েছে কিনা। তারপর দেখা গেল ৮-৩-৯৫ইং। তারিখে উদয়পুর থেকে একটা মেডিকেল টিম গেছে সেখানে এবং দূর থেকে লোকের কাছ থেকে শুনে শুনে চলে এসেছে। যারজন্য এখানে তারিখগুলির এত ভুল হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে যে ইনফরমেশান আছে তা আমি বলেছি। ২৮-২ তাং তারিখে মনুবনকুল প্রাথমিক সাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মেডিকেল টিম নিয়ে বগাচতল গাঁওসভার অন্তর্গত দেশশ্রমপাডা খামারবাড়ী গেছেন। তারপর ১-৩-৯৫ইং তারিখে ডাঃ সন্তোষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আর একটা টিম সেখানে গেছে। উদয়পুরের ডিস্ট্রিক্ট হেলথ্ অফিসার ৮-৩-৯৫ইং তারিখে আর একটা টিম নিয়ে ওখানে গেছেন। স্যার, ২৮-২-৯৫ তাং, ১-৩-৯৫ তাং, ও ৮-৩-৯৫ তারিখ, এই তিনটা তারিখেই সেখানে মেডিমেল টিম গেছে। স্যার, ওখানকার স্থানীয় নেতৃত্বে যারা আছেন তারা ২৮ তারিখ এবং ১ তারিখ এই দুই দিনই ওখানে গেছেন। ২৪-২-৯৫ইং তরিখে খবর পাওয়া সত্বেও কেন ওনারা সেখানে যাননি সেটা আমরা দেখব।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— এইভাবে ওখানে আন্ত্রিক হওয়ার পেছনে মূখ্য কারণগুলি কি কি ? সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটাতো হেযেতু এখানে চিকিৎসক নাই সেহেতু সবগুলি কারণ বলা মুশকিল। তবে আন্ত্রিক রোগ হচ্ছে জল বাহিত রোগ। সুতরাং, জলের কারণে এই রোগ হতে পারে। তবে শুধু যে জলের কারণেই হবে তা নয়, আরও অনেক কারণও তার মধ্যে থাকে। নিজেদের অ-সাবধানতার কারণেও এই রোগ হতে পারে।

এই সব মিলিয়ে আন্ত্রিক রোগ হয় নিজের অসাবধানতার জন্য। এই রোগ বা অন্য রোগে কি করে মানুষ আক্রান্ত হয় সেটা বলা মুস্কিল তবে কি করে এই রোগগুলি ছড়ায় সেটা আমরা বলতে পারি।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এই আন্ত্রিক রোগ হয়তো এক জনের অসাবধানতাবশত হতে পারে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্টেট্মেন্ট দিয়েছেন কিন্তু তার চিকিৎসাতো করতে হয়। সাব্রুমের গ্রামে প্রতি বছরই এই আন্ত্রিক রোগ হচ্ছে, এই সম্পর্কে স্বাস্থ্য দপ্তর কোন রকম প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে রেখেছেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রোগ না হওয়ার জন্য চেষ্টা আমাদের আছে। কিন্তু কি প্রস্তাব, কিসের জন্য প্রস্তাব সেটা মাননীয় সদস্য সুস্পষ্টভাবে বললে ভাল হয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটি বার-বার তোলছেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— তাই বারবার সেটা জানতে চাইছেন। আমাদের রাজ্যে প্রতি বছরেই আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কাজেই, যে সমস্ত এলাকায় আন্ত্রিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সাবধানতা— কিন্তু আসলে এই রোগটি হচ্ছে জলবাহিক রোগ। কাজেই, ভাল বিশুদ্ধ পানীয় জল পেলে পরে তো সেটা দেখা হবে আমি ভাল জল পান করছি কিনা। কাজেই পানীয় জলের বা অন্য কোন কারণে সেটা হতে পারে। এখন যে সমস্ত এলাকায় এইটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে সমস্ত এলাকাকে চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে সে অনুযায়ী আমরা এই রোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত রয়েছি। প্রতি বছরই আমরা জানি দুইটি রোগ আন্ত্রিক ডায়রিয়া এবং ম্যালেরিয়া রোগ আমাদের রাজ্যে প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং সে জন্য আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আন্ত্রিক এবং ডায়রিয়ার অ্যান্টি ডায়রিয়া এবং অ্যান্টি ম্যালেরিয়ার মেডিসিন রয়েছে। যখনই এই রোগ কোথাও দেখা দেয় সঙ্গে সঙ্গে তার মোকাবিলা করার জন্য আমরা সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, যেহেতু এই আন্ত্রিক রোগটি জল বাহিত কাজেই তাতে স্বাস্থ্যদপ্তর উত্তর দিতে পারেন না— সেজন্য আমি মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, যে সব এলাকার এই আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে সে সব এলাকার মানুষ আর কতদিন অপেক্ষা করবে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যে পানীয় জলের সরবরাহের জন্য প্রায় সাত হাজারের মত সোর্স রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ৫০ পারসেন্টই ফেইলিউর হয়েছে। এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে দেখা গেছে যে ত্রিপুরাতে কতকগুলি জোন রয়েছে সেখানে গ্রাউণ্ড

ওয়াটার ফুলফিল নয়। হিল এরিয়া যেমন জম্পুই এরিয়াতে সেখানে মার্ক-২ বা টিউবওয়েল করা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে রেইন্ ওয়াটার কালেক্ট করে সেটা রিজার্ভ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সেখানে রেইন ওয়াটার সংগ্রহ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আর এছাড়াও অন্যান্য জায়গাতে মার্ক-টু, শেলো ওয়েল বা ডিপ-টিউব-ওয়েল করে বিশেষ করে হিলি এরিয়াতে এটা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতবর্ষের কোন রাজ্যেই একশ শতাংশ কাভারেজ এখনো হয় নাই। আমাদের এখানে অনেক সমস্যা আছে। গত বছর গোবিন্দবাড়ী-ছামনুসহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ দিয়ে মার্ক-টু-টিউব-ওয়েল করা হয়েছে ১৯৯৫-৯৬ইং আর্থিক বছরে এরজন্য টাকাও বেশী রাখা হয়েছে। এই টাকা রাখা হয়েছে যাতে করে পানীয় জলের আওতায় আরও বেশী অংশকে আনা যায়। শেলো টিউব-ওয়েলগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নের উদ্দেশ্যে ব্লকের সংখ্যা বাড়িয়েছি। আর, ডিভে আরোও স্টাফ ইঞ্জিনীয়ার এই ব্যাপারে নিয়োগ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে কত দিনের মধ্যে ফুল কাভারেজ হবে সেটা এক্ষুনি বলা মুশকিল। সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ড-এর রিপোর্ট দেখেছি। তাতে মাটির নীচে কতটুকু জল পাওয়া যাবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাছাড়া আর্থিক সমস্যাও কিছুটা রয়েছে। তবে আমাদের উদ্যোগের কোন অভাব নেই।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী হয়তো জানেন যে, সেখানে মাটির সামান্য নীচেই পাথর রয়েছে। সেজন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না পানীয় জলের জন্য। কাজেই, সেখানে পাথর কাটার দিয়ে সেখানে ড্রিলিং করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, পাথর কেটে জল পাওয়া যাবে-সেই ব্যাপারে কেউ গ্যারান্টি দিতে পারেন না। তবে সেন্ট্রাল গ্রাউণ্ড ওয়াটার বোর্ডের যে রিপোর্ট সেটা যদি ৯০ শতাংশ সঠিক হয় তাহলেও মাটির নীচে ত্রিপুরার অনেক জায়গাতেই জল পাওয়া যাবে না। তাছাড়া স্যার, মাননীয় সদস্য আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন এবং যদিও প্রশ্নটা অন্য সূত্র থেকে এসেছে। আমার যতটুকু জানা আছে বললাম।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। এটা ঠিক যে ঐ অঞ্চলে জল পাওয়া যায় না আমি সাতচাঁদ ব্লকের একটা মিটিং-এ ছিলাম। সেখানে মাননীয়

সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও জানেন যে, সেখানে অলটারনেটিভ স্কীম নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে বিকল্প হিসাবে কিছু রিজার্ভার করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা মাননীয় সদস্যও জানেন। কাজেই উদ্যেগ নেওয়া হয়েছে। কতটুকু নেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্য হয়ত বলতে পারেন। কাজেই আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে সেই সমস্ত কাজগুলি করার ব্যাপারে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আসারামবাড়ী) ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়ে গেছে, চন্দ্রেও এখন মানুষ যায়। এখন সেই দিক থেকে আমাদের এখানে ডীপ টিইবওয়েল, রিং-ওয়েল বা টিউবওয়েল কিছুই হচ্ছে না। কাজেই সেই দিক দিয়ে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির মাধ্যমে যে ব্যবস্থাটা আছে, সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে পানীয় জলের কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি বলেছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে সমস্যা যেটা বলা হয়েছে, সেদুর্গম অঞ্চলে খুব জটিল অবস্থা। আমার প্রশ্ন হলো যে, দুর্গম অঞ্চলে যে টিম সময়মত চাওয়া, ডাক্তার যাওয়া তারজন্য যে একটা বিরাট সমস্যা হচ্ছে গাড়ী। এবং এই টিমগুলি খবর পাওয়া মাত্র যাওয়া আসার খুবই অসুবিধা। আমরা আরও কয়েকবার এই বিধানসভায় হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স এবং গাড়ীর কথা বলেছি। মন্ত্রী মহোদয় কেবল বলছে, হচ্ছেনা হচ্ছেনা। এই অবস্থায় দুর্গম অঞ্চলগুলিতে যে টিম পৌঁচানো অনেক হাসপাতালে সেই ব্যবস্থা নেই। আমাদের কল্যাণপুরে কিছুই নেই। এইসমস্ত দুর্গম অঞ্চল প্রমোদনগরে টিম যেতে পারছে না, ডাক্তার ঔষধ নিয়ে যেতে পারছে না, এই ব্যাপারে দপ্তর কি চিন্তাভাবনা করছেন ? শুধু ঔষধ দিলে চলবে না। ঔষধ পৌঁচানোর জন্য যে গাড়ীর প্রয়োজন সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি চিন্তাভাবনা করছেন ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো গাড়ীর প্রসঙ্গ নেই। অন্যভাবে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারব কোথায় কোথায় আমাদের গাড়ী আছে কি ব্যবস্থা আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ উনিতো অনেকক্ষন বললেন

মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু, সেখানে জলটল অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু পরিষ্কার অভিযোগ আছে ডাক্তাররা রিপোর্ট পাওয়ার পরও যায়নি। এটা আগে দরকার। এটা তদন্ত করে দেখবেন যে, এইরকমভাবে যদি ট্রাইবেলদের অবহেলা করতে থাকে তাহলে স্বাভাবিক-ভাবে……।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, সেটা আমি বলছি। এই রকম হয়ে থাকলে আমি খোঁজ নেব। এই রকম হলে নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইনফরমেশান পাওয়ার পরও যায়নি এই যদি গাফিলতি হয় সেটা আমরা দেখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। মাননীয় সদস্য যদিও নোটিশটি দিয়েছেন কিন্তু এই রকম একটি প্রশ্ন আছে। যাইহোক মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হচ্ছে—

"বাইখোড়া হিমঘর সহ রাজ্যের বিভিন্ন হিমঘর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে রাজ্যের আলু চাষীদের দুর্ভোগের কারণ সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আজ বিবৃতি দিতে পারব না। আমি ২০ তারিখ এর উপর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হচ্ছে—

"গত ডিসেম্বর, ৯৪ উদয়পুর কোর্টের মালখানা থেকে মালখানার তালা ভেংগে একটি রাইফেল চুরি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২০শে মার্চ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন কাস্কো গ্রামে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী এন, এল, এফটির দুইজন উগ্রবাদী নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন কাস্কো গ্রামে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী এন, এল, এফ, টির দুইজন উগ্রবাদী নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

গত ১০-২-৯৫ইং তারিখে সকাল নয়টা নাগাদ অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কাযকারক এস, আই, শ্রীরতন মজুমদার এন, এল, এফ, টির একটি উগ্রপন্থী দল ঐ থানা এলাকায় সরবং গ্রামে উগ্রপন্থী কার্যকলাপের জন্য এসেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পান। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, এক সেকশান ডি, এ, আর পুলিশ নিয়ে তিনি সাথে সাথে সরবং এলাকার কাস্কো গ্রামের পূর্বদিকে পূর্ণজয় চৌধুরীপাড়া অভিমুখে রওয়ানা হন। তার নির্দেশে ঐ থানার এস, আই, শ্রীসাধন নন্দী এক সেকশান সি, আর, পি, এফ, নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। সরবং থেকে পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়ার অভিমুখে এন, এল, এফ, টির অবস্থান অনুসরণ করে পাড়ার কাছে পৌছানোর সাথে সাথেই এন, এল, এফ, টির দলটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালায়। এস, আই, রতন মজুমদারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সাথে সাথে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালাতে চালাতে পজিশন নেয়। এন, এল, এফ, টি, উগ্রপন্থী দলটি এবং পুলিশের মধ্যে বেলা ১১টা থেকে প্রায় ৩০ মিনিট গুলি বিনিময় হয়।

উগ্রপন্থী দলটির কয়েকজনকে সুনির্দ্দিষ্ট টার্গেট করে এস, আই শ্রীরতন মজুমদারের

নেতৃত্বে পুলিশ গুলি চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডি, এ, আর, পুলিশ এবং সি, আর, পি, এফ, ঘটনাস্থলের দুইপাশে সুবিধাজনক অবস্থান নেয়ার ফলে পালটা গুলির মুখে উগ্রপন্থী দলটি আক্রমন বন্ধ করে পালিয়ে যায়। উগ্রপন্থীদের দিক থেকে গুলি বন্ধ হয়ে যাবার পর ও, সি, শ্রীরতন মজুমদারের নেতৃত্বে ঘটনাস্থল তল্লাসী করে দুজন উগ্রবাদীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত উগ্রবাদীদের পরিচয় (১) কর্ণজয় রিয়াং পিতা :- মৃত তানারাই রিয়াং, গ্রাম খালবাগনা পাড়া, থানা :- অম্পি। (২) মোহনচন্দ্র দেববর্মা, গ্রাম :- শ্রীরামপুর, থানা :- কমলপুর।

ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ একটি স্টেনগান, নং এফ, এ, ৩৩০২০, সঙ্গে একটি ম্যাগজিন, দুইটি তাজা কার্তুজ, ৯ এম, এম, এর ব্যবহৃত বুলেটের খোল, ৩০৩ রাইফেল, নং এইস, এ, ২৬৮৫২, নং ৪- মার্ক- ১টি এবং দশটি তাজা কার্তুজ, চারটে চার্জার কেস, নগদ অর্থ দু' হাজার টাকা, বিছানার চাদর, হাওয়া বালিশ, পলিথিনের চাঁদর, তোয়ালে, ঔষধ, এবং কর্ণজয় রিয়াং ও মোহনচন্দ্র দেববর্মার ব্যাক্তিগত ডায়েরী ইত্যাদিও উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনা পুলিশের তরফ থেকে মোট ২০৪ (দু,শ চার) রাউণ্ড গুলি খরচ হয়েছে।

এই ঘটনায় একজন কনস্টেবল টি-৪৪৪৯ শ্রীবিশ্বজিৎ দাস উগ্রবাদী দলের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অমরপুর হাসপাতালের মাধ্যমে আগরতলার জি, বি হাসপাতালে প্রেরীত হয়ে চিকিৎসিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে সুস্থ আছেন।

পরবর্তী তদন্ত কালে আরো জানা গেছে যে উপরোক্ত উগ্রবাদী এন, এল, এফ, টি, উগ্রবাদী দলটি আমবাসা গণ্ডাছড়া রাস্তায় গত ৪-১২-৯৪ইং তারিখ-এ সি, আর, পি, এফ, এর উপর হামলা সংঘটিত করে সি, আর, পি, এফ, এর দুইজন জোয়ান ও একজন হোমগার্ড ড্রাইভারকে নিহত করে এবং কয়েকজনকে আহত করে। গত ৩০-২-৯৫ইং তারিখেও এই দলটি দক্ষিন ত্রিপুরার উদয়পুর, অমরপুর রাস্তায় মহারানীতে বি, এস, এফ, এর জলের ট্যাংকারের উপর আক্রমন করে একজনকে নিহত করে এবং অস্ত্র লুট করে।

কাসকোর পুর্ণজয় চৌধুরী পাড়ায় ঘটনাটিতেও উগ্রবাদী এন, এল, এফ, টি দলটি উন্নত-মানের সয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করেছিলো। রাজ্য পুলিশের পক্ষে এই প্রতিরোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বলে উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮-১৪৯-৩২৬-৩০৭ অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৭-৯৫ নং মোকাদ্দমা বীরগঞ্জ থানায় নথীবদ্ধ করা হয়েছে।

অন্যান্য উগ্রবাদী আক্রমনকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তল্লাসী অভিযান চালাচ্ছে। তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কিনা, যে এই দলটি সমগ্র এলাকার মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে অবস্থান করেছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ করে যারা বাংক্রণ্ট তাদের এবং ঐ ঘটনার আরেকদিন অর্থাৎ ৯ তারিখে তারা ভোরবেলায় আমাদের বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলী এবং সি, পি, এম, সদস্য উপহরণ জমাতিয়া তিনি রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, উনাকে খুন করার জন্য তারা সকাল ৬ টা থেকে ৮ টা পর্য্যন্ত তার বাড়ীতে হামলা চালিয়েছিল। উপহরণ জমাতিয়ার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত তারা শাসিয়েছে। এবং গোটা এলাকার মধ্যে যারা সি, পি, এম করছে তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছিল : এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের জানা আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, কিছু তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে। উপহরণ জমাতিয়ার বাড়ীতে হামলা হয়েছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেননা। বেঁচে গেছেন। ওরা সমস্ত পরিবারটাকেই মেরে ফেলবে এই রকম হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষ সজাগ থাকায় এবং তাদের সহযোগীতার ফলে এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এই রকম কোন ঘটনার খবর পেলে পুলিশ অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— এটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত। এই ঘটনায় কংগ্রেস পরোক্ষভাবে মদত দিয়েছে এবং উপজাতী যুব সমিতিও পেছন থেকে মদত দিয়েছে। কাজেই এই ঘটনার তদন্ত করে যারা দোষী তাদেরকে শাস্তী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই ঘটনার সুনির্দিষ্ট খবর এখনও পুলিশের কাছে নেই। এটা অনুমান করা যায় যে, পুলিশের কাছে রিপোর্ট হয়েছে, যে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস নেতৃত্বে বৈঠক করেছে। সেইজন্য পুলিশ এই সব তদন্ত করছে।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো, "গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ইং তারিখে অম্পিনগর থানার অন্তর্গত ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়ায় উগ্রপন্থী হামলায় একজন নিহত ও অপর দুজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১-২-৯৫ইং তারিখে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭-৩০ মিঃ সময়ে ১৪/১৫ জনের একটি অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতকারী দল হাতে-দেশী বন্দুক টাঙ্গাল ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়া গ্রামের শ্রীশচীন্দ্র রুদ্রপাল মহাশয়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে জোর পূর্বক শ্রীপালকে লইয়া যাইতে ব্যার্থ হয় এবং পরে দুস্কৃতকারীরা শ্রীশচীন্দ্র রুদ্রপালকে টাঙ্গাল ও দেশী বন্দুক থেকে গুলি করে গুরুতর-ভাবে জখম করে। দুস্কৃতকারীরা শ্রীসুবল দাস পিতা মৃত জহর দাস, শ্রীমনোরঞ্জন রুদ্রপাল পিতা মৃত সরূপ রুদ্রপালকেও দা বন্দুকের গুলি ইত্যাদি দ্বারা গুরুতর জখম করে। পাড়ার লোক জনের চিৎকারে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। প্রকাশ থাকে যে ধনলেখা পাড়াটি অম্পি থানা হইতে দেড় কিলোমিটার উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পুলিশ দলটি। ধনলেখা পাড়ার লোকজনের চিৎকারে পুলিশের একট দল ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। প্রকাশ থাকে যে ধনলেখা ঐ পাড়াটি অম্পি থানা হইতে দেড় কিলোমিটার উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পুলিশ দলটি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস চালান। আহতদের মধ্যে শ্রীশচীন্দ্র রুদ্রপাল ঐদিনই রাত্রে অম্পি হাসপাতালে মারা যান। ঘটনাটি ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়া গ্রামের শ্রীদেবেন্দ্র রুদ্রপালের পুত্র শ্রীনিধি রুদ্রপালের অভি-যোগমূলে অম্পি থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৩ এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১) (ক) ধারায় ৩ ৯৫নং মামলা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করে।

উক্ত ঘটনায় গত ২২-২-৯৫ইং তারিখ পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

১। শ্রীবিশুমনি কলই, পিতা শ্রীধর্ম্মপদ কলই, সাং হালুয়া, থানা অম্পি।

২। শ্রীহরিরাম কলই, পিতা শ্রীবোয়ারাই কলই, সাং হালুয়া, থানা অম্পি।

আক্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই সি, পি, আই, (এম) সমর্থক।

ঘটনার তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— এখানে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী অম্পি থানাধীন অন্তর্গত ধনলেখা বাঙ্গালী পাড়ায় যে ঘটনা ঘটল তার আগের দিন ২০ তারিখে তেলিয়ামুড়া এবং বৈদ্রু থানার মাঝামাঝি টি, আর, এল, ৩৪৫৪ ট্রাকগাড়ীর ড্রাইভার চন্দন চৌহানকে অপ-

হরণ করা হয়। এবং তার পরদিনই বাঙ্গালী পাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। কাজে কাজেই ২টি ঘটনার সাথে একই দল জড়িত কিনা তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছে এই তথ্য নেই। তবে মাননীয় সদস্য যেহেতু এখানে এই প্রশ্ন তুলেছেন কাজেই আমি তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে বিষয়টি জানাব তদন্ত করে দেখার জন্য।

শ্রীদেবব্রত কলই :— ফেব্রুয়ারীর ২১ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এই ঘটনা ঘটে। স্যার, কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, জোট আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা কিছু সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। এবং ১৮/১৯ তারিখে সেখানে জনৈক কংগ্রেস কর্মীর বাড়ীতে গোপন মিটিং করেছিলেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখতে বলব।

শ্রীদেবব্রত কলই :— স্যার, আমরা দেখেছি, আমি নিজেও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে পড়েছিলাম। তখন জনসাধারণের কাচ থেকে যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে, জওহর সাহা গোপন বৈঠক করেছিলেন। অম্পি বাজারের কিছু কংগ্রেস কর্মী সুকু দেববর্মার নেতৃত্বে ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদেরকে সেদিন দিনের বেলায়ই সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। টিনু পাল নামের কৃষকসভার পুরানো কর্মীরেটকে অপহরণ করা জন্য এবং ননী দাসকেও অপহরণ করতে চেয়েছিল। টিনু পাল সেদিন উদয়পুর গিয়েছিলেন সেদিন ননী দাস ফিরতে কিছুটা দেরী হয়েছিল। টিনু পাল মনে করেই সেদিন তারা শচীন্দ্রপালের উপর আক্রমন করেছিল। কিছু বাঙ্গালী যুবক তাদের সঙ্গে ছিল। কত রাউণ্ড গুলি ছুড়েছে সেটা জানা নেই, তবে প্রচুর পটকা ফাটিয়ে তারা পালিয়েছে। পটকার ব্যবহারের জিনিষ পাওয়া গেছে। এই খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা যা বলেছেন এগুলি সমস্তই তদন্তে শ্রীসমর চৌধুরীর জন্য বলব। তবে একথা ঠিক ধনলেখা গ্রামে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গ্রামে এসে সেই ঘটনার সাম্প্রদায়ীক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। খবর পাওয়ার সাথে সাউথ ত্রিপুরা ডি, এম

অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে সেখানে যান, এস, পিও সেখানে যান। গ্রামের লোকদের সাথে মিটিং করেন, গণতন্ত্রের পক্ষে সেদিন সেখানে প্রচুর লোক উপস্থিত ছিলেন যারা সাম্প্রদায়ীকতার বিরুদ্ধে, তাদের সাহায্য নিয়ে তারা এলাকায় শান্তি স্থাপন করেন।

শ্রীদেবব্রত কলই :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশার স্যার, বিরোধী দলের রাজনৈতিক মদতেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে। আমরা জানি তৈদু এলাকার অলীন্দ্র দেববর্মাকে খুন করেছিল যারা গত ৯ই মার্চ তার বাড়ীতে হামলা চালিয়েছিল। অলীন্দ্র দেববর্মা পালিয়ে তৈদু বাজারে এসে আশ্রয় নেয়। তার বাড়ীতে সমস্ত কিছু তদন্ত করা হয়। পরবর্তী সময়ে গত ১১ তারিখে আকাশবাণী আগরতলা স্থানীয় সংবাদের সন্ধ্যার সময় এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রপত্রিকায় খবর বেড়িয়েছিল যে অমরপুর মহকুমার চেলাগাং মুখে এ, ডি, সি, অধ্যুষিত রাস্তায় উগ্রপন্থীরা গাড়ী থামিয়ে লুঠতরাজ চালিয়েছে। ১১ তারিখে এই ঘটনার পর ১২ তারিখে আমি অম্পিতে যাই। সেখানে ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ খবর করে জানতে পারলাম সেখানে এই ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। তাহলে সেখানে এই ধরনের কোন ঘটনাই ঘটনি। সেখানে আকাশবাণী থেকে এই সংবাদ পরিবেশিত হল কি করে? প্রাক্তন মন্ত্রীর বক্তব্য যারা এই সংস্থাকে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, অপরাধ মূলক কাজ যারা করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পুলিশের এবং পুলিশ সেটা করবে।

LAYING OF REPLES TO POST POND QUESTION ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :— স্যার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো— 'লেয়িং অব রিপ্লাইজ অব্ পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্'। গত বিধানসভা অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েচানস্ (আইন দপ্তরে) ১১, ১২ নাম্বারের উত্তর দেওয়া হয়নি।

এখন আমি আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চানস নাম্বার ১১, ১২-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

ANNEXURE—C

SUPPLIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1994-95

GENERAL DISCUSION

Shri Baidyanath Majumder (Deputy Chief Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to lay a copy of the each of the replies of Postpond Un starred Questions Nos. 11 & 12 on the table of the house.

SUPPLIMENTARY DEMANDS FOR GRANTS EOR 1994-95, GENERAL DISCUSION.

মিঃ স্পীকার :— স্যার, পরবর্তী কার্যসূচী হলো ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক সালে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের হাউসের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। এখানে ২৯টি সাপ্লিমেণ্ট ডিমাণ্ডস আছে এবং কাটমোশান ও অনেকগুলি আছে। কাজেই ভোটাভোটি করতে হচ্ছে। সুতরাং সময় সূচী সংক্ষিপ্ত। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনুরোধ করছি। আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমাদের বক্তব্য রাখতে পারেন সেই ভাবেই আমাকে লিষ্ট সাবমিট করুন। আমি এখন মাননীয় মহোদয় শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপ্রবণ দেববর্মা (সিমনা) :— গত ১০ই মার্চ ১৯৯৫ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছেন এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্যরা বিরোধীতা করে যে কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, গত কালকে আপনি বলেছিলেন অশোকবাবু আগে বলবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো বলেছিলাম নাম পাঠাতে। নাম না আসলে কি করব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমি তো স্যার, স্লিপ পাঠিয়েছিলাম।

(ফাকটার)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— বুরবকের মত হাসছেন কেন? আমি তো স্পীকারের সঙ্গে কথা বলছি।

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সব সময় এই রকম আজে বাজে কথা বলেন, আন-পার্লামেন্টারী কথা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, তাহলে বলুন এ রকম করলে চলে যাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আশ্চার্য্য—

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আশ্চার্য্য আপনাদের ব্যবহারে। আমি মাননীয় স্পীকারের সঙ্গে কথা বলছি আর ওদিকে (ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে) হাস্যরোল শুরু হয়ে গেল। তাহলে বলুন আমরা চলে যাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, হাউসের একটা ডেকোরাম আছে। ডেকোরাম মেনে চলতে হয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আমি যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে স্পীকার স্যার বলবেন, ওখান থেকে হাসি হচ্ছে।

শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— আপনিই করছেন এইগুলি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী নেতাকে অনুরোধ করছি আপনাকে যদি ডিসটার্ব করে থাকে তাহলে আমাকে বলবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমি যেটা বলেছি স্পীকার এ্যাকস্পাঞ্জ করতে পারেন। পার্লামেন্টারী প্র্যাকটিস্ এবং প্রসিডিউর আমি তো কাউকে বকিনি, আমি বলেছি অমুকের মত। তাহলে আমি কোথায় ভুল করেছি। আমি আমার ভুল স্বীকার করছি।

GENERAL DISCUSION

একটু দেখান আমি কোথায় ভুল করেছি, আপনার কাছ থেকে জ্ঞান আহরন করি।

শ্রীবাক্কুবম রিয়াং (অনাথবল মিনিষ্টার) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি যদি শুনতে ভুল করে না থাকি মাননীয় সদস্য বুরবকের মত এই শব্দটা বলেছেন, এটা ক্ষমা চাওয়া উচিত। উইড্র করা উচিত।

মিঃ স্পীকার :— আমি ওটাই বলছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমি তো বলছি এটা স্বীকার করছি, কথা বল মত শব্দটা ব্যবহার করেছি। এটা আন-পার্লামেণ্টারী কিনা, আমি ভুলে নিলাম কিন্তু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— না না, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই, পার্লামেণ্টারী, আন-পার্লামেণ্টারী এইগুলি পরে হবে। আপনার এই কথার জন্য একজন মেম্বার আহত হতে কি পারেন না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় ঐ মেম্বারের ঐ বক্তব্যে আমি আহত হতে পারি কিনা।

মিঃ স্পীকার :— আপনি সিনিয়ার মেম্বার ১০০ বার জুনিয়ার মেম্বার যদি করেন তাহলে হজম করতে পারেন কিন্তু এটা তাঁরা পারেন না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— গোপাল দাস জুনিয়ার নয়, তিনি একজন মন্ত্রী। ভুলে যাবেন না দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিসাবে তার দায়িত্ব আছে। যদি পালন না করতে পারে তাহলে কি করা।

মিঃ স্পীকার :— ড্রপ ইট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমরা দাঁড়ালেই এই রকম শুরু করে।

শ্রীমাধনলাল চক্রবর্তী :— কি শিয়ালের ডাক ডাকলো যে ভাই—

সমীররঞ্জন বর্মন :— এটা কি হলো স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন শিয়ালের ডাক। তাহলে আমি যদি বলি কুকুরের ডাক ঘেউ ঘেউ করছেন, তাহলে দোষ হবে, আপনি বলবেন, আমি সিনিয়র সদস্য। মোষ্ট আনকমচুনেট।

মিঃ স্পীকার :— আপনি এইভাবে কথা বলবেন না এইগুলি অবজেকশনাবল কথা। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা আপনার বক্তব্য শুরু করেন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক যে কর্মসূচী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নিয়ে গেছেন সেখানে আমরা জানি সরকারের একটা শূন্য ভাণ্ডার নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন।

স্যার, আমরা জানি এই সরকার একটা শূন্য ভাণ্ডার থেকে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু করতে হয়েছিল। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অর্থকে অসংগতির মধ্য থেকে সরিয়ে এনে তারা উন্নয়নমুলক কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। এখন আমি যে যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই ডিমাণ্ড নং ৩১ রুরেল ডেভালাপমেন্ট। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে বিশেষ করে দুর্গম এলাকাতে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন একেবারে আর্থিক দিয়ে সকলের নীচে আছেন, তাদেরকে আগামী দিনে সামনের দিক দিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রুরেল ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কীমগুলি যে আছে সেগুলি যথাযথভাবে রুপায়ন করার উপর নির্ভর করে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ। রুরেল ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আরও বিদ্যুৎ গতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেখানে আমাদের এখানে দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাসকারী তাদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন স্কীম নেওয়া হয়েছে। যেমন আই, আর, ডি, পি প্রকল্প এই প্রকল্প এমন একটা স্কীম বাস্তব সময়োচিতভাবে সরকার তার আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সঠিকভাবে কাজে যদি লাগাতে পারেন তাহলে পরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা

দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন তাদেরকে আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে এই যে স্কীম এইটা খুব সহায়ক হবে। কাজেই, এইরকম একটা স্কীমকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে এখানে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হওয়া দরকার। যার জন্য এখানে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, এইটা খুবই যুক্তিসংগত। শুধু আই. আর. ডি পির ক্ষেত্রে নয়, এস, আর, ই, পি এবং ই, এস স্কীমেও গ্রামের মধ্যে যারা গরীব অংশের মানুষ আছেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসমস্ত স্কীমের মধ্য দিয়ে গ্রামের যে সমস্ত শ্রমিক আছেন, লেবার আছেন তারা এইটার উপর নির্ভরশীল। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে এই স্কীমগুলিকে সঠিকভাবে রূপায়ন করতে পারা যায় তার জন্য অর্থের প্রয়োজন, তারজন্য ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে এইটার যুক্তি আছে। কাজেই, এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামীন এলাকার মধ্যে এইসমস্ত কাজকর্মকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করা যায় আগামীদিনে ত্রিপুরা রাজ্যের ৮০ শতাংশ গরীব মানুষ দাঁড়াবার সুযোগ পাবেন। রুরেল এরিয়ার মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাই, যেখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে এই মার্চ এপ্রিল মাস এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আনাচে কানাচে উপজাতি দুর্গম এলাকাতে আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে জলের মধ্যে বিভিন্ন জীবানু থাকে এবং বিশুদ্ধ জল তারা পাচ্ছে না। সেখানে গ্রামীন এলাকার মধ্যে শহরের মত সমতল এলাকার মত গ্রামীন এলাকাতেও ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে আন্ত্রিক ও অন্যান্য বিভিন্ন রোগে তারা ভুগছেন। এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের পানীয় জলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবানু থাকে, তারা বিশুদ্ধ জল ঠিক ঠিক ভাবে পাচ্ছে না। কাজেই, সেখানে শহর ও সমতল এলাকার মত গ্রামীন এলাকাতেও ওয়াটার সাপ্লাইর ব্যবস্থা যাতে করতে পারেন এবং শহর অঞ্চলের মত গ্রামীন এলাকাতেও যাতে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের লক্ষ্যটাকে শহরমুখী না করে গ্রামমুখী করতে হবে এবং এইটার জন্য এখানে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে যেমন রুরেল ডেভেলাপমেন্টের জন্য যা বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা যুক্তিযুক্ত এবং শুধু রুরেল ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রেই নয় আমি আর একটা ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে চাই। ডিমাণ্ড নং-১৯ এ রীহ্যাবিলিটেশন্ এর জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

আমরা যারা দীর্ঘ দিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বসবাস করছি এবং বিশেষ করে আমাদের উপজাতি অংশের যুবক যারা ভবিষ্যতে নিজেদের উন্নতির কোন উপায় নাই দেখে তারা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে তাদেরকে সুস্থ পথে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে রাজ্যগুলি আছে, বিশেষ করে এখানে যারা উপজাতি অংশের মানুষ আছে তাদের যে সাংবিধানিক অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা সেগুলি তারা সঠিকভাবে পায়নি, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদেরকে তা দেওয়া হয়নি বলেই আজকে কিছু হতাশাগ্রস্থ বিভ্রান্ত যুবক আজকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সহ দিনের পর দিন এইযে সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব যেটা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত বামফ্রন্ট সরকার দশ বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার সময় ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন উগ্রপন্থী এই সব কাজ করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি টি এন ভির ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শুধু সাম্প্রদায়িকতাই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন শুধু তাই নয়, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে কিভাবে হটানো যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে চুক্তি করেছে। এইটা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে এবং যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও পুনর্বাসনের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। আর ৩য় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতাশাগ্রস্ত বিভ্রান্ত যুবক যারা বনে জঙ্গলে ঘুরছেন, যারা আইন কানুন মানছেন না তাদের জন্য এই সরকার একটা গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং সেই প্রস্তাব মূলে দুই হাজারের উপর উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন যারা তাদের পুনর্বাসনের জন্য এবং তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তার চেয়ে অনেক কম মাত্র ২ কোটি টাকা দিয়েছেন তাদের জন্য। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪৩ জন টি, এন, ভির জন্য যদি ৩০-কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পারেন তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ২ হাজারের উপর সারেণ্ডার করেছেন, তাদের জন্য মাত্র ২ কোটি টাকা দিয়েছেন। কাজেই, সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে উগ্রপন্থী যে একটা স্পর্শকাতর সমস্যা, এই রকম একটা সমস্যা নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির উপর ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন নির্ভর করছে। কাজেই, এই রকম যে স্পর্শকাতর একটা সমস্যা, এই সমস্যাটাকে নিয়ে ... ...

GENERAL DISCUSION

সেই ক্ষেত্রে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে উগ্রপন্থীর মত একটি স্পর্শকাতর সমস্যা, এই রকম একটা সমস্যা নিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মোকাবিলা করার উপর নির্ভর করছে আমাদের রাজ্যের উন্নয়ন। আর এই যে স্পর্শকাতর সমস্যা সেই সমস্যাকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলা ওরা খেলছেন। কাজেই, আমি বলতে চাই যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতা করছেন না রাজ্য সরকারের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় সরকার তার নীতি থেকে সরে গেছেন। এটা থেকেই তা প্রমানিত হয়ে গেছে। আজকে ত্রিপুরায় যে সব বিভ্রান্ত উপজাতি যুবক অস্ত্র হাতে নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে উগ্রপন্থী জীবন যাপন করছেন, তাদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন, এখন কেন্দ্রীয় সরকারকে সেভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। আজকে রাজ্য সরকারের আহ্বানে প্রায় ২০০০-এর উপরে উগ্রপন্থী যুবক আত্মসমর্পন করেন, আরো সারেণ্ডার করছেন, এই সারেণ্ডার অব্যাহত রয়েছে। এখন একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এই আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করুন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই অর্থ দিচ্ছেন না, তাদের সহযোগীতার হাত প্রসারিত করছেন না। তারা চান যে এই রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা বাড়ুক। কারণ, উগ্রপন্থীদের সুযোগ দিতে না পারলে যারা আত্মসমর্পন করেছেন তারা সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে না পেলে, তাদের পুনর্বাসন সরকার দিতে না পারলে তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যাবে। এই দৃষ্টি নিয়ে, এই পলিটিক্যালি দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে রাজ্য সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেস্টা করেছেন। সেজন্য আমরা বলতে চাই যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য, যারা বিভ্রান্ত যুব উগ্রপন্থীর জীবন অবলম্বন করেছে তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য, এবং যারা প্রায় ২০০০-এর উপর যারা আত্মসমর্পন করেছেন তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ চাওয়া হয়েছে। এইটা দেওয়া দরকার। কাজেই, এইখানে যে অর্থ ধরা হয়েছে এইটা যুক্তিসঙ্গত এবং আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যেকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য সুযোগ হবে। স্যার, আমি আরেকটা ডিমাণ্ডের উপর একটু আলোচনা করতে চাই, সেটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯। এখানে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এইখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে উপজাতি এলাকার মধ্যে যেখানে শতকরা ৮০ জন মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করেন, কি শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক সমস্ত দুদিক থেকেই তারা পেছনে পড়ে রয়েছেন। উপজাতি কল্যাণ দপ্তর উপজাতিদের আর্থিক সংকট দূর করার জন্য যে সকল কার্য্য-

সূচী নিয়েছেন সেগুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এই অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর যে অর্থ চেয়েছেন তার দ্বারা আগামী দিনে উপজাতি গরীব অংশের মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করি। এবং সর্বশেষে আমি যেটা আলোচনা করতে চাই, সেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন এলাকার মানুষ নানা রকম রোগে ভোগছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি জোট সরকারের আমলে এই হেলথ ডিপার্টমেন্টের এমন একটা অবস্থা ছিল যে তখন আগরতলার জি, বি, হাসপাতালে সূচ পর্য্যন্ত কিনতে হতো আর ঔষধ তো দূরের কথা। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষ করে গ্রাম গঞ্জে প্রাইমারী যে হেলথ সেন্টারগুলি (পি. এইচ, সি,) রয়েছে সেগুলিতে এখন রীতিমত ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, আগামী দিনে গ্রামে গঞ্জে চিকিৎসার সুযোগ যাতে আরো বাড়ানো যায় তারজন্য এই অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়েছে। আর পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আমি কিছু বলার চেষ্টা করছি। কাজেই, এখানে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং নামে যে দফতর আছে সেটা যাতে আগামী দিনে শুধু মাত্র শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও যাতে কাজের পরিধি বাড়াতে পারে তারজন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এর মধ্যে ধরা হয়েছে, তাকে সমর্থন করে এবং গত ১০ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড রেখেছেন তাকেও সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মৎস দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন মহোদয়।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গত ১০ইং মার্চ এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জাতি-উপজাতি দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়ে এখানে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্টস্ রেখেছেন আমি সেই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্টস্‌কে সমর্থন করছি। এবং এখানে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে সেগুলিরও বিরোধিতা করছি।

স্যার, একটা বিষয় আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এই হাউসের মধ্যে যারা আজকে বিরোধী বেঞ্চে আছেন তারা বারংবারই এখানে প্রশ্ন তুলার চেষ্টা করছেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের উপর কাটমোশান এনেছেন। আর ওরাই এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন যে, রাজ্যে গ্রামে-গঞ্জে কাজ নেই, পানীয় জল নেই বা রাজ্যের মানুষ রাজ্যছাড়া হয়ে যাচ্ছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে গ্রামের তথা রাজ্যের বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নের জন্য যখন এখানে টাকা চাওয়া হচ্ছে তখন তাঁরা সেটারও বিরোধিতা করছেন। তাদের এই দু-মুখো নীতিটাইতো আমরা বুঝতে পারছি না। একদিকে

বলছেন, কাজ হচ্ছেনা এবং আমরা যখন টাকা চাইছি তখন তাঁরা আবার সেটার বিরোধিতা করছেন। কাজেই, রাজ্যের যাতে উন্নয়ন না হয় সেটাই উনারা চেয়েছেন।

স্যার, কেন টাকা চাওয়া হয়েছে? গত পাঁচ বছর উনারাইতো ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন। আজকে এখানে তারা বলছেন যে, পাহাড়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। হঁ্যা, কিছু সংকট থাকলেও আমরা সেটা নিরসন করারও চেষ্টা করছি। কিন্তু গত পাঁচ বছর পাহাড়ী বা সমতল এলাকার পানীয় জলের বাবস্থা করার জন্য উনারা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? এই হাউসের মধ্যে আমরা তুলে ধরেছি কোটি কোটি টাকার পাইপ কেলেংকারী হয়েছে। তারা তখন এগুলি এড়িয়ে গিয়েছেন। পানীয় জলের জন্য মানুষ চিৎকার করছে আর অন্যদিকে কোটি কোটি টাকার পাইপ কেলেংকারী হয়েছে—সেটা হাউসের মধ্যেও উত্থাপন করা হয়েছিল। আজকে যখন আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থা করছি তখন তারা চিৎকার করছে যে পানীয় জলের নাকি কোন ব্যবস্থা নেই।

স্যার, এইভাবে তারা বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর কাট-মোশান এনেছেন। যেমন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১— সেখানে আর-ডির কথা বলা হয়েছে। স্যার, উনারা কি বলতে পারবেন যে আজকে যে পঞ্চায়েত আইন হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে, গাঁওসভা হয়েছে, কোন গাঁওসভাতে কাজ নেই। প্রতিটি গাঁওসভার মধ্যে দু-তিনটি করে কাজ রয়েছে। আজকে গ্রামের মানুষ কাজ পাচ্ছে এবং কাজ করে তারা সেখানে খেতে পারছে। সমস্ত ব্যবস্থা আজকে সেখানে চালু আছে। আমরা যেখানে চাইছি যাতে আরো বেশী বেশী করে গ্রামের মানুষকে কাজ দিতে পারি, কেউ যাতে অনাহারে না থাকে সেইজন্য আর, ডির মাধ্যমে টাকা চাওয়া হয়েছে।

সেই দিনতো মানুষ সেখানে খাদ্য পায়নি। আর আজকে যখন কাজ ও খাদ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে, আমরা যখন আরও বেশী বেশী ব্যবস্থা করতে চাইছি, তখন তারা সেখানে বিরোধিতা করছে যাতে গ্রামের মানুষ কাজ না পায়। আজকে এটা পরিস্কার যে, এই রাজ্যের মানুষ খেয়ে বেঁচে থাকুক এটা তাঁরা চায়না। তারজন্য ওরা আজকে এখানে কাটমোশান এনেছে। স্যার, এইজন্য আমি তাদের স্বরূপ তুলে ধরতে চাইছি। আজকে উনারা এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, স্কুল ঘর নেই, ছাত্রদের বসার জায়গা নেই, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি নেই। স্যার উনারা এখানে ৫ বছর এখানে ছিলেন তখন উনারা স্কুল ঘরের ইট, দালান শুদ্ধ খেয়ে ফেলেছেন। আজকে যখন সেই স্কুল ঘরগুলি জে, আর, ওয়াই-এর মাধ্যমে ই, এ, এসের মাধ্যমে যখন পাকা বাড়ী তৈরী হচ্ছে এবং সেখানে বসার

চেয়ার টেবিল বেঞ্চির জন্য যখন টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে, এই দৈন্যদশা দূর করার জন্য যখন চেষ্টা হচ্ছে তখন তাঁরা এটার বিরোধিতা করছে। স্যার, ওদের দু-মুখো নীতি, একদিকে বলছে কাজ নেই অপর দিকে যখন আমরা এইগুলি করতে যাই তখন ওরা সেখানে বিরোধিতা করছে। আজকে উনারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তুলেছে আমি শিক্ষা দপ্তর বললাম, আর, ডি, দপ্তর বললাম আরও অনেক কিছু আছে।

ডিমাণ্ড নাম্বার-২৫, হ্যাণ্ডলোম, হ্যাণ্ডিক্রেপটস্-এর কথা বলেছে। স্যার, আমরা দেখেছি এই রাজ্যের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র শিল্পী যারা তাঁতী তাদের অবস্থা কি ছিল গত ৫ বছরে বামফ্রন্টের সময় তাদের যে তাঁদের মাকুকু কিনে দেওয়া হয়েছিল, গত ৫ বছরে আমরা দেখেছি সেই তাঁতীদের তাঁত ঘরের কাড়ে উঠেছিল। তাদের জন্য সুতাতে যে ভুতর্কী দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল গত ৫ বছরে সেই ভুতুর্কী বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সেই উৎপাদিত মাল যা সরকার থেকে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল বামফ্রন্টের সময় গত ৫ বছরে সেগুলি বন্ধ করা হয়েছে। আজকে যখন আবার সেই তাঁতীদের জন্য সেখানে ভুতুর্কী দিয়ে তাঁত কিনে দেওয়া হচ্ছে, ভুতুর্কী দিয়ে যখন সুতা সাপ্লাই করা হচ্ছে এবং তাদের উৎপাদিত কাপড় কিনে এনে সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রের মধ্যে বিক্রি করার ব্যবস্থা হচ্ছে, তারজন্য যখন টাকার প্রয়োজন তখন উনারা বিরোধিতা করছেন। আজকে যারা তাঁতী কি বাঙ্গালী কি পাহাড়ী-তাঁতী তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা যখন চেস্টা করছি তখন তাঁরা সেখানে বাধা দিচ্ছে। কাট-মোশান আনছে যে, না দরকার নেই। অর্থাৎ টাকা দরকার নেই। টাকা না হলে ওদের কাছে যাবে না ওরা চিৎকার করতে পারবে যে, বামফ্রণ্ট সরকার ওদের জন্য কিছুই করছে না। স্যার, অতিরিক্ত টাকা কেন চাওয়া হয়? কাজ বেশী করার জন্য টাকা চাওয়া হয়। ওরাতো সেই কাজ করেনি, ওরা সেখানে অসমাপ্ত রেখে গেছে। সেই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য আজকে সেখানে টাকার প্রয়োজন, সেইজন্য আমাদের অতিরিক্ত টাকা চাইতে হচ্ছে।

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার—২৩, পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছে। সেখানেও কাটমোশান এনেছেন। গত ৫ বছর স্যার, ওরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করল না, পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিয়েছে। আর আজকে আমরা ক্ষমতায় এসে পঞ্চায়েত নির্বাচন করলাম। এত বড় একটা কাজ সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আমরা করলাম, সেই তৃণমূলস্তরে ক্ষমতা মানুষের কাছে নিয়ে গেলাম। ওরা ক্ষমতা নিজেরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমরা আজকে গ্রামের মানুষের কাছে ক্ষমতা তুলে দিয়েছি। গ্রামের মানুষ ঠিক করবে রাস্তা কোথায় হবে, ব্রীজ কোথায় হবে এটা নিচের তলা থেকে উপর তলায় আসবে সরকার সেখানে সিদ্ধান্ত নেবে। এই গনতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ এটা যখন আমরা করলাম, তাদের জন্য আরও বেশী কাজ

করার জন্য আজকে পঞ্চায়েতগুলি সেখানে বিভক্ত হয়েছে। সেখানে গাঁওসভা বেড়েছে। পঞ্চায়েত পরিচালনার জন্য ঘরের প্রয়োজন। আজকে যারা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বেতন ভাতার জন্য সেখানে যখন টাকার প্রয়োজন সেই কাজগুলি করার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে তখন তারা সেগুলির বিরোধিতা করছে। এটা স্যার, বিরোধিতা না, এটা হচ্ছে বিরোধিতার নামে বিরোধিতা করা। আসলে জনগণের কাজ হউক এই জিনিষ তারা চায় না। আজকে এইভাবে প্রত্যেক দপ্তরের মধ্যে তারা কাটমোশান এনেছেন। অমলবাবু বারবার বলেছেন যে, আমার নিজের দপ্তরে কি কি করেছি সেটা বলার জন্য।

স্যার, এখানে অমলবাবু বারবার বলছেন আমার নিজের দপ্তরে কি করেছি তা বলার জন্য। স্যার, আমি এখানে একটা একটা করে উদাহরণ সহ তুলে ধরতে চাই। গত ৫ বৎসর যখন উরা ক্ষমতায় ছিলেন তখন মৎস্য দপ্তরের কি অবস্থা ছিল? রতিবাবু এখানে আছেন, উনার বিধানসভা কেন্দ্র বাগমা সেখানে আমাদের একটা ফিসারী ফার্ম আছে ৭ হেক্টর জায়গার উপর। গত ৫ বৎসরে সেটাকে অকেজো করে রাখা হয়েছিল। সেটার থেকে সরকারের কাছে একটি পয়সাও আসেনি। আজকে আমি রতিবাবুকে অনুরোধ করব সেটা গিয়ে দেখে আসার জন্য। আজকে সেখানে মাছের চাষ হচ্ছে। এই বৎসর থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই বৎসর সেখান থেকে ১ লক্ষ টাকার মাছের চারাপোনা বিক্রি করা হয়েছে। আরো ৩ লক্ষ হাতে আছে। যদি রতিবাবু নিতে চান তা হলে উনাকে আমরা দিতে পারি। সেখানে ফিঙ্গা লিপস্‌ের ষ্টক হয়েছে। আজকে দিলীপ চৌধুরী এখানে নেই, উনাকে আমি বলতে চাই, মুহুরীপুর আমাদের বামফ্রন্টের সময়েতে সেখানে একটা ফার্ম করা হয়েছিল, বিরাট আশা নিয়ে যাতে বিলোনীয়া বা তার আশপাশ এলাকা নিয়ে সেখানে যাতে কাজ করা যায়। সেখানে যাতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। সেই ফার্মটাকে সাজানোর জন্য সেখানে বিল্ডিং তৈরী করা হয়েছিল, ইলেট্রিফিকেশান করা হয়েছিল। স্যার, দুঃখের বিষয় এত লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, আজকে এখানে বলছে যে বিদ্যুৎ নাই। সেখানে গিয়ে আমরা দেখলাম বিদ্যুতের ট্রান্সমিশন যেটা সেটা পর্যান্ত তুলে নিয়ে গেছে। অন্যান্য জিনিসগুলি বিক্রি করে দিয়েছে। আজকে আমি অমলবাবুকে অনুরোধ করব, আপনি সেখানে গিয়ে দেখে আসুন সেখানে কাজ হচ্ছে। স্যার, আমি আরেকটা উদাহরণ তুলে ধরতে চাই, উদয়পুরে মাছ উৎপাদন বেশী হয় তা আমরা সবাই জানি। রতিবাবুরা আছেন, অমলবাবুরা আছেন, সেখানে ধনীসাগরে তারা ৫ বৎসরে সোয়া ১১ লক্ষ টাকার উপরে খরচ করেছে। সোয়া ১১ নয়া পয়সাও

সেখানে কাজ হয়নি। আর আমরা ৯৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর আজকে সেখানে একটি পয়সাও খরচ না করে সেটাকে আমরা চাষের আওতায় এনেছি। আপনারা তা গিয়ে দেখতে পারেন। বৈজুটেপা. সেখানের মাননীয় বিধায়ক দেবব্রতবাবু আছেন, সেখানে তারা নাকি ৮ লক্ষ টাকার উপরে খরচ করেছেন, জানিনা স্যার, সেখানে তারা কি কাজ করেছেন। সাক্ষী আছেন দেবব্রতবাবু উনি বলতে পারবেন, সেখানে ৮ পয়সার কাজ হয়েছে কিনা। এইভাবে তারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন। আজকে আমরা যখন উৎপাদনের জন্য কাজ করছি তখন উনারা বলছেন যে সেখানে কি হয়েছে। আমি বলতে চাই ডুম্বুর এলাকায় সেই বাঁধ দেওয়ার পরে যারা উদ্বাস্তু হয়েছেন সেই ৫০০ পরিবারকে আমরা ১০ হাজার টাকার স্কীমে ওদেরকে পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা করেছি। কাজ সেখানে চলছে, তাও শেষ হওয়ার পথে। সেখানে আমরা তাদেরকে হর্টিক্যালচার স্কীমে, পীগারী স্কীমে, ডাকারী স্কীমের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে পুর্ণবাসনের ব্যবস্থা করেছি। আজকে সেখানে যারা মৎসজীবি পরিবার আছে তাদের ১০৬ পরিবারকে, সেই ধর্মনগর-এর সাতসঙ্গম, কমলপুরে সাতনালাতে, অমরপুরে এবং সোনামুড়াতে সেখানে মোট ১০৬ পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন সেই কাজগুলি কোথায় ছিল ? যারা মৎসজীবি আছে তাদের জীবন রক্ষার্থে আমরা তাদের জন্য জীবনবীমা স্কীম চালু করেছি। আমরা মোট ১৩ হাজার ৫ শত ৮৯ পরিবারকে এর আওতায় এনেছি। যদি তাদের কোন দুর্ঘটনা হয় তা হলে তারা জীবনবীমার টাকা পাবে। আমরা ১,৮২৩ জনকে বিনামূল্যে জাল বিতরণ করেছি। এইভাবে বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে আমরা মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি। শুধু এটা ফিসারী দপ্তরে নয়, প্রতিটা দপ্তরের মাধ্যমে এই গ্রামীন ত্রিপুরার, এই পাহাড়ী ত্রিপুরার প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আমরা কাজ করছি। তারা এখানে এর বিরোধিতা করছে। তারা সেখানে কাটমোশান আনছে, অথাৎ এই রাজ্যের মানুষের যাতে কল্যান না হয় তা তারাই চাইছে। এখানে কেন্দ্র থেকে তারা টাকা দিচ্ছে না এবং তার জন্য তারা কিছুই বলছেনা। আপনারা দেখেছেন যে এই রাজ্যে চার চার বার বন্যা হয়েছে, আবার এই বৎসর খড়া হচ্ছে। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। টাকা দেওয়ার জন্য আবেদন সেখানে রাখছেন না। এখানে বার বার বন্যা, খরা হয়েছে এবং তার জন্য যে ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তার জন্য টাকার প্রয়োজন। আমরা টাকা চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছিনা। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। এর মধ্যে ওরা বাধা দিচ্ছে, কাটমোশন আনছে। কাজেই বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশনগুলি এখানে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যানঃ— শ্রীঅশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মাঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি কর্তব্যক ভাঁধার বক্তব্য রাখার জন্য আপনার অনুমতি চাইছি।

শ্রীঅশোক দেববর্ম্মা :— আং তিনি অ হাউজ গত ১০ তারিখ চিনি ত্রিপুরানি মাননীর রাঙ মন্ত্রী যে অ হাউজ, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড দাখিল খাইমানি আবন সম্পূর্ণ বিরোধিতা খালাইঅ তাই অ হাউজনি বিরোধীদলনি সদস্য মাননীয় অমল মল্লিক এবং মাননীর রতিমোহন জমাতিয়া যে কাটমোশন তুবুখা বর চাঙাকথা হটনাই আমি বক্তব্য র আং কিসা সানানি নাইঅ। আং তিনি অর বিরোধী বেঞ্চনি সদস্য হিসাব যে, সরকার যে কক সামানি আবনি বিরোধীতা খাইনানি নাংগ হানাই আং অর কক সানানি নাইঅ আং সানানি নাইঅ যে, বাস্তব যে সত্য আবন জনগননি বাগাই আং আনি বক্তব্য কিসা সানানি নাইঅ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টনি বাগাই মাননীয় রাঙ মন্ত্রী অ হাউজ সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড তুবুখা আব আং চাঙাক থামু তেব সমর্থন খালাইথামু, আং তেব হানথামু যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টনি বাগাই আগে মাংনাই বাজেটঅ ৯৮০শ কোটি টাকা বরাদ্দ সামানি তাবুক অ হাউজ কিরা রাং কুল্যালিয়া হানাই যে রাং কাবাং সারাকমানি, তাই প্রাপ্য ৪৬ কোটি টাকারমত আবন আং সমর্থন খালাইথামু ত্রিপুরা-রাজ্যনি নাগরিক হিসাব, ত্রিপুরারাজ্যনি উন্নতিনি বাগাই, যদি ত্রিপুরা সরকার গত বাজেটঅ ৯০০ কোটি টাকায়া তাইব ৯০০ কোটি টাকা যদি খরচ খালাইথা হানখে আং সমর্থন খালাইথামু যদি খরচ খালাইমানি চিহ্ন ত্রিপুরানি হাঅ তংথা হানখে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ডিপার্টমেন্টনি রাং খরচ বাংথা হানাই রাং খরচ খালাইবাইথা হানাই যে রাংনি ডিমাণ্ড খালাইমানি আ ডিমাণ্ড আসলে কোন নাগলিয়াচাঙ, আং বিরোধী সদস্য হিসাবে হানাইয়া সায়া ত্রিপুরানি বরগ চিন্তা খালাইমানি আব নাগলিয়া আবনি বাগাইন আং অবন বিরোধীতা খালাইনানি নাইঅ। বিশেষ খালাই যে ইরিগেশান হানাই খেন্ড তাই রানানি হানাই যে ডিপার্টমেন্ট রাং কাবাং সানমানি আং মানি আই নাথা যে থাংনাকুক 'ময়া রতিমোহনবাবু বিনি বক্তব্যঅ সামানি যে ১৪ দিননি বিড়িংগ বাকি রাং ব'হাইগখে খরচ খালাইনাই ট্রেজারী বেঞ্চনি মাননীয় সদস্যবগ আবন প্রত্যাক্ষান খালাই সাথা যে রাং চিনি মানাই খালাইনি দাম বাড়িমাবাই বিভিন্ন আনু-সঙ্গিক খরচা বাংমাবাই যে আর রাং কাহামখেন খরচ অংথা হানখে, আং অবন রানাথ'মে রাং খরচ খালাই খিবাইথা হানাই সামানি। যে গতঅ তাই রামানি যে ব্যবস্থা থাংনাই ১½ দেড় বৎসরঅ যে ত্রিপুরাঅ খরা চলিআই তংমানি বিশেষ খানাই আং ব্যপক অংশনি কক সালিয়া, আংবত পার্টিকুলার একটা জাগাঅ সাং তংগ. পার্টিকুলার একটা

জাগানি একজন কৃষকনিনগনি চীরাই। যেহেতু উপজাতি কৃষক নগনি চীরাই, এবং আং সাইচাংরা অর প্রচুর বরগ তংগ। বিরাট এলাকা, আং খাংনোনাইঅ বিশালগড় তাই শুরু করে জম্পুইজলানি তেব সাকা পর্যন্ত। আর খরাম অংগাই হা কাটি আই মরুভূমি হাইআংগাই খাংখা। তাইনি কোন চিহ্ন কীরাই। হাইখে অ রাং বজাগাঅ খরচ আং ? আং যে জাগা সামানি সিমিরা সারা ত্রিপুরানি কোন কোন জাগাজব আং খাংকা ইতিমধ্যে, যে খরা আংগাই হা কাটিআই তাবুক হা বিছিংনি হকুছে কাই তংগ। বর খাংখা তাই ? হাইখে রাং বর খরচা খীলাইখা ? তাইনি ব্যবস্থা খীলাই খরসা। হাইখে চাং আব বাহাইখে মানিনানাই ? তারপরে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টনি ইলেকশ্যান খীলাইখা হীনাই মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চনি সদস্যরগ পঞ্চায়েত ইলেকশ্যান খীলাইখা হীনাই দাবি খাইঅ, মহিলা কমিশন গঠন খীলাইখা হীনাই দাবি খাইঅ, বংনি রাঙ কাবাংমা খরচ আংখা, মহিলা কমিশন গর্ব খীলাইঅ মিরা ট্রেজারী বেঞ্চনি মাননীয় সদস্য অমিতাভ বাবু যে ভাষন নারাগমানি। তিনি আইখাখেন সে পত্রিকাঅ মানখা যে কাঞ্চনপুর থানানি অধীন চিনি পাহাড়ী তিনজন বীরাই রমফেরেজাকৃথা পুলিশরগবাই। তারপরের মন্ত্রীনি বীপারংজাকরগ মাসা, বিমি সমন্ধেব কাথা পত্রিকাঅ। হাইখে মহিলা কমিশন তামনিবাগাই ? অ মহিলা কমিশন অ সরকারন মীথাংমানি বাগাই দা ? যে চিনি রিগনাইবরকন চাং সাংগাই তমানী মরগনি চেহারা নৌগরা খীলাই থাংথাং মেছাকান আংতংথোং রিগনাইনি আয়াংনার। আবনি বাগাইদে মহিলা কমিশন ? আ মহিলা কমিশন গঠন খীনারঅ হীনাই রাং ত্রিপুরা রাজ্যনি জনগননি রাংনসে মহিলা কমিশন বরগনি কমিটি মেম্বাররগন কিসা কিসা রাং খানরী আই রীমানি ব্যবস্থা। অবসারা তাই কিছুরা। পঞ্চায়েত ইলেকশনসে থাংমানি, থাংনাই পঞ্চায়েত ইলেকশ্যানকুরু মুগখা। ইলেকশ্যাননি বীমাং রা আই ত্রিপুরানি কিসা বরগনসে বুথার নানিসে চেষ্টা, আব সারা তাই কিছুরা। আব সারাত চাং নীগলিরা কোনকান। যেখানে পঞ্চায়েত নমিনেশন দাখিল খীলাইনানি বাগাই ব্লক পর্যন্ত বরগ থাংমালিরা। ইলেকশ্যানরা প্রহসন। আমতাইথাই রাং খরচ খালাআই তিনি অ হাউজঅ কাই চিনি রাং খরচ আংথাংবাইখা হীনাই অ হাউজঅ সানমানি এত ওয়ানামাসিংসা কক। আবন চাং বাহাইখে মানি নানাই ? তারপরে সবচেয়ে চিনি যে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আং সানানি নাইঅ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হীনাই যে ত.মানি ত্রিপুরা রাজ্যঅ। তাবুকনিসি-

মিয়া চৌরায়কাংনিনি সিমি থানামানি। আব কীরাইথা অনোনিন কক। আংদি স্বীকার খীলাইনাই আব কীরাইথা অীং থাংথাইন হামনাই। হীনথাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বীরীংম পালটগীই পুদিরি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হীনীই য সীনামথাখে আং আবন চাযাকথামু।

সামীং তাংনানি বাগীই চিনি তিপ্রাজীগরগ কাইমানি আবরগ চিনি মন্ত্রীরগ ট্রেজারী বেঞ্চনি মাননীয় সদস্যরগ নীগলিয়াদে ? ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হীনীই তংনানাংলিয়া। এ. ডি. সি. ন দোব যীযাবাইদে ? হীনথাখে ত্রিপুরা সরকার তামনি বাংনি দরকার ? ত্রিপুরা সরকার ট্রাইবেল মন্ত্রী তামনি ? ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী তংনাই তাবুক আনি বীসাকাংঅ আচুগীই তংগ। তারপরে কক্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার চিনি যে অফিজিনাল ড্রেস চীং সাধারণত য়াসকু সাকাঅনরি কানজাঅ। আবন চিনি পাগীর। তিনি য়াসকু সাকনি রি সাকা কাসাতে কাসাতে পুদিরিঅ সীগীইথা। অ অবস্থা তামনি বাগীই অীংবা ? অ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সাধারণত চীং অর তিনি ৬০ জন আসন-গীনাং অ বিধানসভাঅ ২০ জন মেম্বার তংমানি অ মেম্বাররগনি চেহারারগন নাইসিগীই, তাই আগরতলা শহরঅ থিগনাই কাহাম কাহাম কানীই তংনাই কিসা ট্রাইবেল বীরীই-রগন নাইসিগীই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারণ বাহবা মাননানি থাংথা হীনথে অব চানানি ককয়া। অ ত্রিপুরা রাজ্যঅ যত ট্রাইবেল তংগ আবনি সংখ্যাঅ চীংতাই বরগ খুব কিসিসা সংখ্যা। তারপরে আনি কক আরণ সানামিযে, তিনি অর মেম্বাররগ আং সাইসীংয়া ট্রেজারী বেঞ্চনি মাননীয় সদস্যরগ, বরগনব আং সানানি নাইঅ বিশেষথাই ট্রেইবেলরগন। চিনি যে অবস্থা, চীং বর থাংথা ? চিনি লাচিমানি ককয়া। চিনি স্বাধীনতা মানমানি ৪৮ বৎসর পরে, অর ত্রিপুরা রাজ্যনি বিধানসভা গঠন অীংমানি পর থেকে প্রতিবৎসর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি বাগীই কিসা না কিছা ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারনি বাগীই বাজেট অী.গীই কাইঅ। হাইথে অ ওয়েলফেয়ারনি যাং বর থাংতং। আগিনি চিনি য়াসকু সাকানি পুদিরি বা আস্তে আস্তে নংথরনাসে কক বীল আমবা তাম অীংগীই সাকাসে কাসারীরীগ ? অও সিজগ। তিনি তার সরকাররগ বরগ হয়ত সারানী যে চীং ক্ষমতাত বালোগয়াখো। আং স্বীকার খীলাইঅ, কিন্তু তাবুকসিমিয়া-বীল, থাংনাই ১০ বৎসরঅ অদলন ত্রিপুরা রাজ্যনি ক্ষমতাঅ তং কাইথা। বরগ ত্রিপুরা

রাজ্যনি শাসনক্ষমতা ভং থাংমানি, তহুপরি সাতে সাতে এ, ডি, সি,র আকাৰো বংনি ক্ষমতা ভংমানি হাইখে তাম বরগ নাইনানি মাংলিয়াদে ? ভাবুক আনি যে কক, চিনি তিপ্রাসা ভাবুক চাং মুগ টাকারজলা বাজারনি সিমি যে পাড়ি কাসাই যে হাজার হাজার শতে শতে বাৰাই বিশালগড় বাথাগ থাংগো । আং যে জগাজ বাস খালাইজ আনি নগ পামাগিনিজ অসংখ্য গৰীব ভংগ. ঠিক অমভান সাবা ত্রিপুরা রাজ্যঅ চিনি ট্রাইবেলরগ গরীব। আং ত আনি খাসিমানিসিমি আজপর্যন্ত বরগনি গানাঅ কোন একটা সরকারনি কোন উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা বা কোন একটা উন্নয়ণমূলক সহযোগীঅ সগাথা হানাই নাগরাখ। তহুপরি যে বরগনি বাগাই বরগনি উন্নতিনি বাগাই যে বাজেট পালারমানি আবাজেটনি রাং কোলগলিয়া হান। হাইখে অ রাং বর থাংনা কাসাইথা ? আং তাইন অব সাংমানি যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী চিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যঅ মাননীয়. দশরথবাবু ব আনি আমা, বাবুসংনি বয়সনি সমান। বন আং শ্রদ্ধাখালাইঅ। এবং চাং রাজকাংসানি সাসি বন শ্রদ্ধা খালাই-নানিন চাং সাবাংগাই কাইঅ। চাং আগি সাইমান যে দশরথ একজন মাতাই চিনি অ ত্রিপুরা রাজ্যনি । বিশেষ খাই ট্রাইবেলনি বাগাই। আ মাতাইনি আমল, আ মাতাই মুখ্যমন্ত্রী অংমানি আমল থাংনাই চুই বৎসর অমাই মাচায়া আংমাং আংমাং ভাবুক মগছুগ কায়াবাইথা। নবগ খালাইনা হানাইন চাংতাই বরগন ন খালাইনাই। তিমি লামা গানা গানাঅ, আসাম আগরতলানি লামা গানাঅ, অবরগরগ নগ কারাই হুগ কারাই থাংনাই পৌরমসনি কাচাংমা থাক থাকঅ যে ভাবে চিনি পাহাড়ীবরগরগ আর ভংগাই থাংমানি চিনি মাতাই তাম খালাইথা ? রাং কারাই বড় করয়া, চিনি মাতাইনি আমল চাং এমনি অবস্থা অ কাই সগকাইথা অব বাসাগ লাচিমাসিংসা আব ভাষার প্রকাশ খাইমালিয়া। তহুপরি যে, চিনি তিপ্রাসানি উন্নয়নি বাগাই যে কোটি কোটি রাং থাংনাই বাজেটঅ বগমানি আব কাসে কালগলিয়া ত্তেবসে নাংনাই থাংগ। রাং বগমান আশ্চর্যনাংগ অ হাইজ অ যে বিরোধীদলবগনি যে ট্রেজারী বেঞ্চনি মাননীয় সদস্যরগ। তিনি বরগ দল কাবাংমা আংমাবাই, তিনি বরগ ক্ষমতায় ভংমানিবাই, অবে চৈং চৈং খালাই মাক্রোকোন কাটিংা আই কক সাই, বাস্তব সংমত মাথাব মানগালাগ। আং নারমানি নাইঅ, ভাবুকমি অ মন্ত্রীরগন যে. চিনি ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ারনি মাতগাই যে চাংন রক্ষনা খাইনানি নামা অ লামান পরিত্যগ খালাই অন্তত চাংন কিস ফান নগ হুক গাসগাই শান্তি তাই শৃঙ্খলা তাই ভংমান আবনি

ব্যবস্থা খাইবানী কীনাই আং অনুরোধ খাইঅ। এবং আং নাইঅ চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি বাগাই যে ৬ কোটি অতিরিক্ত বায়বরাদ্দ সানমানি আর ৬০০ কোটিয়া বেব কীবাংকান সানখাং, তব আগিনি চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি যে প্রসেজ আ প্রসেজন বাকারাই বাগে ভবিষ্যত ন পুদিরিকানমাইদলবগ, বরগনি পুদিরিন জেসাগে ভরতীমান জেসাগে বাসকু কলাঅ তাংলাংমাম আবনি ব্যবস্থা খীলাইনা আংখাং কীনাই মাননীয় মন্ত্রীন আং বিশেষ খীলাই অনুরোধ খীলাইঅ। তবে আং বম সঙ্গে সঙ্গে অনর অনুরোধ খীলাইঅ বাগে কক সাই বাজে বাং খরচ খীলাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি মাগুগাই যে অ বাং খরচ খীলাই চিনি বরগন তাই তা খাংসীদি কীনাই আং অনুরোধ খীলাইঅ। সানানি খাংখাথেত্ত অনেক কক তংগ যে, বলং হালংনি কক সানা খাংকা চানখে, বলং বিভাগনি কক সানাখাংখাবে বলং বিভাগ বর কীবাং বাং সানাই তং? যে বলং ত্রিপুরানি একটা সম্পদ তংবানি আগিঅ। ত্রিপুরা রাজ্যনি একটা গর্ব একটা সম্পদ আ গর্বন চাং নই আংখাংতোন হানাই তাবুক মরুভূমি দপুরাস খাইবানি উচিৎ আংখা। তথাপি চিনি ত্রিপুরানি বলংনিসাই ত্রিপুরানি যত সংখ্যা বাকাং তংগ বিনিসাই কীবাং আং খাংখা করেষ্ট ডিপার্টমেন্টনি কর্মচারী। তব কানসে চিনি বলং চাং সৃষ্টিখাই মামলিরা আগি যে বলং তংমানি আবর নই আংখাংখা তবসে চাং বাং কীবাং খরচ খীলাই তংনা নংখা। বজাগা বাং খরচ খীলাই? হাইথে বিভিন্ন কক সানা খাংখা চানখে ককনি ‘খব নীনাই কাজেই আং অমন বানামানীসা নাংজাগগো যে বাং কীবাং খরচ খা পাংখা চানাই যে তিনি অর যে দাবি পেশ খীলাইমানি অ দাবি যে নীসীগ অ বাক্তি। কাজেই আং সরকারন অনুরোধ খীলাইবাম যে অমতাই খীলাই ত্রিপুরানি বরগন থকক বীরাই আর ত্রিপুরা সরকার যে বাং খরচ খীলাইমানি অ বাং বরগনি নিজস্ব কলানি বাংরা। অম জনগননি বাং। জনগননি বাংবাইন জনগনন তা থককনি চানাই অনুরোধ খীলাই অংনি তিনিনি কক অরন পাইদিখা। ধন্যবাদ।

শ্রীঅশোক দেববর্মা বঙ্গানুবাদ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আজ গত ১০ তারিখ আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউজে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তার সম্পুর্ন বিরোধীতা করে এবং এই হাউজের বিরোধী দলের সদস্য মাননীয় শ্রীঅমল মল্লিক এবং মাননীয় শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া যে কাট মোশন এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য

রাখতে চাই। আজ আমি এখানে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যগন সরকারের বক্তব্যকে বিরোধীতা করেছেন তা আমি এখানে আর বলছি না। আমি বাস্তব সত্যটাকে কিছুটা জনগনের জন্য তুলে ধরতে চাই। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউজে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড এনেছেন, তাকে আমি বিশ্বাস করি, এবং সমর্থনও করি। আমি এটাও বলতে চাই। বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের জন্য গত বাজেটে প্রায় ৯শত (নয়শত) কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এখন এই হাউজে কি পুনরায় অর্থের অভাবে অতিরিক্ত ৪৬ কোটি টাকার মত, এটাকে আমি সমর্থন করি বটে, তাছাড়াও আমি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন নাগরিক হিসাবে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যদি ত্রিপুরার সরকার গত বাজেটে ৯ শত (নয়শত) কোটি টাকা ছাড়াও আজকে ৯শত (নয়শত) কোটি টাকা যদি খরচ করে তাও আমি সমর্থন করি। যদি ত্রিপুরার মাটিতে খরচের কোন চিহ্ন দেখা যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের খরচ বাড়ছে এবং অর্থ খরচ করে চলছে বলে যে টাকার ডিমাণ্ড করছে সেই ডিমাণ্ড আসলে কোথাও কোথাও আমরা দেখছিনা। আমি বিরোধী সদস্য হিসাবে বলছিনা, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চিন্তা করে দেখবেন, তার জন্যই আমি তার বিরোধীতা করতে চাই। বিশেষ করে ইরিগেশনের ক্ষেত্রে জল দেওয়ার যে ডিপার্টমেন্ট অতিরিক্ত অর্থের জন্য বলছেন, আমি মেনে নিচ্ছি যে যাওয়ার সময় গতদিন রতিমোহন বাবু তার বক্তব্যে বলেছেন, ১৪ দিনের ভিতর বাকী টাকা কিভাবে খরচ করবেন। ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যগন তাকে প্রত্যাক্ষান করে বলছেন, আমাদের জিনিস পত্রের দাম বাড়ার জন্য এবং বিভিন্ন আনুসঙ্গিক খরচ বাড়ার জন্য এখানে টাকা বেশী পরিমান খরচ হচ্ছে। আমি এটাই চিন্তা করছি যে, টাকা খরচ করে ফেলেছেন, জল সেচের ব্যবস্থার জন্য। গত দেড়বছর (১½) ত্রিপুরাতে যে খরা চলে আসছে বিশেষ করে আমি ব্যপক অংশের কথা বলছি না, আমি একটা নির্দিষ্ট জায়গার কথা বলছি। আমিও একটা নির্দিষ্ট জায়গার কৃষক পরিবারের ছেলে। যেহেতু উপজাতি কৃষক পরিবারের ছেলে এবং আমি একা নয় এখানে প্রচুর লোক আছে, বিরাট এলাকা বিশালগড় থেকে শুরু করে জম্পুইজলার উপর পর্যন্ত। এখানে খরার জন্য মাটি ফেটে মরুভূমির রূপ ধারন করেছে। জলের কোন চিহ্ন নেই। এইভাবে এই টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে? আমি যে জায়গার কথা বলছি সেটা শুধু নয়। সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আমি গিয়েছি। ইতিমধ্যে খরার জন্য যে মাটি ফেটেছে এখন মাটির ভিতরে ধোঁয়া উঠছে। জল কোথায় যাচ্ছে? তাহলে টাকা খরচ কোথায় হচ্ছে? জলের ব্যবস্থা,

না করে কিসের খরচ। ' তাহলে আমরা কিভাবে মেনে নেব ? তারপর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট নির্ব্বাচন করার জন্য। মাননীয় বেঞ্চের সদস্যগন পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য দাবী করেছে। মহিলা কমিশন গঠনের জন্য দাবী করেছেন। তারজন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। মহিলা কমিশনের গর্ব করে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য অমিতাভ বাবু যে ভাষন দিয়েছেন। আজ সকালে পত্রিকায় দেখেছি কাঞ্চনপুর থানার অধীন আমাদের পাহাড়ী তিনজন মেয়ে পুলিসের দ্বারা নির্যাতন হয়েছে। তাবপরেও মন্ত্রীর শালিকা সম্বন্ধে পত্রিকায় লেখা হয়েছে। তাহলে মহিলা কমিশন কিসের জন্য ? মহিলা কমিশন এই সরকারকে টিকানোর জন্য নাকি ? আমাদের শাড়ী ঝুলিয়ে রাখব আপনাদের চেহারা যাতে না দেখা যায়। শাড়ীর অন্যদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা কিছু নয় এর জন্যই কি মহিলা কমিশন ?

. এই মহিলা কমিশনের কমিটি এবং সদস্যদের কিছু কিছু টাকা পাওয়ার ব্যবস্থায় এই কমিশন গঠিত হয়। এটা ছাড়া কিছু নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন গেছে। গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে দেখেছি। নির্বাচনের নাম দিয়ে ত্রিপুরার লোককে কিছু কিছু খুন করার প্রচেষ্টা। তাছাড়া আমরা কোন কিছুই দেখছি না। যেখানে পঞ্চায়েত নমিনেশন পেশ করার জন্য ব্লকে পর্যন্ত যেতে পারেনি। নির্বাচন নয় প্রহসন। এভাবে টাকা খরচের কথা শুনে এই হাউসে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছি ? এটাকে কি আমরা মেনে নিতে পারি। তারপরে সবচেয়ে আমাদের যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট। আমি বলতে চাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নামে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ডিপার্টমেন্ট আছে তা এখন থেকে নয়, ছোট বেলা থেকেই এটা শুনেছি। এটা না থাকারই কথা। আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে এটা না থাকলেই ভাল। তাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নামটিকে পাল্টে 'পুন্দিরি' (নেংটি) ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যদি নাম রাখত তাহলে আজ আমি পছন্দ করতাম। আমাদের পাহাড়ী মহিলাগন কাজের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় এসেছেন এটা কি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যগন ও মন্ত্রী মহোদয় লক্ষ্য করছেন ? তাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থাকা দরকার নেই। যদি এ. ডি. সির দোষ হয় তাহলে ত্রিপুরা সরকারের টাকার দরকার কেন ? তাহলে ত্রিপুরার সরকারের ট্রাইবেল মন্ত্রী কেন ? এখানেই দেখছি আমার সামনে ট্রাইবেল মন্ত্রী বসে আছে। তারপরের কথা হচ্ছে যে আমাদের রিজনাল ড্রেস সাধারনতঃ আমরা হাঁটুর উপরেই কাপড় পড়ি এটাই আমাদের পরিচয়। আজকে হাঁটুর উপরের কাপড় উপরে উঠতে উঠতে নেংটিতে পৌচেছে। এই অবস্থা কেন হচ্ছে ?

এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সাধারনতঃ আজ আমরা এখানে ৬০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভার যে ২০ জন সদস্য আছেন এই সদস্যদের চেহারা দেখে এবং আগরতলা শহরের নিজস্ব পোষাক পড়োয়া ট্রাইবেল মহিলাদের চেহারা দেখে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বাহবা দেওয়া হয়, এটা ঠিক হবে না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যত ট্রাইবেল আছেন এই সংখ্যার মধ্যে আমাদের মত সংখ্যা খুব কম। তারপরে আমার কথা হচ্ছে যে এখানে আমি ছাড়াও আরো সদস্য রয়েছেন. ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদেরকে আমি বলতে চাই বিশেষ করে ট্রাইবেল সদস্যগনকে। আমাদের যে অবস্থা, আমরা কোথায় পৌঁছেছি ? এটা লজ্জার বিষয় নয়। আমাদের স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভা গঠনের পর থেকে প্রতিবছর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য কিছু না কিছু বাজেট হয়ে থাকে। তাহলে এই ওয়েলফেয়ারের টাকা কোথায় যাচ্ছে? আমাদের হাঁটুর উপরের কাপড় আস্তে আস্তে নিচে নামার কথা, কিন্তু তা না হয়ে আস্তে আস্তে উপরেই উঠছে। এখানে হয়তো সরকার পক্ষ থেকে বলবেন যে, আমরা এসেছিতো বেশী দিন হয় নি। এটা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এখনকার কথা নয় গত ১০ বছরও এই দল ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন। তারা ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনে থাকা সত্বেও, ঐ সময়ে A. D. C. ও তাদের ক্ষমতায় ছিল। তাহলে এটা কি তাদের লজ্জানীয় বিষয় ছিল না? এটা আমার দেখা যে, টাকারজলা বাজার থেকে গাড়ী দিয়ে হাজার হাজার ট্রাইবেল মহিলারা বিশালগড়ের দিকে কাজের সন্ধানে আসছে। আমি যে জায়গায় বাস করছি তার আশে পাশে অসংখ্য গরীব আছে। ঠিক তদরূপ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের গরীব অংশের ট্রাইবেল আছে আমার জানা সত্বে আজ পর্যন্ত তাদের উন্নয়নের বা সহযোগিতামূলক সরকারী প্রচেষ্টা বিষয়ে পৌঁছায় নাই। কিন্তু তাদের উন্নয়নের জন্য বাজেট হয়ে যে টাকা আসছে সেই টাকা নাকি যথেষ্ট নয়।

তাহলে এই টাকা কোথায় গেল? আজ ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় শ্রদ্ধেয় মুখমন্ত্রী শ্রীদশরথবাবু, যাকে আমরা ছেলেবেলা থেকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি এবং যিনি উপজাতিদের দেবতুল্য, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই দেবতুল্য পুজনীয় ব্যক্তির আমলে ২ বৎসরে না খেতে পেয়ে এখন বাস্তুহারায় পরিনত হয়েছে। আপনাদের জন্যই তাদের এই পরিনতি। আজ আসাম আগরতলা রাস্তার পাশে বাড়ী ঘর ছাড়া অবস্থা যারা পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতে কাতরিত, আমাদের দেবতুল্য

মুখ্যমন্ত্রী তাদের কি করেছেন? এটা কতটুকু লজ্জার বিষয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গত বাজেটে আমাদের উপজাতিদের জন্য যে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তাতেও নাকি স কুলন হয় না আ[illegible] লাগছে।

এই হাউসে বিরোধী সদস্যদের নিকট টাকা বরাদ্দের বিষয়টি আশ্চর্য্যজনক লাগছে। আজ তাদের দল সড় [illegible], তাদের ক্ষমতা থাকার ফলে হৈ চৈ করে মাইক্রোফোন ফাটিয়ে বলছেন; কিন্তু বাস্তব সত্য তাকে ঢাকা যায় না। আমি বলতে চাই, এখনকার মন্ত্রীরা আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নামে বঞ্চনার পথ পরিত্যাগ করে, আমাদেরকে অন্তত শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে বসবাস করতে পারে তার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং আমি চাই আমাদের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জন্য যে অতিরিক্ত ৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাকে ৬০০ কোটি টাকা ধরা হলেও আগের যসব পদ্ধতি আছে তা পরিবর্তন করে যাতে যারা নেংটি পরে যাকে ভবিষ্যতে তাদের কিছুটা উন্নত করে তাদের কাপড় হাটু পর্য্যন্ত করা যায় সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করছি। সেই সঙ্গে আমি এটাও অনুরোধ রাখছি, মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা খরচ দেখিয়ে উপজাতি কল্যাণের নামে আমাদের জনগণকে নিয়ে আর খেলা করবেন না। আরো অনেক কথা বলতে হয় বন দপ্তরের কথা, বনবিভাগ কেন টাকা বেশী চাইছে, যে বন ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব সেটা ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাকে এখন মরুভূমি দপ্তর বলা উচিত। আমাদের ত্রিপুরার বনে যতটা গাছ আছে তার চেয়ে বেশী আছে এই বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা। তবুও আমরা বন সৃজন করতে পারছি না। যা ছিল তাও নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও আরো বেশী টাকা চাওয়া হচ্ছে। কোথায় এই টাকা খরচ হবে? এইভাবে কথা শুরু করলে শেষ হবে না। কাজেই, আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, টাকা বেশী খরচ হয়ে গেছে বলে এখানে যে দাবী পেশ করা হয়েছে সেটা অযৌক্তিক। কাজেই, আমি সরকারকে অনুরোধ করব এই ভাবে ত্রিপুরার জনগণকে ঠকানো উচিত নয়। ত্রিপুরার সরকার যে টাকা খরচ করছে সেটা তাদের পকেটের নয় জনগণের টাকা। জনগণের টাকা দিয়েই জনগণকে না ঠকানোর অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গত ১০-৩-৯৫ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরের যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস্ ২৯টি ডিমাণ্ড পেশ করেছেন, সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে যুক্তিহীন বিরোধীতা করেছেন তথা কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, একটা সরকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে ২৯টি ডিমাণ্ড পেশ করেছেন এটা আমি মনে করি এই সরকার কাজ করে এবং এই কাজ করার জন্য তার বাজেটের প্রথম পর্বে যে অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং তারপর আরও অতিরিক্ত কাজ করার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা বৎসর বিরোধীতা করলেও, কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হচ্ছে জনগনের চাপে পড়ে, রাজনৈতিক চাপে পড়ে অন্তত: বৎসরের শেষ দিকে হলেও সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কীমের টাকাগুলি রিলিজ করতে সেইদিক থেকে এই টাকাগুলি ত্রিপুরার জনগনের জন্য, ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য খরচ করতে গিয়েই এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট বা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ পেশ করতে হয়েছে এবং স্যার, আমরা এই চলতি অর্থ বৎসরে কি অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে জানেন স্যার, এই হাউসে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ফোরামে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। আমরা এসে দেখি একটা ভঙ্গুর অর্থনীতি, কিভাবে লুটপাট হয়েছে গত ৫ বৎসরে এখানকার অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সবগুলিকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে এনে, পরিকল্পনার মধ্যে এনে, আমাদের করতে হচ্ছে। তারমধ্যে ভারতবর্ষের অঙ্গ রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যই হোক বা অন্যান্য রাজ্যই হোক আমরা যখন বাজেট পেশ করি আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ হবে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই হয়। কেননা আমাদের অর্থনীতি কেন্দ্রীয় অর্থনীতির মধ্যে আইসোলেটেড হয়ে চলতে পারে না। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মাঝে মধ্যে পার্লামেন্টকে এড়িয়ে, বাজেটকে এড়িয়ে নানাভাবে সেখানে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে সেখানে কর চাপানো হয়। স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা পরিকল্পনা করে, হিসাব-নিকাশ করে খরচ করি, এটা সেই সেই হিসাব নিকাশের বাইরে চলে যায়। সেইদিক থেকে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যে চাওয়া

হয়েছে, এটা অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই। স্যার, এইখানে আপনারা লক্ষ্য করেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে পঞ্চায়েত, রুরেল ডেভালাপমেন্ট, শিক্ষা কিশারীজ, আর, ডি, পি, এইচ, সি, ক্রীড়া এবং যুব কর্মসূচী এবং স্মল ইণ্ডাস্ট্রী, কো-অপারেশান। আমরা যদি গ্রামীণ উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য না রাখি, শিক্ষার দিকে জোর না দেই তাহলে সার্বিকভাবে বিকাশ সম্ভব নয়। সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন যে গত ৫ বৎসরে একটা বিশৃঙ্খলতা চলছিল, একটা হতাশা চলছিল। নতুন করে নতুন উদ্যমে পঞ্চায়েত তৈরী হয়েছে, জনগনের অংশ-গ্রহণ বাড়ছে। কোপারেটিভ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে নতুন করে চাষীরা, উপজাতিরা নতুন করে জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, সেই কারণে আমি সাপ্লিমেণ্টারী গ্রান্টকে সমর্থন করি। পাশাপাশি এখানে বিরোধীরা কতগুলি কাটমোশান এনেছেন। বিশেষ ভাবে এখানে যতগুলি গ্রান্ট আনা হয়েছে তারমধ্যে তারা পুলিশের গ্রান্টকে বিরোধীতা করেছেন তাদের রাজনীতির স্বার্থে। কেননা গত ৫ বৎসরে তারা যেভাবে রাজনীতি করেছেন যেভাবে চারিদিকে একটা পরিমণ্ডলের তৈরী করেছিলেন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ভাল ভাল ছেলেগুলিকে দিয়ে তারা অসৎ পথে কাজ করিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা আতংকিত। পুলিশ যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তাদের ধরে ফেলবে। সেই কারণে পুলিশের বাজেটকে বিরোধীতা করতে পারেন তাদের রাজনীতির স্বার্থে, সার্বিক স্বার্থে নয়। ইলেক্শানের ব্যাপারে দেখেছে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের ব্যাপারে তারা কাট মোশান এনেছেন, ইলেক্শানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য রতিমোহনবাবু বলেছেন ইলেক্-শানের জন্য এত টাকা হয়েছে। কেন ভয়? আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে আছে অতিরিক্তজনিত কারণে শরীরের উপর দখল গেলে কতগুলি সিমটম দেখা যায় এবং সেগুলি ক্লিনিক রোগে পরিণত হয়। কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ হয়, জল দেখলেই ভয় পায়, সেই রকম বিরোধী সদস্যদের ইলেক্শান দেখলেই ভয় হয়। ইলেক্শানের জন্য বরাদ্দ কেন? আমরা সবাই জানি এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে না। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী হয়েছে, তার নিরীখে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করার জন্য এখানকার জনগনদের উন্নয়নের কাজে যুক্ত করার জন্য খরচ করতে হয়েছে। তার পাশাপাশি এই ফটো ও আইডেনটিটি কার্ড করার জন্য তাদের ভয় ফাটা

সেখানে নুতন করে বিভাগ তৈরী করে পরিকাঠামো দিয়ে সেটাকে কিভাবে আরও বেশী কাজের উপযোগী করা যায় আমরা তা করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আমাদের এই উদ্যোগের ফলে হোল ওয়ার্ড হেলথ অরগেনাইজেশান-এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একশত পারসেন্ট সেম্বারে সেন্ট্রাল পর্ষদ স্কীমে আমরা টাকা পেয়েছি। কাজেই, এইটা আমাদের খরচ করতে হবে, ভোগ করতে হবে ওনারা এইটারও বিরোধীতা করছেন। এইটা সম্পর্কে কাট মোশান এনেছেন মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয়, জানিনা ওনাকে যারা ভোট দিয়েছেন, তারা হাসপাতালে যাবেন কি না। তারপর আমরা দেখেছি আই, আর, ডি, পি, এস, ই, পি, স্কীম ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ বেকারদেরকে নানাভাবে কারিগরী প্রশিক্ষন দিয়ে তাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের জন্য তারপর আমরা দেখেছি আই, আর, ডি, পি; ডি আর. ডি, এ স্কীমস্ এবং ট্রাইসেস্ স্কীমের মাধ্যমে গ্রামের বেকারদের নানাভাবে কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের মাধ্যমে এই রাজ্য আমাদের যে সহায় সম্বল আছে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্বলকে নির্ভর করে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাকে স্বনির্ভর করতে চাই। সেইক্ষেত্রে তো আমরা অতিরিক্ত বরাদ্দ চেয়েছি। এইখানেও মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কাট মোশান এনেছেন। ওনারা কি চান যে গ্রামের বেকাররা এই ট্রাইসেম স্কীমের মাধ্যমে কারিগরী বিদ্যা না শিখুক। উনি কি চান আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে সব দক্ষ যুবক-যুবতী রয়েছে যারা আগামী দিনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ হয়ে উঠবে তারা এই কারিগরী শিক্ষা এই উন্নয়নের শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে জঙ্গলে গিয়ে কেবল গাদা বন্দুকের ট্রেনিং দেবে এই শিক্ষাই কি ওনারা দিতে চান? কাজেই, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এটা অবাক লাগছে আমার কাছে যে এই জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজে, প্রগতিশীল কাজের জন্য যে অর্থ চাওয়া হয়েছে তার উপর কাট মোশান এনেছেন।

তারপর আমরা দেখছি এইখানে উম্যান কমিশন এই সম্পর্কে একটু আগে আমার একজন বন্ধু বক্তৃতা করে গেছেন এই উম্যান কমিশনের বিরুদ্ধে। ইলেকসনের আতংক সেটা না হয় আমরা বুঝলাম, কিন্তু নারীদের জন্য উনারা এত আতংকিত কেন? অনেক দীর্ঘ লড়াই এবং অনেক ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্খার পর আমাদের নারীজাতির প্রতি যে মান, আমাদের যে কর্তব্য এবং তাদের প্রতি সমাজে যে

অন্যায় হয়েছে, তার প্রতিকারের জন্য আমরা এই উমম্যান কমিশন গঠন করেছি। যাতে সেই নারী কমিশন এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নারীদের যে সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে তাতে যদি কোন অসংগতি থাকে তারজন্য তারা সুপারিশ করতে পারেন। নারীদের জন্য বিভিন্ন যে হোম্ বা আশ্রম আছে সেখানে সরকার যদি ঠিকভাবে দেখভাল বা নজর না দেওয়া হয় তাহলে এই নারী কমিশন সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সুপারিশ করতে পারবে। এই নারী কমিশন গঠিত হবার পর থেকে এই কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করেছেন সেটা আমরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি। আজকে নারীরা এই রাজ্য, এই দেশের মধ্যে লাঞ্ছিত হচ্ছে। শুধু এই দেশ নয়-গোটা উপমহাদেশেও নারীরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। কিছু দিন আগে আমরা শুনলাম যে বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের জন্য যে হোষ্টেল আছে সে হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে সূর্য্য অস্তের পর কোন মেয়ে ঘর থেকে বেরতে পারবে না। কি ধরনের একটা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা চলছে সেখানে। একজন নারী সে একটা বই লিখেছে — সে কথার জন্য সেই লেখিকার অধিকারকে ছিনিয়ে নেবার জন্য ফতোয়া জারী করা হয়েছে আমাদের দেশের মধ্যেও একজন ধর্মাচার্য্য পুরীর শংকরাচার্য্য উনি এক নির্দেশ দিলেন যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যে বেদ সেই বেদ নারীরা পড়তে পারবে না। এই অবস্থার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ একটা উল্টো, সম্পূর্ণ একটা প্রগতিশীল চিন্তাধারা নিয়ে, আমাদের সারা পৃথিবীতে যারা অর্ধেক জনসংখ্যার, যাদের অংশগ্রহন ব্যাতিরেকে সম জের বা দেশের তথা সারা পৃথিবীর উন্নতি হতে পারেনা তাদের অন্তত একটা কনফিডিয়েন্স দেওয়ার জন্য আমরা এই রাজ্যের মধ্যে এই উমম্যান কমিশন গঠন করেছি। আজকে এই নারী কমিশন অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমরা দেখেছি ১৮৫ টি নির্য্যাতনের যে অভিযোগ এসেছে তারমধ্যে পশ্চিম জেলায় ১৩৬টি, উত্তর জেলায় ২৬টি, দক্ষিণ জেলায় ২৩টি রয়েছে। তারমধ্যে মিমাংসা হয়েছে ৫৮টি কাজেই কোন কোর্ট করতে হয়নি, কাছারী করতে হয়নি, সেখানে নারীদের কোর্ট কাছারীর নামে লাঞ্ছনা পেতে হয়নি। উত্তর জেলাতে ১টি, পশ্চিম জেলাতে ৫৮টি এবং দক্ষিণ জেলাতে ১টি কেস্ এবং আরো ৫২টি কেস্ যেগুলিতে ফয়সালা করা যায়নি সেগুলিকে পুলিশ দপ্তরের কাছে বা আইন দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। এবং আরো ৭৩টি মামলা ফয়সলার জন্য অনেক দূর এগিয়েছে। আমরা আশা করছি এটা আরো এগোবে। দেখা যাচ্ছে যে, এই রাজ্যে উমম্যান কমিশন গঠন হওয়ার পর

নারীরা সাহস পাচ্ছেন যে, আমাদের উপর অত্যাচার হলে নারী কমিশন রয়েছে। সমাজ কল্যান দপ্তরটা যেহেতু আমি দেখি লক্ষ্য করেছি যে, অনেক অত্যাচারীতা নারী এসে সরাসরি সমাজকল্যান দপ্তরে অভিযোগ জানাতে আসছেন। যদিও নারী কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা এবং তারাই নারী কমিশনের কাজ দেখে থাকে। অনেক নারী পুরুষ এসে বলছেন যে, স্যার আমাদের এটা দেখুন একটু। আমরা আপসে ফয়সলা করে নিতে চাই। কারেক্ট, নারীদের উপর যারা অত্যাচার করত অন্তত নারী কমিশন গঠন হওয়ার পর তারা ভীত। এবং তাদের মধ্যে সংশোধনের একটি মানসিকতা তৈরী হয়েছে যা একটা ইতিবাচক দিক। অন্যদিক থেকে নারীরা একটা স্থান পেয়েছে একটা মর্য্যাদা পেয়েছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি আর একটি কথা বলতে চাই। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্রীড়া এগুলির জন্য আমরা এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি। সেখানেও আমরা দেখছি যে, খেলাধুলার প্রতি এবং যুবসমাজের প্রতি তাঁদের একটা আতংক রয়েছে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, যাবতীয় প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্বেও আমরা এখানে একটি ক্রীড়া উৎসব সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। শুধু মাত্র সরকারই না ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র অংশের জনগন তাতে সাহায্য করেছেন। এমনকি দল-মত নির্বিশেষে সবাই। সেখানে আমরা রাজ্যের মান্যগণ্য নাগরিক সহ অনেককেই আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। এখানে বিরোধী দল নেতাকেও আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি গেলেন না। পরদিন পত্রিকায় দেখতে পেলাম যে সাংসদ শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদারকে আমন্ত্রন না জানানোর ফলে তিনি সেখানে যাবেন না। কোথায় তিনি পেলেন এই খবর। কয়েকদিন আগে সংসদ সুধীররঞ্জন বাবুর সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে আমার দেখা। তিনি আমাকে দেখেই ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, আমি দুঃখিত না আসতে পারার জন্য। আর উনি পত্রিকায় বললেন—সুধীররঞ্জন নিমন্ত্রন পায়-নি বলে সমীররঞ্জন বর্মন আসতে পারেনি। গত পাঁচ বছরে এই যুব সমাজকে এবং স্কুলের মত যুবকদের যেভাবে নষ্ট করা হয়েছে তাতে হয়েছেটা কি? এদের হাতে পিস্তল তুলে দেওয়া হয়েছে, বন্দুক তুলে দেওয়া হয়েছে। আজকে উনারা আমাদের বিরোধী হতে পারেন। কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী এবং সাংসদকে ঐ প্রতি-যোগিতায় এনেছি। কারণ খেলার মাঠ হচ্ছে বন্ধুত্বের নির্মল আনন্দের জন্যও। আর

সেখানে বলছেন যে অমুক আসেনি, নিমন্ত্রন পাইনি আমি যাব না। এগুলি কি প্রমান করে। আমার বক্তব্যকে আমি দীর্ঘয়িত করতে চাই না। রাজ্য সরকার সবদিক বিচার বিবেচনা করেই এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন এবং বিরোধী পক্ষ থেকে ছাঁটাই প্রস্তাব এনে ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতাও করছেন। যারা জনবিরোধী, গত পাঁচ বছর ধরে শুধু অসত্য ভাষন, জন বিরোধিতা, সন্ত্রম পোষন, লক্ষ্যহীন পরিকল্পনা, স্বেচ্চাচারিতা করেছেন তারাই এখানে বিরোধীতা করছেন। আমি আশা করব ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের মঙ্গলের কথা মাথায় রেখে তারা তাদের কাট মোশান উইথড্র করবেন এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করবেন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়্যারম্যানঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের ক্ষেত্রে আর, ডি এবং ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আলাদাভাবে এখানে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছি। আমি আমার দপ্তর নিয়েই বক্তব্য সীমিত রাখব এবং একটি কাট মোশান আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের উপর আছে, যেটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়, আমি আর বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিকের আর, ডি, দপ্তরের উপর একটি কাট মোশান আছে। আমি তার বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখছি। শিল্প দপ্তরে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা মূলত ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প উদ্যোগী আছে যারা বহিঃ রাজ্য থেকে কাঁচামাল এনে তাদের শিল্প কারখানার উৎপাদন কাজের জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য যেটা রাজ্যের বাইরে পাঠাতে হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের যে ট্রেন্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়ার সংস্থান রয়েছে অরজিনালি আমাদের বাজেট সেই জায়গায় ৬০ লক্ষ টাকা ধরা ছিল। ইতিমধ্যে সেই কাজে আরও টাকার দরকার হয়েছে। যার ফলে আমরা আরও ৪০ লক্ষ টাকার সংস্থান অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে চেয়েছি।

দ্বিতীয়ত: পি, এম, আর, ওয়াই, আমাদের রাজ্যে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের জন্য যে সংস্থান রয়েছে সেই ক্ষেত্রে এই বছর অবধি সেই পি, এম, আর, ওয়াই যারা পেয়েছেন তাদের ট্রেনিংয়ের প্রশ্নে কিছু অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই

ক্ষেত্রে আমরা ৩ লক্ষ টাকা চেয়েছি। এই দুটো মিলিয়ে ৪৩ লক্ষ টাকা আমরা শিল্প দপ্তরে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছি। অন্যদিকে আর, ডি, দপ্তরের ক্ষেত্রে আমরা যে অতিরিক্ত টাকা চেয়েছি সেটা হল এস, আর, ই, পির জন্য, অরজিন্যালি আউট লেভে ছিল ২ কোটি টাকা। সেই জায়গাতে আমরা দেড় কোটি টাকা চেয়েছি মোট সাড়ে তিন কোটি টাকা রিভাইজড আউট লে। ই, এ এস, আমরা আরও ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চেয়েছি। নুতন কতকগুলি ব্লক সৃষ্টি হয়েছে এটা সারা রাজ্যের মানুষ জানে। সেই ক্ষেত্রেও আমরা কিছু নুতন ব্লককে সাজানোর জন্য তাদের ফার্নিচার, গাড়ী ইত্যাদির জন্য আরও ৩৬ লক্ষ টাকার দরকার।

হাউসিং স্কীম, বিভিন্ন হাউসিং স্কীমের জন্য আমরা আরও ১ কোটি টাকা চেয়েছি। বিলো প্রপার্টি ল্যাণ্ডের নিচে যে সমস্ত পরিবার আছে তাদের হাউসিংয়ের জন্য আরও ১৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে। এছাড়া আই, আর, ডি, পির যে লক্ষ্য মাত্রা কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যেটা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করেছি আমরা ২০ হাজার। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অ্যালোকেশান আছে তার অতিরিক্ত যে টাকা রাজ্য থেকে খরচ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আরও ২২ লক্ষ টাকা চেয়েছি। এছাড়া বিভিন্ন স্ব-নির্ভর প্রকল্প যুবকদের ট্রেনিংয়ের জন্য এখানে ৮১ হাজার টাকা মোট ৩ কোটি ৬১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা আমরা সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করেছি। আসলে আমি জানি না তারা কেন কাট-মোশান এনেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখছেন যে গত প্রায় ২০ মাসে একটা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে অনেক আলোচনা হয়েছে গত ৫-৭ দিন এখানে। আমরা বলেছি যে আমরা সম্মেলিত প্রয়াসের জন্য সারা রাজ্যের মানুষকে, এখানে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নেই। মানুষের খাদ্য নিয়ে কাজ নিয়ে, পানীয় জল নিয়ে এবং বেকারদের কর্মসংস্থান নিয়ে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন নেই। সেই ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এর দাবী আমরা এখানে করেছি তার ভিত্তিটা কি? যে টাকা আমাদের বাজেটের মধ্যে ছিল সেই টাকা আমরা খরচ করতে পেরেছি কিনা বা ৩১শে মার্চের মধ্যে সেই টার্গেট যদিও আমাদের বিরোধী সদস্যরা বলে বেড়াচ্ছেন যে খরচ হবে না, টাকা ফেরৎ চলে যাবে এইগুলি অবাস্তব বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। আমরা তথ্য দিয়ে সেগুলিকে খণ্ডন করেছি। আমরা বলেছি যে ফালতু খরচ আমরা করিনা। বিশেষ করে গ্রামোন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে মানুষের

কাজ, খাদ্য, পানীয় জল এইসব নিয়ে কোন রাজনীতি হয়না। আসলে যা দরকার আছে সেই রিকয়্যারমেন্ট আমরা চেয়েছি। এবং যেসমস্ত কাজ হয়েছে সেই কাজের বাস্তব যে প্রতিফলন সাধারণ মানুষের মধ্যে হয়েছে সেটা দিয়ে আমি এখানে প্রমাণ করতে পারি যে, আমাদের ব্যয়-বরাদ্দের দাবীটা বাস্তবের সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে পানীয় জলের সমস্যার কথা উঠেছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে সমস্যা রয়েছে। আমরা অস্বীকার করিনা। কোন কোন জায়গায় জলের সমস্যা নেই, থাকতে পারে। এটাকে দূর করবার জন্য সাধ্যের মধ্যে যেসমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমরা সবগুলি নেওয়ার চেষ্টা করছি। এবং তার জন্য যে টাকাটা এবছর ধরা হয়েছিল তার চাইতে বেশী টাকা আমরা চাইনি। অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে আমরা রুরাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য চাইনি। কারণ সেখানে প্রথম অবস্থাতেই যে আউট লে ছিল আমাদের তার মধ্য থেকে আমরা কাজ করছি এবং তারমধ্যে আমরা চাইছি মেকসিমাম অ্যাচিভমেন্ট কতটা পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে আমরা রুরাল ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য আমরা চাইনি কারণ সেখানে প্রথম অবস্থাতে যে আউট লেটা ছিল আমাদের তার মধ্যে থেকে আমরা কাজ করছি। এবং তার মধ্যে আমরা চাইছি মেক্সিমাম এচিভমেন্ট কতটা পাওয়া যায়। স্যার, আপনি জানেন মার্ক-টু টিউব-ওয়েল ৬,৮৮৪টি ছিল এবং তার মধ্যে ওদের আমলে অধিকাংশ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই গুলিকে আমরা সারাই করে এবং নূতন কিছু ইনস্টল করে গ্রামীন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৬,১৯৩টি এখন সার্ভিসেবল অবস্থায় আছে। সেলু টিউব-ওয়েল, এই টিউব-ওয়েলের ব্যাপারে এনকারেজ করছেন না গভরমেন্ট অব ইন্ডিয়া, কারণ সেলু টিউব-ওয়েলে আয়রন কন্টেস বেশী থাকে বলে সেটা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, সেই জন্য শেলু টিউব ওয়েলকে এনকারেজ করা হচ্ছে না। যাইহোক, যেটা এগজিটিংস্ আছে তার মধ্যে আন-সার্ভিসেবোল কণ্ডিশানে চলে গিয়েছিল প্রচুর, এইগুলির দিকে নজর দেওয়া হয়নি, কাজ করা হয়নি, আমরা একটা একোমোলেটেড ফিগার এসে পেয়েছিলাম, যেগুলিকে সার্ভিসেবোল কণ্ডিশানে আনার জন্য আমরা গত ২০ মাস ধরে কাজ করেছি এবং পাশাপাশি আমরা সেখানে নতুনও কিছু সেখানে বসিয়েছি। যারমধ্যে ১৬,২০৫টি সারা রাজ্যে শেলু টিউব-ওয়েলের মধ্যে এখন বর্তমানে ১৩,৪৫৫টি কার্য্যকর অবস্থায় আছে। এবং সেইগুলি থেকে মানুষ পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারছেন। রিং ওয়েল, এই রিং ওয়েল মোস্ট ইন্টিরিওর যে এরিয়াগুলি আছে সেই এরিয়াগুলিতে সবচাইতে বেশী কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে পারে সেই

রিং-ওয়েল, সেই রিংওয়েল ৭,২২১টি ছিল, তার মধ্যে আমরা ৫,৩৩৪টি সার্ভিসেবল কণ্ডিশানে আনতে পেরেছি এবং এই রিংওয়েলের মাধ্যমে আরো পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে নূতন স্কীম হয়েছে সেনেটারী ওয়েলে কনভার্ট করা সেখানে আমরা ১৬৪ টা কে নূতন ভাবে কনভার্ট করেছি। তা করতে গিয়ে মোট যে সোর্স রিংওয়েল, টিউব-ওয়েল, সেনেটারী ওয়েল, এবং মার্ক-টু, টোটাল সোর্স ইনস্টল তা হচ্ছে ৩০,৪৭৯টি তার মধ্যে সার্ভিসেবল হচ্ছে ২৬,২৪৬টি। আমি সারা রাজ্যের উদাহরণ দেওয়ার দরকার নেই। আমি ছামনু ব্লকের মধ্যে আমি দেখিছি ১৯৯২ সালে ১৪ শতমানুষ আন্ত্রিক, কলেরা, মহামারীতে মারা গিয়েছে এবং আন্ত্রিক কলেরা এটা ওয়াটার পাউণ্ড ডিজিস্, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা, তার সাথে যুক্ত হয়েছিল অনাহার। সেই অনাহার এবং সেই জলের কষ্ট এই দু'কে দূর করার জন্য আমরা বদ্ধ পরিকর। আমি এই হাউজে ঘোষনা করেছি আমাদের সরকার যতদিন থাকবে, আমরা কাউকে না খেয়ে মরতে দেব না এবং অনাহারে মরতে দেব না। ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো এই রকম জায়গা আছে যেখানে নেচারেল সোর্স শুকিয়ে গেছে, ছড়া লুঙ্গা, এমনকি নদীর উৎসগুলি শুকিয়ে গেছে, সেখানে আমরা বলেছি, যেখানে মার্ক-টু হবে না, যেখানে পাইপ ওয়াটার হবেন সেখানে রিংওয়াটার হবেনা, টিউব-ওয়েল হবেনা, সেই জায়গার মধ্যে আমরা অন্য জায়গা থেকে দূরবর্তী এলাকা থেকে টেঙ্কারে করে, আমরা সেখানে ট্যাঙ্ক বসিয়েছি। ডিপ-টিউবওয়েল যেখানে আছে, ২০/২৫ এমনকি ৩০ কিমি দূরে পর্যান্ত যাতে পানীয় জল পৌছানো যায় সেই জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এরপর কর্মসংস্থান প্রকল্প, স্যার আপনিও জানেন যে কর্মসংস্থান প্রকল্পের ক্ষেত্রেও একটা বিরাট আমি বলবনা যে আমাদের সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু রাজ্যে গ্রামীন এলাকার মানুষের, গরীব মানুষের, যেখানে প্রায় সাড়ে তিনলক্ষের মত লেবার কার্ড হোল্ডার রয়েছে আমাদের রাজ্যের মধ্যে, যারা ডেইলি ওয়েজস্ লেবার হিসাবে পরিগনিত তাদের মধ্যে আমরা অধিকাংকে আমরা এই গ্রামীন কর্মসংস্থানের মধ্যে আনতে পেরেছি। সেই ক্ষেত্রে ই, এ, এস, জে, আর, ওয়াই এবং এস, আর, ই, পি, প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই কাজ আমরা দেবার চেষ্টা করছি এবং সেই ক্ষেত্রে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষনা করেছিলেন যে কাজ নিয়ে কোন দলবাজি হবে না, কাজ খাদ্যের কার্মসূচী পানীয় জল নিয়ে যাতে কোন দলবাজি

যাতে না হয় এবং সেই স্পিরিট টাকে আমরা ধরে রাখবার চেষ্টা করছি।

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, পানীয় জল নিয়ে যাতে দলবাজী না হয় সেই স্পিরিটটা আমরা ধরে রাখবার চেষ্টা করছি। তার জন্য ডেমোক্রেটিক যে ইনস্টিটিউশনগুলি আছে সেগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছি। যেমন পঞ্চায়েত সিস্টেম দে আর ইনভলবড ইন দি অ্যাকটিভিটিজ অন দি রোরেল ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস। আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীটা কি সেটা দেখতে হবে। আমরা পঞ্চায়েতকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে কাজ করছি। স্যার, এস, আর, ই, পি; জি, আর, ওয়াই ইত্যাদি স্কীমে গ্রামের মানুষের যে বেসিক নিড, ভারতের অন্য রাজ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী নেয়নি, সেই বেসিক নিড ফুলফিল করার জন্য জি, আর, ওয়াই এবং এস, আর, ই, পি, ইত্যাদি স্কীমের মাধ্যমে চেষ্টা করছি। গত ৫ বছরে ওরা কি করেছে তার হিসাব উনারা পেয়েছেন। রাজ্যের নির্বাচক মণ্ডলী সেই হিসাব দেখিয়েছেন। আমরা এই সমস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছি। যেমন কূপ খনন, বাঁধ নির্মাণ, ক্যাম্যুনিটি হল, খেলার মাঠ, বাজারের শেড ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করছি। রাজ্য সরকার ফাইনেনশিয়েল অ্যালোকেশন আর, ডি, ডিপার্টমেন্টকে দিচ্ছেন এবং মেক্সিমাম সাপোর্ট প্রতিটি পঞ্চায়েতকে দেয়া হচ্ছে। এবং তার রেজাল্ট আমরা পেতে শুরু করছি। আমরা কর্মসংস্থান প্রকল্পের সেটা হাউসেও বলেছি যে ১৯৯২-৯৩ একটা ফিগার দিলে বুঝা যাবে এই সরকারের দৃষ্টি ভংগীটা কি। এস. আর. ই. পি. প্রকল্পগুলিতে ১৯৯২-৯৩ সালে ২২ লক্ষ ৬৭ হাজার তিনশো শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ২৫ লক্ষ ৬৪ হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। জি আর ওয়াই প্রকল্পে ১৯৯২-৯৩ সালে ১৩ লক্ষ ৪,৪৮২ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে সেটা ১৬ লক্ষ হয়েছে। ইন্দিরা যোজনা; এস. আর. ই. পি. এবং জি. আর ওয়াই এই তিনটি প্রকল্পে ১৯৯২-৯৩ সালে ৩৬ লক্ষ ৬২, ১০০ শ্রম দিবসের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ সালে ৬৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৩০০ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। এটা সব চেয়ে বেশী। চলতি বছরে আমরা আশা করছি এটা আরও বেড়ে যাবে।

স্যার, চলতি বছরে আমরা আশা করি, এটা অনেক বেড়ে যাবে। ৩১ শে মার্চের পর যখন হিসাব নিকাশ করব তখন দেখা যাবে। স্যার, গত ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা ৩টা প্রকল্পে যে শ্রম দিবস তৈরী করেছি তা হচ্ছে, এস, আর, ই, পি, তে ৭ লক্ষ ৮৭ হাজার। জে, আর, ওয়াইতে-১৫ লক্ষ ২৬ হাজার, এবং ই, এ, এস, এ- ৫৫ লক্ষ ১১ হাজার শ্রম

দিবস তৈরী করেছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যদি পাহাড়ে একটু কম উদ্বেগের সৃষ্টি করেন, যদি আমাদের একটু কাজ করার সুযোগ দেন, তাহলে আমরা আমাদের টারগেট প্রায় ১ কোটি শ্রম দিবসে নিয়ে যেতে পারব। স্যার, এই দিকে আমি বেশী সময় নিচ্ছি না। একটা গভর্ণমেন্ট অগ্রগতির জন্য কাজ করছে। স্যার, যদি বিরোধী সদস্যরা আমাদেরকে পাহাড়ে আরো ভাল কাজ করার সুযোগ দেন, কিংবা আমরা কাজ করার সুযোগ পেতাম, তাহলে এই যে আমরা কাজ করছি তাতে সহযোগিতা করলে আরো ভাল হত। স্যার, খাদ্য, পানীয় জল, সেচ, চিকিৎসা এ সব নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট, স্টেট গভর্ণমেন্ট যে ট্রুপ কাজ করতে চান তা করতে গেলে আমরা এখানে অতিরিক্ত যে ডিমাণ্ড এনেছি তার উপর থেকে আপনাদের আনা কাটমোশানগুলি ফিরিয়ে নেবেন। কারণ, হাউসের বাইরে জনগণ আছেন। আমাদের কর্মসংস্থানের বিরোধীতা করছেন এটা রেকর্ড। আপনারাও বাইরে গিয়ে বলবেন। আমরাও বলব। মানুষ সব দেখছে। স্যার, এটা আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব, আমরা কর্ম সংস্থানের টাকা দিয়ে বাড়ী করি নি। আমরা কর্মসংস্থানের টাকা দিয়ে গাড়ি করিনি। আমরা কর্মসংস্থানের টাকা দিয়ে বিবাহ উৎসব করি নি। মাননীয় মন্ত্রী এটা করেছিলেন বলেই জনসাধারণ আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন রাখব, ত্রিপুরার মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে আপনারা যে কাট মোশান এনেছেন তা ফিরিয়ে নিন এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হয়েছে তা সমর্থন করুন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান : মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, যেসব ডিমাণ্ডের মাধ্যমে যে টাকা চাওয়া হয়েছে এটার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। এখানে মোট ১৮ টি ডিমাণ্ডে প্রায় ৪২ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। এরমধ্যে আমার সব কাট মোশান বতিবাবার সব কাট মোশন সহ বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সব কাটমোশানের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কেন আমরা এর বিরোধীতা করি ? কেন টাকা চাইলে আমরা অসুবিধার সৃষ্টি করি ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা ? কোন কোন ডিমাণ্ডে একচুয়েল অ্যাক্সপেণ্ডিচারের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। স্যার, এই অ্যাকচুয়েল রিকোয়ারমেন্টই

আমরা দেখি কোথাও কোথাও গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সেন্ট্রাল প্ল্যানকে স্টেট প্ল্যানে ডাইভারড করে দেওয়া হয়। এই কারনেই আমরা ডিমাণ্ড নং-৬, মেজর হেড-৬২১৫, ডিমাণ্ড নং ১৫, মেজর হেড-২৭০২, ডিমাণ্ড নং ১৫ মেজর হেড-২৭০২, ডিমাণ্ড নং ১৬, ডিমাণ্ড নং-১৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৪১ এ আমাদের কাটমোশান এনেছি। আমরা ডিমাণ্ড নং-৩৩, ১০, ১৫, মেজর হেড-৬২১৫, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ২৯, এইগুলির উপর আমাদের কাট মোশান এনেছি। স্যার, আমরা বুঝতে পারছি, কেন অ্যাক্সেস চাওয়া হয়েছে।

এ্যাক্সেস যেগুলি বছরের শেষে থেকে যায়, সেগুলি নাকি একটা ডাউন সারসিট হেড টোটাল টাকা গায়ের করে দেয় সেগুলি হল— ডিমাণ্ড নং ৩, ১০, ৬, ৪, ৩৭। এই ডিমাণ্ড গুলির সাথে আমরা এক মত হতে পারি না স্যার। গতবারেও আমার একটা প্রশ্নে ছিল ১৯৯৪ ইং সালের ৩১ শে মার্চের মধ্যে খরচ করতে না পারায় তোমরা খাতের বিভিন্ন দপ্তরের বরাদ্দ ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরের অনেক টাকা অব্যায়িত হয়ে গেছে। মন্ত্রীর উত্তর ছিল— হ্যাঁ, ইহা সত্য। সত্য হয়ে থাকলে কত টাকা? উত্তর হলো ১৩০.৬৯ লক্ষ টাকা। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, সরকার ব্যায়ের অনুমোদন নিয়ে সে টাকা খরচ করতে পারেন নি। খরচ করতে না পারলে আমরা বাধা দিলে তখন আমরা হয়ে যাই খারাপ। তখন উনাদের মুখে অনেক কথা শুনা যায় যে আমরা রাজ্যের উন্নয়ন চাই না। ব্যয়ের অনুমোদন নিয়ে ব্যয় না করতে পারায় অপরাধের বিচার করে? তাদের বিচার হওয়া দরকার। স্যার, বছরের ৯ মাস এক রকম খরচ করা হয়, আর বাকী তিন মাস আরেক রকম খরচ করা হয়। এখানে আমি আরেকটি দপ্তর দেখিয়ে দিচ্ছি। তিন মাসেরও কম সময়ে মোট বরাদ্দের অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা খরচ করা হয়েছে, যেখানে ৯ মাসেও অর্দ্ধেক টাকা খরচ করা যায় নি, সেখানে তিনি মাসে অর্দ্ধেকেরও বেশী টাকা খরচ করা হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ইং সনে যোজনা খাতে খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে তিন মাসে খরচ করা হয়েছে। ৮,৭৩ লক্ষ টাকা। তার মানে ৫০ ভাগেরও বেশী টাকা তিন মাসে খরচ করা হয়েছে। তাহলে বাকী ৯ মাস আপনারা কি করলেন? তারপর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরেরও কাহিল অবস্থা। ১৯৯৩-৯৪ ইং সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১১৫.০০ লক্ষ টাকা। যেখানে তিন মাসে খরচ করা হয়েছে ১১০.৩২ টাকা। প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ টাকা তিন মাসে খরচ করা হয়েছে।

অর্থাৎ এক টাকার মাল ১১ টাকায় কিনেছে। আপনারা রাজ্যের উন্নয়নের নামে টাকা চাইবেন আর সে টাকা খরচ করতে পারবেন না সেটা হতে পারে না।

স্যার, এই ভাবে বিভিন্ন দপ্তরে দেখা যায়। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ অফিসে দেখা যায় সারা বছরে ৮০০'০০ লাখ টাকা সেখানে তিন মাসে খরচ হয়েছে ৪০১'৭১ তার মানে ৫০ পারসেন্ট টাকা। যখন বাজেট আসে তখন খেয়াল থাকে না, বছরের শেষে লাগা দেয় যখন চৈত্র মাস আসে। চৈত্র মাসে একটা হিসাবের দরকার তাই একটা রাস্তায় নিয়ে যাওয়া দরকার কাজেই এটার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ দরকার। স্যার, উনারা (ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা) চিৎকার করছেন, আমি বলছি স্যার, এইবার আমার একটা এসেমব্লী প্রশ্ন ছিল। গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের, স্যার, প্রশ্ন আসার পর দেখা গেল সারা বছরে কোন টাকাই খরচ হলো না কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য। রাস্তায় গিয়ে উনারা চিৎকার করেন কর্মচারীদের উন্নতি করতে হবে এবং তাদের ডি. এ. দিতে হবে। কর্মচারীদের যে ডি. এ এর দরকার এটা সবাই জানেন। কাজেই সেই জায়গায় আজকে দেখা যায় বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যে টাকাগুলি বাজেটে ধরা হয় সেই টাকাগুলি খরচ করার খেয়াল তাদের নেই। এসেমব্লী কোয়েশ্চান আসলে পর তখন দেখা যায় হায় কি সর্বনাশ অবস্থা, এখন কি করা যায়? ১,৯০,৩০০ টাকা সেই টাকার মধ্যে দেখা গেল ৭ মাসে ফিনান্স দপ্তর একটা ফাইল করা ফাইল মেমো, নোট নাম্বার এফ—৭৪ ফিনান্স দপ্তর ১৯৯৪-৯৫ মেমোতে অব্যাহিত রয়েছে। এই টাকাগুলি বিলি বণ্টন করা হলো না। ডিমাণ্ড ছিল ৪/৫ টা দপ্তরের। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য এই টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু যে ৪/৫টা দপ্তরের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের জন্য টাকার ডিমাণ্ড ছিল সেই দপ্তরের কাউকেই এই প্রকল্পের জন্য টাকা দেওয়া হয় নি। এই ব্যাপারে আমরা যদি কিছু বলতে চাই তাহলে আপনারা বলবেন বামফ্রন্ট সরকারের ভাব মূর্তিকে নষ্ট করার জন্য আমরা এই সব বলছি। কাজেই স্যার, এই ভাবে বিভিন্ন দপ্তরে অনেক কর্মচারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কাজেই স্যার, এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্টের আমি বিরোধিতা না করে পারছি না। স্যার শিল্পের কথা আর কি বলব? শিল্পের জন্য নূতন মন্ত্রী বানানো হয়েছে, স্যার, এটা আমরা বুঝতে পারছি না একজন মন্ত্রী দপ্তরে থাকলে আর একজন মন্ত্রী করতে হয়। নূতন শিল্পের জন্য নূতন মন্ত্রী করা হয়েছে সে শিল্পের চেহারা কি?

সেই শিল্পের চেহারাটা কি স্যার ? স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কোম্পানী বলে একটা কোম্পানী আছে। যেটাতে ত্রিপুরার শেয়ার আছে, টি, আই, ডিসির শেয়ার আছে, বাইরেরও শেয়ার আছে। যেটা জোট আমলে হয়েছিল ডুকলীতে বাড়ী বাড়ী গ্যাস সাপ্লাই করার কথা, সেই জায়গায় ৫৫২টা সংযোজন দেওয়া ছিল, দেওয়ার পরে আরো সংযোজন দেওয়া যায়। ৯২ সনে ডিসেম্বর মাসে টি, আই, ডি, সির ডি, এম, এম, জিকে নির্দেশ দিলেন কোন সংযোজন যাতে আর না দেয়। তাদের যে মাল টাল ছিল, দরখাস্ত ছিল প্রায় ৩ হাজার, আর যে মাল-টাল ছিল প্রায় ২ হাজার কানেকশান দেওয়া যেত। আর এখন বলছে না এইটা বন্ধ করে দাও। দেখা গেল ৯৩ সনের ৩১সে ডিসেম্বর নির্দেশ দেওয়া হল আর নতুন কোন কানেক্শান যাতে না দেওয়া হয়। এখন পত্র পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছে এইটা নাকি বন্ধ। এ. জি, রাজ্যের এ, জি প্রশ্ন তুলেছে যে একটা সম্ভাবনাময়, একটা লাভজনক ব্যবসা এখানে এই সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। এইটা একটা লাভজনক ব্যবসা। কেন সরকার বন্ধ করে দিয়ে একেবারে চুপচাপ। এই হচ্ছে শিল্পের অবস্থা। স্যার, রাবার শিল্প বলে একটা শিল্প আছে। রাবার শিল্পের উপর ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছেন আপনারা। এই রাবার শিল্পের সঙ্গে ৫ হাজার উৎপাদনকারী আছে। এই রাবারের জন্য প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর পাবলিক সেক্টার পৌঁছানো দরকার। সেই জায়গার মধ্যে আপনারা পাবলিক সেকটারে পৌঁছানোর আগেই, তাদের শত বিরোধীতার পরও সেই ৫ হাজার উৎপাদনকারীর উপর আপনারা ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছেন। সেইল ট্যাক্স, পারচেইজ ট্যাক্স পুরাটা বসিয়ে দিয়েছেন। আজকে দেখা যায় এইভাবে যে সমস্ত দেশগুলি, যে সমস্ত রাজ্যগুলি রাবারে অগ্রসর হয়ে গেছে, তাদের যখন রাবারে ফুল প্লেজেড হয়েছে, তখন তারা এইরকম ধরনের ট্যাক্সেশান করেছে। আমার রাজ্যের মধ্যে ৫ হাজার রাবার চাষীর উপর ৫ পারসেন্ট ট্যাক্স বসিয়ে দিলেন আপনারা। সেই জায়গার মধ্যে রাবার শিল্পকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কৃষকরা যাদের বাড়ীর পাশে জমি আছে, খালি মাঠ আছে, সেখানে রাবার চাস করে নিয়েছে। আজকে সেই জায়গার মধ্যে ৫ পারসেন্ট ট্যাক্স বসিয়ে দিয়েছেন আপনারা। সেই জায়গায় আবার আপনারা বলছেন রাবার চাষ, রাবার চাষের মাধ্যমে উন্নয়ন হবে। ৫ হাজার যারা উৎপাদনকারী এর মধ্যে ৯০ পারসেন্ট শিক্ষিত বেকার, এর মধ্যে অর্ধ-শিক্ষিত আছে, এর মধ্যে সাধারন কৃষকও আছেন অনেকে। এই জায়গার মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, এই শিল্পের মধ্যে বাঁধার সৃষ্টি করছেন, বাঁধা আরোপ করছেন, এই শিল্প যাতে

আর অগ্রসর হতে না পারে। জুট মিল এইটা একটা বিরাট ইতিহাস। এইটা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে, আমি বেশী আলোচনা করব না। জোট মিল আমরা খেয়ে ফেলেছি আপনারা কি করেছেন? কেমন ব্যবসা করেছেন সমরবাবু রাজ ইন্টারন্যাশনাল দিয়ে, দপ্তর চেইঞ্জ হয়ে গেল, চেয়ারম্যান চেইঞ্জ হয় না। মন্ত্রী তপন চক্রবর্ত্তী, চেয়ারম্যান সমরবাবু। তাহলে এই রাজ ইন্টারন্যাশনালের পরে, সমর ইন্টারন্যাশনাল হয়ে যাওয়ার পরে কেমন ব্যবসা হল জানিনা। আপনাদের বলতে লজ্জা লাগেনা? আমাদের বলতে লজ্জা হয়। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমববাবুরা যখন বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন, আমরা অপোজিশানে ছিলাম, তখন আপনারা বার বার বলেছিলেন যে জুট মিল বেসরকারীকরন করা যাবে না। জুট মিল একটা শিল্প, সেই শিল্পকে বেসরকারীকরন করা যাবে না। নির্বাচনী ইস্তাহারে আপনারা বলেছেন আমরা জুট মিল সমবায়ের মাধ্যমে চালাবো। আর এখন যদি শ্রমিকরা বলে সমবায়ের মাধ্যমে চালাও, আপনারা প্লেইন ভাড়া দিয়ে চলে যান রাজ ইটারন্যাশনাল ফাইভ ষ্টার হোটেলে। এইটা কেমন অবস্থা? আপনারাই ত বলেছিলেন সমবায়ের মাধ্যমে চালাবেন আপনাদের নির্বাচনী ইস্তাহারেও ছিল। আপনারা যখন অপোজিশানে ছিলেন তখন আপনারা বার বার চীৎকার করেছিলেন। আর এখন যখন ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম্ বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে কর্মচারীরা আসে তখন বলা হয় যে না তোমাদের সঙ্গে হবে না। এই ভাবে একটার পর একটা ধ্বংস করে দিচ্ছে স্যার। এই রাজ্যে আয়োডাইজ সল্ট ফ্যাক্টরী আছে স্যার। সেটাকেও ঠিকমত করা যাচ্ছে না। সেটার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দিচ্ছেন না। আপনারা সেখানে আপনাদের পছন্দমত লবন বিক্রেতাকে দিচ্ছেন, ক্যারিং করাচ্ছেন। আজকে যাও একটা ফ্যাক্টরী আছে সেটাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সাধারন একজন লোক ব্যবসা করতে গেলে তাকে যে লাইসেন্স দেওয়া হয় সেটাও তাকে দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, এই ধরনের সমস্ত রকমের শিল্পকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই রাজ্যের মধ্যে গোয়েংকা শিল্প গোষ্ঠিরা দুই বছর ধরে চেষ্টা করছেন বিভিন্ন শিল্প করার জন্য। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টাকে কার্যকরী করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন নি যে একটা গ্রোথ সেণ্টারের বরাদ্দকৃত ২৫ কোটি টাকা যেটা ছিল সেটা ফেরত গেছে, এই টাকা কেন খরচ করতে পারেন নি সেটা তিনি বলেন নি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এই গল্প তিনি কোথায় শুনেছেন আমি জানি না। একটা লোকাল ডেইলিতে উঠেছিল যে ২৫ কোটি টাকা ফেরত গেছে সম্ভবত ওনারাই এটা করেছেন। আমি প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলাম দপ্তরের পক্ষ থেকে, কিন্তু সেটা ছাপায়নি। আমি আজকে আবার বলছি যে, ২৫ কোটি টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট কোন দিন একসঙ্গে দেখেননি। আর আপনি বলছেন গ্রোথ সেন্টারের ২৫ কোটি টাকা ফেরত গেছে। স্যার, এইভাবে মিথ্যা কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করার অধিকার কারও নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় অনল বাবু এখানে তথ্য যখন দেবেন তখন তার অথেনটিকেটেড আছে দেখে বলবেন। তাহলে সেটা আপনার জন্যও ভাল হবে, হাউসের জন্যও ভাল হবে, সবার জন্যই ভাল হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পত্র পত্রিকায় বলা হয়েছে। আজকে অনেক দিন হল হাউস চলছে, কই এই কথাতো তিনি বলেন নি যে আমার নামে এই কথা বলে অপপ্রচার করা হচ্ছে। কাজেই স্যার, এখানে এইভাবে প্রতিবাদ করে থামিয়ে দিয়ে কি হবে। আসলে এইভাবে সব কিছু প্রকাশ হয়ে গেলে একটু অসুবিধা হবে। কাজেই স্যার, এখানে তিনি সেটা বলেছেন যে, দক্ষিন জেলার মার্কটু টিউব ওয়েলের কথা তিনি বলতে পারছেন না।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, এই পয়েন্টটা বলে বক্তব্য কনক্লোড করার চেষ্টা করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, অনেক কিছু বলার ছিল, ঠিক আছে কনক্লোড করব। তারপরে ডম্বুরের মৎস্য চাষ। স্যার, আমরা দেখলাম বছর দুই আগে সাংবাদিক ভাবে মাইকে এনাউন্সমেন্ট করা হচ্ছে, ঐ দিন এতটার সময় এই জায়গায় অমুক মন্ত্রী কাউন্টার উদ্বোধন করবেন, ফিতা কাটবেন। ডম্বুরের মাছ পাওয়া যাবে কম দামে। আর এখন সেখানে গিয়ে দেখলাম যে সেখানে মানুষ খোঁজ করছে মাছ কোথায় বলে, মাছ নাই। স্যার, এই ব্যাপারে অরুন্ধতিনগরে আলোচনাচক্র বসলেন এবং সেই আলোচনা চক্রে মাননীয় উপ মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন, তিনি পরিস্কারভাবে বলেছেন যে, মৎস্য দপ্তরের কাজ পেছন দিকে যাচ্ছে। স্যার, তার পরেও কি করে তিনি মৎস্য দপ্তরে থাকেন বলতে পারি না। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে যে জায়গায় আগে ৩২২ মেট্রিক টন মাছ পাওয়া

যেত সেই জায়গায় এখন সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ মেট্রিক টনে। স্যার, এই রাজ্যের মাছ আসে বাহিরে থেকে। কাজেই ব্যয়-বরাদ্দে টাকা যদি দিতে হয় তো সেটা মৎস্য দপ্তরকে না দিয়ে সেটা অন্ধ্রে দেওয়া দরকার। কারণ এই রাজ্যের মাছ আসে বাইরে থেকে।

এখন যদি আমাদের কোন ব্যয়-বরাদ্দ দিতে হয় তাহলে সেটা দিতে হবে এই রাজ্যকে নয় অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য দিতে হবে। আমার মনে হয় স্যার, মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী তিনি নিজেও ত্রিপুরার মাছ খান না। কারণ বাজারে গেলেই মাছ পাওয়া যায় শুধু অন্ধ্রপ্রদেশের।

মিঃ স্পীকার :— কি করবেন বলুন, প্রকৃতির উপর তো কারোর হাত নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক : – এইভাবে রাজ্যের চাহিদামত মৎস্যচাষ এর অবস্থা ভাল নয় স্যার। এই অবস্থার মধ্যে আমি এই ব্যয়-বরাদ্দের উপর যে কাট মোশান এনেছি তাকে সমর্থন করে এবং এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য আমার দপ্তরের যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য অর্থ চাওয়া হয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯ এর উপর আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় একটা কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার-২৯ এর উপরে এইটা হচ্ছে— ফেইলিউর টু ইমপ্লিমেন্ট দা রিণ্ডারপেষ্ট এরাডিকেশান প্রোগ্রাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি না, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া মহোদয় এখন উপস্থিত নেই, এই রিণ্ডারপেষ্ট সম্পর্কে উনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না। এইটা একটা মহামারী রোগ, যে রোগ হলে পরে বহু পশু বিশেষ করে গরু মারা যায়। এই রোগের লক্ষণ হচেছ— মুখে লালা হয়, জ্বর হয় এবং মুখ থেকে লালা বের হতে থাকবে এবং পাতলা পায়খানা হয়। এই রোগ হলে পরে দুই তিন দিনের মধ্যেই গরু মারা যায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন এই মহামারী রোগের প্রতিরোধ করার জন্য যেখানে অর্থ চাওয়া হয়েছে আমাদের গো সম্পদকে রক্ষা করার জন্য সেখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিবাবু মাননীয় বিরোধীদল নেতা শ্রীসমীরবাবুর পরামর্শমত এই কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু আমি উনাকে পরামর্শ দিতে চাই যে. উনি যেন সমীরবাবুর সঙ্গ ত্যাগ করেন তা না হলে এই কুসঙ্গ ত্যাগ না করলে পরে উনি আরো অধঃপতনে যাবেন।

স্যার. এই যে রিণ্ডারপেষ্ট রোগ এই রোগের প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কনটি-নিউয়াস্ প্রোগ্রাম রাখতে হচেছ। এইটা শুধু আমাদের রাজ্যে বা আমাদের দেশে না এইটা সমস্ত ওয়াল্ডে, সমস্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য আসে এই রোগের প্রতি-রোধের জন্য। এইটার জন্য গরুকে ভেকসিন দিতে হবে নাহলে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে স্যার, আমি এই হাউসকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এখন পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের কনটিনিউয়াস কার্য্যসূচী গ্রহন করার ফলে আমরা আমাদের রাজ্যকে এই রিণ্ডারপেষ্ট ফ্রী ষ্টেট্ হিসেবে ঘোষনা করতে পেরেছি। কিন্তু তথাপি কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দেশে আমাদের এই প্রোগ্রামকে কনটিনিউয়াসলি চালু রাখতে হবে। কাজেই এইখানে যে কাট মোশান এনেছেন এইটা অযৌক্তিক এইটা সমীরবাবুর পরামর্শে রাখা হয়েছে।

আমার মনে হয় অমলবাবু হয়ত চান না মনে মনে যে. বিরোধীতা করতে হবেই বলে সমীরবাবুদের পরামর্শে এখানে কাট-মোশান এনেছেন। এই ভাল লোকটাকে ডুবিয়ে দিবেন। অমলবাবু যদি উনাদের সঙ্গ না ছাড়েন তাহলে ডুবে যাবেন। কাজেই এরকম শিক্ষকের পরামর্শ নিবেন না যে শিক্ষক ভুল পথে পরি-চালিত করে। এখানে ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা এই প্রোগ্রামের জন্য চাওয়া হয়েছে। এখানে ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্টের জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। অমল-বাবু এখানে প্রশ্ন তুলেছেন যে বছরের শেষ দিকে এই টাকা খরচা হচ্ছে। উনাদের নিশ্চয়ই সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকাটা দেওয়ার কথা সেটা মার্চ মাসে এসে রিলিজ করে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় গোপালবাবু ব্রীফ করুন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— এখন এই ধরনের যুক্তি তুলে হাউসকে বিভ্রান্ত করার

চেষ্টা করছে। কাজেই, আমি আশা করব এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে তারা সমর্থন করবেন। তাছাড়া জেল ডিপার্টমেণ্টের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে কাট-মোশান না আনার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা যে সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং এন্টি সোস্যাল একটিভিটিস্ দেখাচ্ছেন, কাজেই তাঁদের জন্য জেলখানায় খুব ভাল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জেল মর্ডানাইজেসানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে গেলে তাঁদেরকে সংশোধনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। আজকেও এই হাউসে ষড়যন্ত্রের কথা উঠেছে তারা কিভাবে মানুসকে বিভ্রান্ত করছেন এবং ষড়যন্ত্র করছেন। এন্টি সোস্যাল একটিভিটিস্কে এনকারেজ্ করছেন, উগ্রপন্থীদের তাঁরা সমর্থন দিচ্ছেন, তাঁদেরকে সেখানে নিয়ে সংশোধন করার জন্য সেখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— কনক্লোড করুন।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) :— কাজেই তাঁরা সন্তুষ্ট এই জন্য যে, সেখানে তাদেরকে সংশোধন করা হবে। এবং এই জন্যই তাঁরা এই ডিমাণ্ডের উপর কোন কাট মোশান আনেন নাই। এই জন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। কাজেই সামগ্রিকভাবে তাঁদের কাট-মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের স্বার্থে এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন জানাবেন এই প্রত্যাশা নিয়ে এবং অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য রাখব। প্রথমতঃ বিভিন্ন দপ্তরের যে ২৯টি ডিমাণ্ড রয়েছে তার প্রত্যেকটিকেই আমি সমর্থন করছি। বিরোধী দলের মাত্র দু'জন যে ১২টি ডিমাণ্ডের উপর কাট-মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। আশা করি তাঁরা বুঝবেন যে এই সাপ্লিমেটারী ডিমাণ্ড কেন করা হয়, এটা পদ্ধতিগত-ভাবেই করা হয়। কারন, সংবিধানের ২০৫ নং ধারায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি এই অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বছর-এর শেষ দিকে হাউসে এনে থাকেন। সেটা চল-বছরের প্রথম দিকে যে বাজেট হয়ে থাকে সেটা

বছরের শেষ দিকে এসে কোন দপ্তরের খরচা কিছুটা বেশী হয়ে যায় আবার কোন দপ্তরের খরচা কিছুটা কম হয়ে যায়। কিছু খরচা আছে যা বছরের শুরুতেই অনুমান করা যায় না কিন্তু পরবর্তী সময়ে খরচা করতেই হয়, বা দেখা গেল অতিরিক্ত কিছু টাকা পাওয়া গেল এবং সেই টাকারও মঞ্জুরী এসেমব্লি থেকে নিতে হয়। এইসব কারনেই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস্ আনতে হয় বছরের শেষ দিকে। এই রকম দেখা যায় যে, অতিরিক্ত কিছু টাকা পাওয়া গেল সেই টাকার মঞ্জুরী বিধানসভাতে নিতে হয়। এই সমস্ত কারণে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড আনতে হয়। এটা শুধু আমাদের সরকার না, আগে যেমন জোট সরকার ছিলেন তারাও করেছেন। আমাদের যে ডিমাণ্ড আমরা করেছি, আমরা ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন স্ট্রিক্‌লি ইমপোস করেছি। দ্বিতীয়তঃ যে ডিমাণ্ড এখানে রেখেছি নীডবেইস যা প্রয়োজন বরং এই পদ্ধতিগুলি আমরা গ্রহন করেছি। এখানে যেসমস্ত ডিমাণ্ড আছে তারমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ডিমাণ্ড আছে। সেখানে ওরা কাট মোশান এনেছেন। সেখানে যে টাকাটা চাওয়া হয়েছে যে, সেক্রেটারিয়েট-এ কয়েকটি কম্পিউটার, কিছু গাড়ী কেনা এবং বকেয়া বিল ছিল সেগুলি পরিশোধ করা, পেট্রোল কেনা এই সমস্ত ভাবজন্য ৯৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা চেয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছে তার মধ্যে আর একটি আছে এই যে, চাকমা রিফিউজি। যারা বাংলাদেশী আছেন তাদের জন্য ইনেশিয়ালি আমরা ৩ কোটি টাকা রেখেছিলাম। অনুমান করা হয়েছিল যে তারা হয়ত দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যান্ত অল্প কিছু ফিরে গেছেন বাকিরা রয়ে গেছেন। কাজেই আরও ৬ কোটি টাকা এখানে ধরা হয়েছে। অবশ্য এটা কেন্দ্রীয় সরকার রিঅ্যাম্বার্স করবে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর আর একটা ডিমাণ্ড ছিল যেটার মধ্যে ওরা কাটমোশান এনেছেন। এম, পি, দের জন্য যে টাকাটা এটা আমরা নীতিগতভাবে বিরোধীতা করেছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার এম, পি, দের জন্য এক কোটি টাকা করে মঞ্জুরী করেছেন। দুইজন এম, পি,র টাকা এটার গাইড লাইন আছে যে স্টেট গভর্ণমেন্ট সেটা খরচ করতে হবে। তারা বলে দেবেন কিভাবে খরচ করবে। সেই টাকাটা এখানে এসেছে। নতুন করে ২ কোটি টাকা। ডিমাণ্ড নাম্বার— ৩৪-এ এইগুলি আমরা চেয়েছি। তাছাড়া আমি যে দপ্তরের দায়িত্বে আছি সেখানেও কাট মোশান এনেছেন। সেই কাট মোশানের মধ্যে একটা ইরিগেশনের মধ্যে এনেছেন। এখানে ২৫ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। আমাদের প্রতি বছরই সিজনাল বাঁধের জন্য সেই টাকাটা ধরা হয়। এটা ইনেশিয়েলি বাজেটে ধরা ছিল না। আমরা পরবর্তী

সময় সেংশান করেছি বিভিন্ন বিভাগে ছোট ছোট ছড়াতে বাঁধ দেওয়ার জন্য এটা ধরা ছিল। এটাতে ওরা কাট মোশান এনেছেন। কিন্তু আমি মনে করি এটা খুব জাস্টিফাই এবং আরও এরিয়া ইরিগেশনে আনা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া স্যার, মাননীয় সদস্য রতিবাবু ওয়াটার সাপ্লাইয়ের উপর একটি কাট মোশান এনেছেন। এখানে টাকা ধার নিয়েছি ৮৫ লক্ষ টাকা। আমাদের এখানে কলেজ টীলাতে যে প্লেন আছে সেটা একস্‌পানশন হচ্ছে আরও ১৫ গ্যালন জল যাতে পরিশোধন করা যায় তারজন্য টাকার দরকার। উদয়পুরে একটি হাফডান হয়ে আছে। সেখানে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি বেশী টাকা দিতে পারেননি, অল্প টাকা দিয়েছেন। যদিও তাদের বলা হয়েছে যে তারা টাকা এল, আই, সি, থেকে বা অন্য জায়গা থেকে ধার করবেন। সোনামুড়াতে সেই একই অবস্থা অল্প টাকা দিয়েছেন কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ হয়ে গেছে। ধর্মনগরে আমরা আশা করছি শীঘ্রই আরম্ভ করা যাবে। তাদেরকেও বলা হয়েছে টাকা রেইজ করার জন্য এল, আই, সি, বা অন্য কোন আর্থিক সংস্থা থেকে। এইসব কারণে এই ৮৫ লক্ষ টাকা আমরা এইবার ধার নিচ্ছি। তাই এই কয়টা ডিমাণ্ড ছিল। কাজেই এইগুলির পক্ষেও আমি বলেছি আর সার্বিকভাবে টোটেল যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে এইগুলি আমি আগেই বলছি। তবে যে নিড্ বেসিস এবং স্টিক ফিনানসিয়াল ডিসিপ্লিন আমরা ইমপোজ করেছি, অর্থনৈতিক ড্রাইভ দিয়েছি। কাজেই বিরোধী পক্ষের কোন যুক্তি সংগত কারণ নেই এটা বিরোধীতা করার। আমি আশা করি তাঁরা এই কাট মোশান তুলে নিবেন এবং জনগণের স্বার্থে যে কাজ হচ্ছে তার পক্ষে দাঁড়াবেন। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউসের কাছে প্রস্তাব করছি যে, ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দেওয়ার জন্য যে সময় লাগবে, সেই সময় বাড়ানোর জন্য।

Voting On The Supplementary Demands For Grants For- 1994-95

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তভুক্ত ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। যদি সংশ্লিষ্ট ডিমাণ্ডের উপর কোন ছাঁটাই প্রস্তাব থাকে তবে সেগুলো প্রথমে ভোটে দেওয়া হবে। তারপর কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত মূল ডিমাণ্ডটি ভোটে দেওয়া হবে।

Demand No. 1. There is no cut motion on this Demand.

The question before the House is that the Demand for grant No. 1 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 1,88,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No 1 under the following Major Heads : –

2011	**Parliament, State/Union Territ by Legislature.**	**Rs. 1,88,000/-**

(The Demand was Put and Passed by Voice Vote.)

Mr. Speaker : — There is one cut mottion moved by Shri Amal Mallik on the Demand No. 3 that the amount of the Demand be reduced by Rs 5,000/ - to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : "Failure to contro Wasteful expenditure on Civil Secretariat."

(Then the cut motion was put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker : — Now, the question is before the House that I am

putting the Demand No 3 to vote moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 98,7,000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads :

25 – Secretariat General Services .. Rs. 98,07,000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker : – Now, I am putting the Demand No. 4 to vote moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs 97,68 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1995 in respect of Demand No 4 under the following Major Heads :

2015-Election .... Rs. 97,68,000/

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr Speaker :—There is one cut motion moved by Shri Amal Mallik on the Demand No. 22 that the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz : "Failure to control the wasteful expenditure on the expenditure on the Bangladesh Evacuees"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost)

Mr Speaker :— Now, the question is before the House that I am putting the Demand No 22 to vote moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs, 6,00,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1995 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

2235—Social Security and Welfare..... Rs. 6,00,00,000/-

(Than the Demand was put to voice vote passed)

Mr. Speaker :— Next, Demand for Grant No. 34. There is one cut Motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the demand under Major Head -4070 be reduced by Rs 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to take up the schemes submitted by the MPS under this item".

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the Demand No. 34 to vote, The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs 2,15,39,000/= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1995 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads :—

3451—Secretariat Economic Services	Rs.	39,000/-
4070—Capital Outlay on other Administrative Services.	Rs.	2,15,00,000/-

(The Demand Put to Voice Vote and Passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 43 to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 6,00,000/— (excluding the charges expenditure of Rs 4,34,07,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

7610 —Loans to Government servants. Rs. 6,00,000/-

(The Demand put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Next, Demand for Grant No. 15. There are 3 (three) Cut Motion on this Demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the Demand under Major Head—6215 be reduced by Rs. 200/= to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control wasteful Expenditure on Water Supply in Agartala, Udaipur & Other Divissional Head quarters."

(The Motion was put to voice vote and lost)

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Amal Mallik that the amount of the Demand under Major Head—2702 be reduced by Rs 10/- lakhs to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"সময়মত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে বিভাগীয় ব্যর্থতার কারণে"

(The Motion was put to voice vote and lost)

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the Demand under Major Head—2702 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—
"Need to Repair the Changdhuk Chara Irrigation project for making serviceable."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the Demand No. 15 to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Dy. Chief Minister that a further sum

not exceeding Rs. 1,20.00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 15 under the following Major Head :—

2702—Minor Irrigation	Rs. 25,00,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply & Sanitation.	Rs. 10,00,000/-
6215—Loans for Water Supply & Sanitation	Rs. 85,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker:—Next, Demand for Grant No. 6 There is one cut motion on the this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Amal Mallik that the amount of the demacd under Major Head—2506 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that -

"বিভাগীয় কাজকর্মে দুর্নীতি ও ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Revenue Minister that a further sum not exceeding Rs. 32,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads--

2506—Land Revenue	Rs. 32,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker—Next, Demand for Grant No. 10. There are two cut motions on this Demand. So, I am putting the cut motion to vote one by one, and then the main motion.

Now, the question before the House is the cut motion moved by the Hon'ble member Shri Amal Mallik that the amount of the Demand under Major Head—2055 be reduced by Rs. 1 lakh to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to Control Wasteful Expenditure on T. A. P. & T. S. R."

(The Motion was put to voice vote and lost).

Now, the question before the House is the out motion moved by Hon'ble member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the demand unde Major Head—2055 be reduced by Rs. 25,00,000 to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control the wasteful Expenditure on T. S, R."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, I am putting the Demand No. 10 to vote. The question befor the House is the motion moved by the Hon'ble Home Minister that a further sum not exceeding Rs. 70, 29, 000/= be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year erding on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 10 under the following Major Head :—

2055 — Police. Rs. 70,29,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 39 to vote. Now, the question before the House is the Demand moved

by the Hon'ble Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 2,01,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 39 under the following Major Heads ;—

2203 — Technical Education Rs. 2,01,000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. But there are two cut Motions on this Demand. First I putting the cut Motions to vote one by one.

Now the quest'on before the House is the cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 40, Major Head—2202 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that:— "Need to provide sufficient teachers & furniture specially in the Tribal areas where Secondary School are running without furniture & with the shortage of staff".

(The cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia on Demand No. 40, Major Head-2202 that the amount of the Demand be reduced Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that ;—

'Need to take-up the School house construction specially in the Hilly areas where most Schools are closed & mostly an School Houses too".

(The cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now I am putting the Demand No. 40 to vote. Now the question before the House is the Demand moved by the Hon'ble Minister in-charge thet a further sum not exceeding Rs. 5, 96, 43, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

2202—General Education Rs. 5, 96, 43, 000/

(The Demand was put to voice and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 12 to vote. Now the question before the House is the Demand moved by the Hon'ble Minister in-charge that a further sum not exceeding Rs. 41, 50, 000/— (excluding the charges expenditure of Rs. 1, 24, 95, 000/—) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 12 under the following Majot Heads :—

2425 — Co-operation. Rs. 7, 82, 000/—
4425 — Capital Outlay on Cooperation. Rs. 8, 60, 000/—
6425 — Loans ro Co-operative. Rs. 25, 08, 000/

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 19 to vote. But there are two Cut Motions on this Demand. First I putting the Cut Motions to vote one by one :—

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Amal Mallik on Demand No. 19, Major Head— 2225 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :—

"S T, S. C and OBC দের উন্নয়নের ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble, Member Shri Amal Mallik on Demand No 19, Major Head- 2225 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 5, 00, 000/— to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control the wasteful Expenditure on the Rehabilitation of surendered extremists."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now, I am putting the Demand No. 19 to vote. Now the question before the House is that the Demand moved by the Hon'ble Minister in-charge that a further sum not exceeding

Rs. 6, 52, 00, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 19 under the following Major Heads :--

2225 - Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes. Rs. 6, 52, 00, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Next Demand No - 28. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Agriculture Minister that a sum not exceeding Rs. 15, 00, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

4401 — Capital outlay on Crop. Husbandary Rs. 15, 00, 000/—

(Then the Demand was put to voice vote and passed.)

Next Demand No. 16. There are two (2) Cut Motions on this Demand. So, I am putting the cut motion to vote first. and then the main motion.

Now, the question before the House is the Cut motion moved

by Hon'ble Member Shri Rati Mohan Jamatia that the amount of the Demand under Major Head-2210 be reduced by Rs 100/— to ventilate the specific grievance that :—

"Need to launch mobile campus in the rural & Hillyareas to cover the Rural blind men and women."

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

The question defore the House is the Cut motion moved by Hon'ble Member Shri Amal Mailik that the amount of the Demand under Major Head-2210 be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :—

(The Cut motion was put to voice vote and lost).

Now I am putting the Demand no.16 to vote .

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Health Minister and that a sum not exceeding Rs. 51, 25,oo/- be gaanted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st march 1995 in respect of Demand no.16 under 2210 the following Major Heads :—

2210 — Medical and Public Health. Rs. 51, 25, 00/—

Then the Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion (s) on the Demand No,—35 moved by Shri Amal Mallik.

35-4216 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievanees that :—

Slaughter House

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No — 35 to vote. The question before the House is the Demand No.—35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department.

That a fnrther sum not exceeding Rs. 44, 50, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No.—35 under the following Major Heads :—

4216—Capital Out lay on Housing. Rs. 44, 50, 000/—

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No — 29 moved by Shri Rati Mohan Jamatia.

29-2403 That the amount of the Demand be reduced by Rs, 5, 000/— to represent the economy that can be effected on the Particular matter viz. :—

"Failure to implement the Rinderpest Eradication Programme."

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No — 29 to vote. The question before the House is the Demand No—29 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department. That a further sum not exceeding Rs. 1, 32, 37, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during tne year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No.—29 under the following Major Heads. :—

2403 — Animal Husbandry	Rs. 7, 37, 000/—
2404 — Dairy Development.	Rs. 1, 25, 00, 000/

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No—36 to vote. The question before the House is the Demand No—36 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the Jail Department, that a further sum not exceeding Rs. 14, 75, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year on tne 31st March, 1995 in respect of Demand No.— 36 under the following Major Heads :—

2056 — Jails	Rs. 14, 75, 000/—

(The Demand was passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No — 21. to vote. The question before the House is the Demand No—21 moved by the Hou'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department.

That a further sum not exceeding Rs, 48, 50, 000/— be granted to defray the charges which will come in oourse of payment during the year ending on the 31st March. 1995 in respect of Demand No.- 21 under the following Major Heads :—

3456 — Civil Supplies. Rs. 18,50,000/—
4408 -- Capital Outlay on Food
Storage and Warehousing. Rs. 30.00,000/—

(The Demand was passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the Honse is the Cut Motion on the Demand No 34 moved by Shri Rati Mohan Jamatia,

34—4070 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to take-up the Schemes submitted by the MPS under this item."

(The Motion was lost)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No 34 to vote. The question before the House is the Demand No.— 34 moved by the Hon'ble Chief Minister. that a further sum not exceeding Rs' 2.14. 39 000/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No, 34 under the following Major Heads :—

3451—Secretariat Economic Services. Rs. 39,000/—

4070—Capital Outlay on other
Administrative Services. Rs.2,15,00,000/—

(The Demand was passed.)

Mr. Speaker: — Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demaud No. — 23 moved by—Shri Rati Mohon Jamatia, 23-2515, That the amount of the Demand be reducad by Rs. 1000/—to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control the wasteful Expenditure on grant in aid to Panchayats.

(The Motion was Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No — 23 to vote. The question before the House is the Demand No — 23 moved by the hon'ble Minister-in-Charge of the panchayat Department.

that a further sum not exceeding Rs. 1, 22, 74, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—
2515 — Other Rural Development programme. Rs. 1, 22, 74, 000/—

(The Demand was Passed.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 25 moved by Shri Amal Mallik,
25—2851 That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1 lakh to represent the economy that can be effected on the particular matter viz. :—

"Failure to prevent the wasteful expenditure on village & Small Industries"

(The Motion was Lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No—25 — to vote. The question before the House is the Demand No—25 — moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Industries Department.

That a further sum not exceeding Rs. 121, 59, 000/— (excluding the charges expenditure of Rs. 4, 30, 000/—) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in

respect of Demand No. — 25 under the following Major Heads :—
2851 — Village and Small Industries, Rs. 1, 06' 00, 000/ -
5456— Investment in General Financial Trading Institutions,
Rs. 4,09, 000 -
63;1— Lons for Village and Small Industries. Rs. 11,50,000/—

(The Demand was Passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No—37— to vote. The question before the House is the Demand No—37. moved by the Hon'ble Minister-in-charge. of the Labour Department. that a further not exceeding Rs. 21, 57, 000/— be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. — 37 under the following Major Heads :—
2230 — Labour and Employpment. Rs. 21, 57, 000/—

(The Demand was Passed.)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই. স্যার, আপনি স্পীকার হিসাবে স্পীকারের কাজ করেছেন। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতো টাইম একস্‌টেনশানের জন্য বলেন নি। ওনারতো বলা দরকার যে টাইম উইল বি একস্‌টেনডেড। স্যার, আমার মনে হয় হাউস অফ্‌ দি লিডার হিসাবে ওনার এইটা বলা দরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** ৫টা যখন বেজে গেল তখন স্পীকার সাহেব ওনার চেয়ার থেকে বলে দিয়েছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— না, হাউস অফ্‌ দা লিডার হিসাবে ওনাকে এইটা বলতে হবে, স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, যতখন পর্য্যন্ত সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি ভোটে দিতে সময় লাগবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাউস বাড়ানো হোক।

মিঃ স্পীকার :— এই প্রস্তাবটা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

VOTING ON THE SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR 1994-95

Mr Speaker :—Now, I am putting the Demand No 33 to Vote.

The question before the house is that the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister in charge, of the Science & Technology Department that a further sum not exceeding Rs. 24,08,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1995 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :-

2501-	Special Programme for Rural Development	Rs. 5,00,000/—
3425	Other Scientific Research	Rs. 23,000/—
4810-	Capital Outlay on Non-Conventional energy sources	Rs. 18,85,000/—

(THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE)

Mr. Speaker :— Now the question before the house is the Cut Motion on the Demand No. 41 moved by Hon'ble Member Shri Amal Mallik, on Demand No. 41, Major Head 2235- That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/. to ventilate the specific grievance that,

"মহিলা কমিশনের কাজকর্মের ব্যর্থতা সম্পর্কে" ।

(THE CUT MOTION IS LOST BY VOICE VOTE)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 41 to Vote. The question before the house is the Demand No. 41

Mr. Speaker :— Now, the question before the house is the cut motion moved by the Hon'ble Member Sri Amal Mallik, on Demand no. 31 Major head 2505

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that, "Rural Employment" এ "সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে"

(The Cut Motion was put to voice vote and LOST).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 31 to vote.

The question before the house is the demand No. 31 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries that a sum not exceeding Rs. 6,74,31,000/- be granted to defray the charge which will come in course of payment during the ending 31st March. 1995 in respect of Demand No. 31 under the following Major Heads.

2501	Special Programme on Rural Development.	Rs. 22,81,000/-
2505	Rural Employment.	Rs. 1,87, 50,000/-
2515	Other Rural Devlopment Programme.	Rs. 36,00,000/-
4215	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs. 2,00,00,000/-
6216	Loan for housing.	Rs. 1,00,00,000/-
4216	Capital outlay on Housing.	Rs. 1,28,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

PAPERS LAID ON THE TABLE (QUESTIONS & ANSWERS)

Mr. Speaker : Now, I am putting the Demand No. 43 to vote. The question before the House is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 6,00,000/—
(Excluding the charges expenditure of Rs. 4,34,07,000/— (be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1995 in respect of Demand No. 43 under the following Major heads :

7610-Loans to Government Servants. Rs. 6,00,000/—

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Mr. Speaker :—এই সভা আগামী ১০ শে মার্চ, সোমবার ১৯৯৫ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি রহিল।

ANNEXURE- "A"

Admitted Starred Question No. 32.

Name of the Member :- Sri Sudan Das.

Will the Hon'ble Minister of Fisheries Deptt. be please to state.

প্রশ্ন —১। রাজ্যে মোট কয়টি মৎস্য সমবায় আছে ?

উত্তর — রাজ্যে মোট ১২৮টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে। এর মধ্যে একটি এপেক্স মৎস্য সমবায় সমিতি।

প্রশ্ন -- ২। তারমধ্যে কয়টি সমবায় সমিতি বন্ধ হয়ে আছে এবং তার কারন কি ?

উত্তর — কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বন্ধ হয়ে যায়নি। তবে বিগত জোট সরকারের আমলে প্রত্যেকটি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি অকেজো করে রাখা হয়েছিল।

প্রশ্ন —৩। ইহা কি সত্য সমবায় সমিতি গুলিতে নির্বাচন হচ্ছেনা ?

উত্তর — ইহা সত্য নহে।

Admitted starred question no. 36
Name of the Member :-Sri Sudhan Das.

১নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য এন ডব্লিউ পি আর, এ স্কীমটি বর্তমানে বন্ধ হওয়ার পথে।

Question No. 1. Is it a fact the NWDPRA Scheme is now likely to be closed.

২ নং প্রশ্ন :— যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার কারন কি ?

Question No. 2. If it is a fact, reason there of ?

৩ নং প্রশ্ন :— রাজনগর এগ্রি সাব ডিভিসনের আওতায় এই স্কীমটি চালু আছে কি ?

Question No. 3. Whether the Scheme is continuing under Rajnagar Agri-Sub-Division ?

৪ নং প্রশ্ন :— থাকলে বর্তমানে কি কাজ চলছে ?

Question No. 4. If so, What activities are continuing there now ?

A N S W E R

১ নং উত্তর : — ইহা সত্য নহে।

Answer No. 1: It is not a fact.

২ নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

Answer No. 2. Dose not arise.

৩ নং উত্তর :— রাজনগর এগ্রি সাব ডিভিসনের অভয় ছড়াতে এই স্কীমটি চালু আছে।

Answer No. 3. The Scheme is continuing at Abhoycherra under Rajnagar Agri. Sub-Division.

৪ নং উত্তর :— বর্তমানে নিম্নলিখিত কাজগুলি চলছে :—

ক) ছোট ছোট উদ্ভিদ লাগিয়ে জল ও ভূমি সংরক্ষণ বাঁধ দেওয়া।

খ) নালা পরিষ্কার করার কাজ (টিলা ও লুংগার সংযোগস্থলে)।

গ) বৃষ্টির অতিরিক্ত গড়ান জল মাটিতে প্রবেশ করার জন্য বাঁধ দেওয়া (উদ্ভিদ লাগিয়ে)।

ঘ) গত বারের লাগানো ফল গাছের পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষন (যেমন কাজুবাদাম, আনারস, কলা।

Answer no. 1. At present following works are continuing :—

a) Points of repair of Bunds/hedges.

b) Clearance of drainage congestions

c) Construction of check dams,Vegetative barriers etc.

d) Maintenance in existing orchards crops (that is maintenance in cashewnut pineapple banana etc,

Admitted starred Question No. 51

Name of the member : - Shri Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮০ সালের জুন মাসের জাতি দাঙ্গার পর যে সমস্ত মালিকের বন্দুকের লাইসেন্স ছিল তা স্থগিত করা হয়েছিল ?

২। যদি, স্থগিত হয়ে থাকে তবে এই লাইসেন্স কবে পর্যান্ত ফেরৎ দেওয়া হবে ?

A N S W E R

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

বিগত ১৯৮০ সনে জুন দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি মালিকাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে সমস্ত বন্দুক ছিল নিরাপত্তার কারণে ঐ সমস্ত বন্দুকগুলি নিকটবর্তী থানায় জমা রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সরকার ঐ সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকের মালিক যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপরাধমূলক মামলা নাই তাদের বন্দুকগুলি আবেদনের ভিত্তিতে ফেরৎ দেবার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল।

Admitted starred question No. 53

asked by Shri Prasanta Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Home Department be pleased to state.

QUESTION

১) গণ্ডাছড়া মহকুমাতে বিচার বিভাগের আদালতগৃহ ও বিচারপতির বাসগৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্যান্ত নির্মাণ কাজ সুরু করা যাবে ? এবং

৩) যদি কোন পরিকল্পনা না থাকে তবে তার বিস্তারিত কারন ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Law Department

Date of Reply 16.3.1995.

ANSWER

১) গণ্ডাছড়া মহকুমায় আদালতগৃহ ও বিচারপতির বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২) সঠিক তারিখ এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই।

৩) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted starred Questioned No. 63

Name of the Member :— Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department, be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গত বৎসর রাজ্যে সর্বমোট ধান উৎপাদনের পরিমান কত ছিল, এবং

২) সারা রাজ্যে চাষের ধান উপযোগী জমির পরিমাণ কত ?

৩) জল সেচের আওতায় আনা হয়েছে এমন জমির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) গত বৎসর রাজ্যে সর্বমোট ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭,৩৯,৮১৫ (সাত লক্ষ উনচল্লিশ হাজার আটশত পনের) মেঃ টন।

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে রাজ্যে আনুমানিক ২,৫৭,৫৩০ (দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশত ত্রিশ) হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়েছিল।

৩) রাজ্যে আনুমানিক ৫১,৪৫৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

Admitted starred question No. 66

Name of the Member :— Sri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Information, Cultural affairs and Tourism Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলায় একটি স্থায়ী তথ্যকেন্দ্র খোলা হবে, এবং

২) যদি সত্য হয়, তাহলে সরকার ঐ ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১) সত্য নহে

২) প্রশ্নই উঠেনা

Admitted Starred/Question Na. 86.

Will be Hon'ble Name :— Shri Pannalal Ghosh,

Will be Hon'ble Minister In-charge of the Animal Resources Development Department is pleased state.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি পশু পালনকেন্দ্র ও পশুচিকিৎসাকেন্দ্র আছে।

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবৎসরে এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবৎসরের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পশুচিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছিল।

৩। ঐ সময়ের মধ্যে কতজন গো-পালককে সরকারী ভর্তুকীতে 'পশুখাদ্য' সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিল।

৪। পশুখাদ্য নিয়মিত সরবরাহ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। পশুপালন কেন্দ্র নামে কোন প্রতিষ্ঠান দপ্তরে নাই। তবে সারা রাজ্যে মোট ১৪টি পশুপালন খামার ও ৪৪২টি পশুচিকিৎসাকেন্দ্র আছে।

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবৎসরে এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবৎসরে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কোন পশুচিকিৎসা কেন্দ্রেই সরাসরি টাকা দেয়া হয় নাই।

৩। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবৎসরে মোট ১৭৯০ জন এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থবৎসরে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট ২০০১ জন গো-পালককে সরকারী ভর্তুকীতে পশুখাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল।

৪। পশুখাদ্য যথাসম্ভব নিয়মিত সরবারাহ করা হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো গো-খাদ্য প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ অনিবার্য কারণে ব্যাহত হওয়ার গোখাদ্য সরবরাহ বিঘ্নিত হয় তবে পরবর্তী সময়ে গো-পালকদের চাহিদামত বকেয়া খাদ্যের সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Qu. No. 89.

Name of the Member :— Sri Panna Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister in Charge of the information, cultural affairs & tourism department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিধায়কদের অন্তত একটি সর্বভারতীয় পত্রিকা এবং স্থানীয় পত্রপত্রিকা সমূহ বিনামূল্যে দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? এবং

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। না

২। প্রশ্নই উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 95.

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। ১০-৪-১৯৯৩ ইং থেকে ৩১-১২-১৯৯৪ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে কতজন শিক্ষক বিভিন্ন ঘটনায় খুন হয়েছেন, এবং

২। এই সময়ের মধ্যে কতজন শিক্ষক অপহৃত হয়েছিলেন, এবং

৩। খুন ও অপহৃত শিক্ষকদের আলাদা হিসাব থানাভিত্তিক ?

উত্তর

১। ৪ জন।

২। ৫ জন।

৩। খুন এবং অপহৃত শিক্ষকদের থানা ভিত্তিক হিসার

থানার নাম	সনের সংখ্যা	অপহৃতের সাখ্যা
১। কিল্লা	—	১
২। আনবাসা	১	—
৩। তইদু	—	১
৪। সিধাই	১	৩
৫। সোনামুড়া	২	—
মোট	৪	৫

Admitted Starred Cuestion No. 104.

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। খোয়াই মহকুমার রামচন্দ্র ঘাটে ৭-১০-১৯৯৪ ইং তারিখে সি-পি-(এম) নেতা উপেন্দ্র দেববর্মাকে খুনের ঘটনায় পুলিশ এখন পর্য্যন্ত কতজনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং গ্রেপ্তার কৃতদের বিরুদ্ধে কোন্ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ৬-১০-৯৪ ইং এমন কোন খুনের খবর সরকারের জানা নেই তবে ৬-১২-৯৪ হং তারিখে উপেন্দ্র দেববর্ম্মার খুণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষীতে তাহার মেয়ের জামাই শ্রীসুখমতি দেববর্ম্মার অভিযোগমূলে খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯১/৯৪ নথিভূক্ত করিয়া তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাহ।

Admitted Starrtd Question No. 107

Name of the member : Shri Amal Mallik

will the Hon'blo Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State.

১। রাজ্যের বিভিন্ন পি টি সি এবং মালখানা থেকে ১৯৯৩ ইং সনের ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ ইং এর ১৭ ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত অস্ত্র শস্ত্র খোয়া গেছে ?

২। কি ধরনের অস্ত্র শস্ত্র এবং পরিমান কত (বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র শস্ত্রের আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১ নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

বিগত ১০/৪/৯৩ হং থেকে ১৭/১/৯৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত রাজ্যের পি, টি, সি, এবং উদয়পুর পুলিশ কোর্টের মালখানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র চুরি যাওয়ার দুইটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। পি, টি, সি, এবং উদয়পুর কোর্টের মালখানা থেকে নিম্নোক্ত অস্ত্রশস্ত্র খোয়া যায় :—

পি, টি, সি,

১) রিভলবার (L Lama) ('38) ২ টি
২) রিভলবার (Ruger) ('38) ২ টি
৩) পিস্তল (Browing) (9 mm) ৪ টি
৪) স্পেয়ার ম্যাগাজিন (9 mm) ২ টি
৫) গুলাবারুদ (9 mm) ৬৩০ টি

পুলিশ কোর্ট মালখানা, উদয়পুর

১। রাইফেল (7.62) ১টি।
২। গুলাবারুদ (7.62) ৩টি।

Admitted Starred Questron No. 195

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia. will the Hon'ble minister-in-charge of the Lsw Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি মামলা বিভিন্ন বিচারালয়ে বিচারাধীণ আছে এবং
২। উক্ত মামলাগুলি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করার জন্য সরকারী ভাবে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১। } তথ্য সংগ্রহাধীন।
২। }

Admitted Starred Question No' 200

Name of the member :- Shri Rati Mohan Jamatia, will the Hon'ble Minister-in-charge of home Department be pleased to state.

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি থানা আছে।
২। রাজ্যে নতুন থানা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,
৩। থাকিলে কোথায় কোথায়, এবং
৪। উদয়পুর মহকুমার বাগমা ও নিত্য বাজারে নতুন থানা বা ও, পি, খোলার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট থানার সংখ্যা ৪৬টি তবে বড়মুড়ার থানাটির কাজ আরম্ভ করিতে পারে নাই।

২। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। তবে রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্গতির বিষয় নজরে রাখতে হচ্ছে।

৩। এখনই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আসে নাই।

৪। এমন কোন সিদ্ধান্ত নেই।

Admitted Starred Question No. 215

Name of member :— Ashok Deb Barma, will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information cultural affairs and tourisim Department be Pleased to Stae.

প্রশ্ন

১। পর্য্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্য মেলাঘরের রুদ্রসাগরের পুরাতন রাজবাড়ীটিকে উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা সরকার ইতিমধ্যে করিয়াছেন কি না বা করার পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

২। যদি পূর্বে এইরূপ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে তবে এযাবদ সরকারের কত টাকা খরচ হইয়াছে।

উত্তর

১। হাঁ

২। ইতি মধ্যে মেলাঘরের রুদ্র সাগরের পুরাতন রাজবাড়ীটির কিছু কিছু অংশের সংস্কার ও রক্ষণা-বেক্ষণের কাজ করা হয়েছে। এযাবদ পূর্ব দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ৪, ৬৭, ১২৭ (চার লক্ষ সতষট্টি হাজার এক শত সাতাশ) টাকা খরচ করা হয়েছে।

Assembly Admitted Starred Question No. 217

Name of the member :— Shri Ashok Deb Barma, will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

১। টাকারজলা থানার অধীন গুনিরায়বাড়ী নিবাসী S.B. Branch এর পুলিশ কর্মী শ্রীব্রজলাল দেববর্মার রিভলবার কোন পরিস্থিতিতে, কবে কোথায় এবং কাহার দ্বারা ছিনতাই করা হইয়াছিল ?

২। ছিনতাই এর ঘটনা কবে এবং কি ভাবে পুলিশের নিকট পৌচে ?

৩। যখন ছিনতাই হয় তখন ব্রজলাল দেববর্মার চাকুরী বহাল ছিল কি না ?

উত্তর

১। ২। ৩। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 227

Name of Member :— Makhan Lal Chakraborty, will the Hon'ble Minister-in-charge of Law Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। বর্তমানে Legal aid এর মাধ্যমে স্বামী পরিত্যক্তা ও পনের জন্য অত্যাচারীত নারীদের সাহায্য দানের পদ্ধতিটি কি (বিস্তৃত), এবং

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বছরে এরকম কত জনকে সাহায্য দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা Legal Aid & Legal Advice Board এর অধীনে মহকুমা ভিত্তিক Legal Aid Committee গঠন করা আছে। মহকুমা শাষক Legal Aid Committee এর মেম্বার সেক্রেটারী। তিনিই Committee এর মাধ্যমে এ ধরনের কেইশ পাইলে যাথার্থ বিবেচনা করে Legal Aid এর নিয়োগ প্রাপ্ত উকিলের মাধ্যমে বিনা পয়সায় মোকদ্দমা পরিচালনার সাহায্য করার ব্যবস্থা করেন। মোকদ্দমা ছাড়াও এই ধরনের পরিত্যক্তা ও অত্যাচারিত নারীদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে Legal Aid আইনজিবী দিয়ে আইনী পরামর্শ দেওয়া হয়।

২। মহকুমা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ANNEXURE—'B'

Admitted Unstarted Question No. 16

Name of the Member :— Shri Sudhan Ch. Das will the Hon'ble Ministe-in-charge of the information, Cultural Affairs and Tourism Depeartment be Pleased to State.

প্রশ্ন

১। ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র গুলি থেকে কত টাকা আয় হয়েছে (বছর বিত্তিক হিসাব)।

২। রাজ্যে মোট কয়টি পর্যটন কেন্দ্র আছে, কোথায় কোথায়?

৩। রাজনগর ব্লকের চন্দ্রপুর গ্রামে (আনুমানিক ৪০০ বৎসর পুরানো) মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি পর্য্যটন কেন্দ্র করার কোন পমিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির আয়ের বছর বিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল।

১৯৯১-৯২ ২৩,২৮৯ টাকা।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

১৯৯২-৯৩ ২৫,২৩৮ টাকা।

১৯৯৩-৯৪ ৪৯,৯৯৪ টাকা।

২। এখন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২৪টি পর্য্যটন কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রগুলির নাম জেলা ভিত্তিক দেওয়া হল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা : উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, সরকারী সংরক্ষণশালা, বুদ্ধবিহার, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, রবীন্দ্র কানন, জগন্নাথের মন্দির, লক্ষী-নারায়ণ বাড়ী, উমামহেশ্বরী মন্দির, চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির, কমলাসাগর, সিপাহীজলা, নীরমহল, ও ব্রহ্মকুণ্ড।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা : মাতার বাড়ী, ভুবনেশ্বরী মন্দির, ডম্বুর লেইক, দেবতা মুড়া, পিলাক এবং তৃষ্ণা অভয়ারণ্য।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা : পানিসাগর রাবার বাগান এবং রাবার প্রসেসিং সেন্টার বুদ্ধবিহার, (পেচারথল) দেওয়ান বাড়ী চা বাগান, ঊনকোটি ও জম্পুই হীল।

৩। এখনও পর্য্যন্ত এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted un-starred Question No. 13

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

১। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ থেকে ১৯৯৪ সালের ২০শে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি বাস লুঠের ঘটনা ঘটেছে এবং

২। কোন রাস্তায় কয়টি (তার আলাদা আলাদা হিসাব)?

উত্তর

১। ১০-৪-৯৩ ইং তারিখ হইতে ২০-১১-৯৪ইং তারিখ পর্য্যন্ত রাজ্যে ২৬টি বাস

লুটের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

২। রাস্তাওয়ারী ঘটনার বিবরন নিম্নরূপ ঃ-

এ, এ, রোড—৫টি

এ,এম, পি, রোড—২টি

এ, এম, পি, সি, এল, সি রোড—১টি

এ, এম, পি, এন, টি, বি, রোড—২টি

অম্পি/অমরপুর রোড—২টি

অম্পি-তেলিয়ামুড়া রোড—৩টি

এন, টি, বি, রোড—২টি

এন, টি, বি, জলাইয়া রোড—৩টি

ইউ, ডি, পি. এ, টি, বি, রোড—১টি

বি, কে, আর, রোড—১টি

কে, এল, এস, ডি, এম, এন, রোড—১টি

মনু-ছামনু রোড ২টি

পি, টি, এল-কে, সি, পি, রোড—১টি

Admitted un-starred Question No' 23

Name of the member :— Amal Mallik,

will the Hon'ble Minister-in charge of Home Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমান রাজ্য সরকার এর নির্দ্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে এ, পি, পি, শত শত কেইস উঠিয়ে নিচ্ছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ১০-১০-৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন কোর্ট থেকে কত কেইস তুলে নেওয়া হয়েছে (তার মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Un-starred Question No. 24

Name of the Member :— Shri Amal Mallik,

will the Hon'ble Minister-in-Charge of the *Home Department* be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১০-৪-৯৪ ইং হইতে ২০/১২/৯৪ ইং পর্য্যন্ত কয়টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। (তার থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কতজন কংগ্রেস সমর্থক, কতজন টি, ইউ, জে. এস, সমর্থক, কতজন সি, পি, এম, সমর্থক এবং কতজন অন্যান্য দলের সমর্থক তার আলাদা আলাদা হিসাব।

৩। ঐ সকল খুন হওয়া ব্যক্তির পরিবারকে সরকার কোন রকম আর্থিক সাহায্য বা চাকুরী দিয়েছে কিনা, দিয়ে থাকলে কত পরিবারকে দিয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 26

Name of the Member :— Sri Amal Mallik will the Hon'ble Minister in charge of the Home Depart ment be Pleased to Stae.

১ নং প্রশ্ন — ১৯৯৪ সালে আলুচাষের জন্য কত পরিমাণ আলুর বীজ রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে ?

১ নং উত্তর — ১৯৯৪ সালে মোট ১৫৩৭৫.৮০ কুইণ্টল বীজ আলু সরকারী পর্য্যায়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

২ নং প্রশ্ন — এতে কতজন কৃষক কত পরিমাণ করে আলুর বীজ পেয়েছে তার আলাদা আলাদা হিসাব।

২ নং উত্তর — কতজন কৃষক কত পরিমান করে আলুর বীজ পেয়েছেন তাহার হিসাব তৈয়ার নাই। তবে কৃষকদের বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক যে

আলুর বীজ সরবরাহ করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :

ক)	তফ: উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে নিবিড় সব্জীচাষ	৫৯৬৪ ৪৫ কুইন্টাল
খ)	তফ: জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে নিবিড় সব্জীচাষ	১৫৪৫ ৫০ ,,
গ)	শতকরা ৫০% ভর্তুকীতে উপজাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ	৫৬২.৫০ ”
ঘ)	খরা পীড়িত এলাকায় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ	১০৯৬.১০ ”
ঙ)	প্রকৃত আলুচাষীদের মধ্যে পরিবহণ ভর্তুকী সহ নগদে বিতরণ	৬২০৭.২৫ ”
	মোট—	১৫,৩৭৫.৮০ ”

৩ নং প্রশ্ন : এর জন্য রাজ্যের কৃষিদপ্তরে কত টাকা ভর্তুকী দিতে হয়েছে ?

৩ নং উত্তর : এই উদ্দেশ্যে ভর্তুকীদের টাকার পরিমাণ ৬২.৬০ লক্ষ টাকা।

Admitted Un-starred Question No. 27

Name of the member :— Shri Amal Mallik,

will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to State.

১। ১০-৪-১৯৯৩ ইং হইতে ৩১-১২-১৯৯৪ ইং পর্য্যন্ত লংতরাই ভ্যালি, গণ্ডাছড়ার রামনগর, ভগীরথ দলপতি সহ বিভিন্ন অঞ্চল, কাঞ্চনপুর কমলপুর, মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম এবং বিলোনীয়া মহকুমার বীরচন্দ্র পতিছড়ি, গর্দ্দাং গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন মহকুমাগুলি থেকে কত পরিবার জাতি উপজাতি খাদ্যাভাবে ও নিরাপত্তার কারণে বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব মহকুমা ও গ্রামভিত্তিক ?

উত্তর

১। খণ্ডাভাবে কোন জাতি উপজাতি পরিবার তাহাদের বাড়ী ঘর ত্যাগ করেছেন এই রূপ তথ্য সরকারের জানা নাই। তবে ৭১৪টি জাতি উপজাতি পরিবার উগ্রপন্থীদের আক্রমণের হুমকি ও ভয়ভীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ১০/৪/৯৩ ইং হইতে ৩১/১২/৯৪ ইং তারিখ পর্য্যন্ত তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেছিলেন। ৭১৪টি পরিবারের মধ্যে ৬২০টি উপজাতি পরিবার। ঐ সকল পরিবারের মহকুমা ভিত্তিক/গ্রাম ভিত্তিক হিসাবের তালিকা এতদসঙ্গে দেওয়া হইল। রাজ্য সরকার উগ্রপন্থীদের চলাফেরায় ভয়ভীতিযুক্ত গ্রাম সমুহের জন সাধারনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের নজরদারী এবং কোথাও কোথাও সাময়িক পুলিশ ক্যাম্প প্রভৃতি ব্যাবস্থাদি গ্রহণ করিয়াছেন। কোন এলাকায় অবস্থার উন্নতি ঘটেছে এবং অবিলম্বে পরিবার নিজ গ্রামে ফিরে গিয়েছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাড়ার জুমিয়া পরিবার সমূহকে একত্রে কলোনী প্রতিষ্ঠা করে গুচ্ছ কর্মসূচীতে পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

তালিকা :

মহকুমার নাম	গ্রামের নাম	নিরাপত্তার জন্য গ্রাম থেকে চলে এসেছিলেন পরিবার সংখ্যা	
		উপজাতি	জাতি
১	২	৩	৪
গণ্ডাছড়া	তর্জ্জাকুমার পাড়া	২৪	—
	রামমনি চৌধুরী পাড়া	১৩	—
	বীরঘারাম পাড়া	১২	—
	ধনমনি পাড়া	১৮	—
	কার্ত্তিককুমার পাড়া	১১	—
	শম্ভুরাম পাড়া	৯	—
	নীলাজয় পাড়া	১০	—
		মোট ১০৪	
বিলোনীয়া	উত্তর জুলাই বাড়ী	—	১

১	২	৩	৪
লংতরাই ভ্যালী			
	ম্যাজিষ্ট্রার কাঁরবারী পাড়া	৭৮	—
	যোগেন্দ্ররোয়াজা পাড়া	১৮	—
	সুরজয়রোয়াজা পাড়া	১২	—
	আনন্দরোয়াজা পাড়া	২২	—
	কৃষ্ণজয়রোয়াজা পাড়া	১৫	—
	বানচন্দ্ররোয়াজা পাড়া	২৯	—
	লালমোহনরোয়াজা পাড়	১৮	—
	সন্তমোহনরোয়াজা পাড়া	১৫	—
	বীরকুমাররোয়াজা পাড়া	৪২	—
	বিশ্বরাজারোয়াজা পাড়া	৩২	—
	মোট	২৮১	১
কমলপুর	জগন্নাথপুর গাওসভা	—	৭৮
	গুরাধন পাড়া	৩	—
	ধনসিং পাড়া	৪	—
	কে, আর, পাড়া	৬	—
	তিলককুমার পাড়া	৮	—
	সিদ্ধি রায় পাড়া	৫	—
	নকুল বাড়ী	৩	—
	লালছড়ি	—	১১
	পৈজাবাড়ী	—	৪
	মোট	২৯	৯৩
খোয়াই	আঠারমুড়া রেঞ্জ ৪০ মাইল	১২৩	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question & Answers)

আঠার মুড়া ব্লক	৩৯	৮৩	—

Admitted un-strred Question No. 30

Name of the Member :— Shri Amal Mallik.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

১। তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমায় খুন ধর্ষণ, ডাকাতি সহ মোট অপরাধীর সংখ্যা কত ? (মহকুমা ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। এই সব ঘটনায় মোট কতজন আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

৩। পুলিশ চার্জসিট দিয়েছে কতগুলি ক্ষেত্রে ?

উত্তর

১। তৃতীয় রামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমার খুন ধর্ষন ডাকাতি সহ মহকুমার ভিত্তিক অপরাধের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল (৩১-১-১৯৯৫ইং পর্যন্ত)।

	খুন	ধর্ষন	ডাকাতি	অন্যান্য	মোট
বিলোনীয়া মহকুমা	২৬	৯	৩১	৪৮১	৫৪৭
সাব্রুম মহকুমা	১১	১১	১১	১৯৩	২২৬

২। গ্রেপ্তারের সংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক দেওয়া গেল :-

	খুনের ঘটনায়	ধর্ষনের ঘটনায়	ডাকাতির ঘটনায়	অন্যান্য ঘটনায়	মোট
বিলোনীয়া মহকুমা	৩২	১৮	৬০	৫৭০	৬৮০
সাব্রুম মহকুমা	৪	৯	১৩	১৯৬	২২২

৩। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল

বিলোনীয়া মহকুমা	চার্জসীট	খুনের ঘটনায়	ধর্ষনের ঘটনায়	ডাকাতির ঘটনায়	অন্যান্য ঘটনায়	মোট
		৬	৩	৯	১৫০	১৬৮
	F. R.	৯	—	১১	১৮৪	২০৪
চার্জসীট যেসব ক্ষেত্রে দেওয়া বাকীতার হিসাব		১১	৬	১১	১৪৭	১৭৫
সাব্রুম মহকুমা চার্জসীট		৩	৬	৪	৭২	৮৫
	F. R.	২	—	৩	৭৪	৭৯
চার্জসীট যেসব ক্ষেত্রে দেওয়া বাকী তার হিসাব		৬	৫	৪	৪৭	৬২

Admitted Un-starred Ouestion No. 31.

Name of the Member :—Shri Amal Mallik.

will the Han'ble Minister-in-Charge of the Home Deparement be pleased to state,

১। বর্তমানে রাজ্যে কয়টি বৈরী সং গঠন আছে (সরকারী তথ্যমূল্যে)?

২। সং গঠন গুলির নাম কি কি?

৩। তাদের প্রধান কারা নাম সহ বৈরীর সংখ্যার আলাদা আলাদা হিসাব?

উত্তর

১। মোট ৯ টি বৈরী সংগঠন আছে।

২। ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

বৈরী সংগঠনগুলির নাম ও তাদের প্রধানদের নাম সহ বৈরীদের নিয়মিত বাহিনী সংখ্যার আলাদা আলাদা হিসাব অত্র তালিকায় দেয়া গেল।

এই সংখ্যা গত কয়েক মাস আত্মসমর্পনের ফলে গেছে। কিন্তু কয়েকটি বৈরী বাহিনী নুতন যুবক সংগ্রহে জন্য সচেষ্ট রয়েছে।

বৈরীযসংগঠনের নাম	বৈরী সংগঠনের প্রধানদের নাম সহ বৈরীদের নিয়মিত বাহিনী সংখ্যার হিসাব।
১	২
১। ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট (N.L F T)	১। বিশ্বমোহন দেববর্ম,
	২। নয়নবাসী জমাতিয়া,
	৩। জনবীর দেববর্মা
	৪। ধনঞ্জয় ওরফে দয়াঙ্গ জমাতিয়া
	৫। পুতুলসিং দেববর্মা
	৬। ধীরোমনি দেববর্মা
	৭। সঞ্জীব দেববর্মা এবং অন্যান্য ৬০/৭০ জন।
২। অল ত্রিপুরা টাইগার, ফোর্স (ATTF)	১। রনজিৎ দেববর্মা
	২। পরিমল দেববর্মা
	৩। বীরেন দেববর্মা
	৪। মিহির দেববর্মা
	৫। দিলীপ দেববর্মা
	৬। রতণসিং জমাতিয়া
	৭। আলম দেববর্মা
	৮। কার্তিক মুড়াসিং
	৯। দেবানন্দ উচাই
	১০। শিবচরন জমাতিয়া এবং অন্যান্য আরও ১২০/১৩০ জন।

১	২
৩। ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইউথ ফোর্স (TTYF)	১। মনীন্দ্র ত্রিপুরা
	২। উত্তম দেববর্মা

	৩। গজেন্দ্র ওরফে জীতেন্দ্র ত্রিপুরা
	৪। দর্থরাই ত্রিপুরা
	৫। সুরেন্দ্র ত্রিপুরা
	৬। মনোরঞ্জন দেববর্মা এবং অন্যানা আরও ৫০/৬০ জন।
৪। সেংক্রাক	১। রাজেন্দ্র রিয়াং
	২। সম্প্রাই রিয়াং এবং অন্যান্য আরও ৫০/৬০ জন।
৫। ত্রিপুরা লিবারেশন ওরগানাইজেশন (TLO)	১। সম্পাক দেববর্মা
	২। অর্জুন দেববর্মা
	৩। জুমিয়া দেববর্মা এবং অন্যান্য আরও ৪০/৫০ জন।
৬। ত্রিপুরা ট্রাইবেল ভলান্টিয়ার ফোর্স (TTVF)	১। বৈদ্য দেববর্মা
	২। বিজয় দেববর্মা
	৩। জাপান ত্রিপুরা এবং অন্যান্য আরও ৪০/৫০ জন।
৭। অল ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার ফোর্স (ATVF)	১। ওয়েন্যলাল হালাম
	২। গুনর্ঘান রিয়াং
	৩। নৃপেন্দ্র রিয়াং এবং অন্যান্য আরও ৫০/৬০ জন।
৮। ত্রিপুরা Reswrriction Army	১। ধনঞ্জয় রিয়াং
	২। মোহন রিয়াং
	৩। থৈচাই মগ এবং অন্যান্য আরও ৬০/৭০ জন।
৯। অল ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার এসোশিয়াশনের অহিংসা ত্রিপুরা ভারত সুরক্ষা ফোর্স	১। কালাচান্দ চাক্‌মা
	৩। সিংহনাথ চাক্‌মা এবং অন্যান্য আরও ৫০/৬০ জন।

এই সকল উগ্রপন্থী গ্রূপগুলি বিভিন্ন এলাকার তাদের কিছু সংখ্যক সহযোগী তৈরী করেছে এবং কখনও কখনও তাদেদ উগ্রপন্থী কার্যকলাপে তারা ব্যবহারও করে থাকে।

Admitted Unstarred Question No. 37.

Name of Member :—Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state.

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি মার্কেট শেড ও কয়টি মার্কেট স্টল আছে এবং কোথায় কোথায়, এবং

২। চলতি আর্থিক বছরে মার্কেট স্টল করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

৩। যদি থাকে তা কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে সারা মাজ্যে কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্মিত মোট ৩৫০ টি মার্কেট শেড ও ৩৮ টি মার্কেট স্টল আছে। তাহার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ,

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমা	শেড স্টলের সংখ্যা	
			শেড়	স্টল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	দশদা	কাঞ্চনপুর	৩টি	—
২।	মাছমারা	ঐ	২টি	—
৩।	দামছড়া	ঐ	১টি	—
৪।	আনন্দবাজার	ঐ	১টি	—
৫।	রাহুলছড়া	ঐ	১টি	—
৬।	কাঞ্চনপুর	ঐ	১টি	১টি (১৪ কক্ষ)
৭।	ডাইনছড়া	ঐ	১টি	—
৮।	কুণ্ডি	পানিসাগর	১টি	—
৯।	ফটিকুলি	ঐ	৭টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১০।	শনিছড়া	ঐ	১টি	—
১১।	নোয়াগাঁও	ঐ	১টি	—
১২।	ফুসবাড়ী	ঐ	১টি	—
১৩।	ত্তিলর্থে	ঐ	১টি	—
১৪।	ছুড়াইবাড়ী	ঐ	১টি	—
১৫।	তারকপুর	ঐ	১টি	—
১৬।	জলেবাসা	ঐ	১টি	—
১৭।	ব্রজেন্দ্রনগর	ঐ	১টি	—
১৮।	খেরংজুরী	ঐ	১টি	—
১৯।	রামনগর/শান্তিপুর	ঐ	১টি	—
২০।	রাজনগর	ঐ	১টি	—
২১।	কদমতলা	ঐ	১টি	—
২২।	রামনগর	ঐ	১টি	—
২৩।	পাবিয়াছড়া	কুমারঘাট	৪টি	—
২৪।	বাবুরবাজার	ঐ	১টি	—
২৫।	সিঙ্গিবিল	ঐ	১টি	—
২৬।	ডলুগাঁও	ঐ	১টি	—
২৭।	কাঞ্চনবাড়ী	ঐ	১টি	—
২৮।	রাজকান্দি	ঐ	১টি	—
২৯।	রাতাছড়া	ঐ	১টি	—
৩০।	হালাইছড়া	ঐ	১টি	—
৩১।	বেতছড়া	ঐ	১টি	—
৩২।	কাউলিকুড়া	ঐ	১টি	—
৩৩।	জলাই	ঐ	১টি	—
৩৪।	মাছলি	ছাওমনু	২টি	—
৩৫।	মনুঘাট	ঐ	২টি	(১টি ১৫ কক্ষ)

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৩৬।	ছৈলেংটা	ঐ	৩টি	ঐ
৩৭।	নেপালটীলা	ঐ	১টি	—
৩৮।	করমছড়া	ঐ	১টি	—
৩৯।	ছাওমনু	ঐ	১টি	—
৪০।	মরাছড়া	ঐ	১টি	—
৪১।	বটতলা	ঐ	১টি	—
৪২	মানিকপুব	ঐ	১টি	—
৪৩।	ধুমাছড়া	ঐ	—	(১টি ১৫ কক্ষ)
৪৪।	সালেমা	সালেমা	৩টি	—
৪৫।	শিকারীবাড়ী	ঐ	২টি	—
৪৬।	মরাছড়া ছোট সুরমা	ঐ	২টি	—
৪৭।	কচুছড়া	ঐ	১টি	—
৪৮।	শ্বেতরাই	ঐ	১টি	—
৪৯।	জয়ন্তী বাজার	ঐ	১টি	—
৫০।	আমবাসা	ঐ	১টি	—
৫১।	কুলাই	ঐ	—	(১টি ১৫ কক্ষ)
৫২।	চনকাপ	ঐ	১টি	—
৫৩।	কল্যানপুর	তেলিয়ামুড়া	২টি	(২টি ৩২ কক্ষ)
৫৪।	খাসিয়ামঙ্গল	ঐ	২টি	—
৫৫।	মোহরছড়া	ঐ	১টি	—
৫৬।	ঘিলাতলী	ঐ	১টি	—
৫৭।	মহারানীপুর	ঐ	১টি	—
৫৮।	বড়ময়দান	ঐ	১টি	—
৫৯।	রাঙ্গামুড়া	ঐ	১টি	—
৬০।	বাগানবাজার	ঐ	১টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৬১।	উত্তর কৃষ্ণপুর	ঐ	১টি	—
৬২।	তেলিয়ামুড়া	ঐ	৮টি	২টি (১০০ কক্ষ)
৬৩।	কৃষ্ণপুর পুরান বাজার	ঐ	১টি	—
৬৪।	একরাই বাজার	ঐ	১টি	—
৬৫।	মোগলানবাজার	ঐ	১টি	—
৬৬।	রতনপুর	খোয়াই	২টি	—
৬৭।	তুস্কী	ঐ	২টি	—
৬৮।	পশ্চিম লক্ষীছড়া	ঐ	১টি	—
৬৯।	সুভাষপার্ক	ঐ	২টি	৩টি (৪২ কক্ষ)
৭০।	পূর্ব বাচাইবাড়ী	ঐ	১টি	—
৭১।	বনবাজার	ঐ	১টি	—
৭২।	আমপুরা	ঐ	২টি	—
৭৩।	লতাবাড়ী	ঐ	১টি	—
৭৪।	চেবরী	ঐ	১টি	—
৭৫।	আশারামবাড়ী	ঐ	১টি	—
৭৬।	বেহালাবাড়ী	ঐ	১টি	—
৭৭।	তুলাশিখর	ঐ	১টি	—
৭৮।	গান্ধীনগর	ঐ	১টি	—
৭৯।	রথটীলা	ঐ	১টি	—
৮০।	সোনাতলা	ঐ	১টি	—
৮১।	বেলছড়া	ঐ	১টি	—
৮২।	রানীরবাজার	জিরানীয়া	২টি	—
৮৩।	জিরানীয়া	ঐ	২টি	—
৮৪।	অজীন্দ্রনগর	ঐ	২টি	—
৮৫।	শান্তিনগর	ঐ	২টি	—
৮৬।	মান্দাই	ঐ	২টি	—
৮৭।	শচীন্দ্রনগর	ঐ	২টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৮৮।	চম্পাকনগর	ঐ	২টি	—
৮৯।	ললিতবাজার	ঐ	১টি	—
৯০।	পাটনী	ঐ	১টি	—
৯১।	ছনতাই	ঐ	১টি	—
৯২।	মোহনপুর	মোহনপুর	৪টি	—
৯৩।	কামালঘাট	ঐ	২টি	—
৯৪।	পঞ্চবটী	ঐ	২টি	—
৯৫।	লেম্বুছড়া	ঐ	২টি	—
৯৬।	দিঘালীয়া	ঐ	১টি	১টি (১২ কক্ষ)
৯৭।	বড়কাঠাল	ঐ	১টি	—
৯৮।	লেফুঙ্গা	ঐ	২টি	১টি (১৫ কক্ষ)
৯৯।	দামদমিয়া	ঐ	১টি	—
১০০।	চাছু	ঐ	১টি	—
১০১।	সোনারাম	মোহনপুর	১টি	—
১০২।	দাওধারানী	ঐ	১টি	—
১০৩।	ছেচুরিয়া	ঐ	১টি	—
১০৪।	উষাবাজার	ঐ	২টি	—
১০৫।	কাতলামারা	ঐ	১টি	—
১০৬।	লিচুবাগান	ঐ	১টি	—
১০৭।	অভিচরন	ঐ	১টি	—
১০৮।	বালুরবন্দ	ঐ	১টি	—
১০৯।	কলাগাছিয়া	ঐ	১টি	—
১১০।	বিশালগড়	বিশালগড়	২টি	৩টি (১৭,১২,১৫ কক্ষ)
১১১।	বিশ্রামগঞ্জ	ঐ	৩টি	—
১১২।	চড়িলাম	ঐ	২টি	—
১১৩।	মধুপুর	ঐ	২টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১১৪।	সোমবাড়িয়া	ঐ	১টি	--
১১৫।	জম্পুইজলা কলোনী	ঐ	২টি	—
১১৬।	কাঞ্চনমালা	ঐ	৩টি	—
১১৭।	সেকেরকোট	ঐ	১টি	—
১১৮।	চৌমনী বাজার	ঐ	—	১টি (১২ কক্ষ)
১১৯।	অমরেন্দ্র নগর	ঐ	১টি	—
১২০	চন্দ্রপুর	ঐ	১টি	—
১২১।	বাইদ্যারদীঘি	ঐ	১টি	—
১২২।	চাম্পামুড়া	ঐ	১টি	—
১২৩।	রামনগর (দঃচড়িলাম)	ঐ	১টি	—
১২৪।	হেরমা	ঐ	১টি	---
১২৫।	ওয়ারেংবাড়ী	ঐ	১টি	—
১২৬।	টাকারজলা	ঐ	১টি	—
১২৭।	গাবদির্দ	ঐ	১টি	—
১২৮।	দূর্গানগর	ঐ	১টি	—
১২৯।	পাণ্ডবপুর	ঐ	১টি	—
১৩০।	কৈয়াডেপা	ঐ	১টি	—
১৩১।	নবশান্তিগঞ্জ	ঐ	১টি	—
১৩২।	নবীনগর	ঐ	১টি	—
১৩৩।	অফিসটীলা	ঐ	১টি	—
১৩৪।	নেহালচন্দ্রনগর	ঐ	১টি	—
১৩৫।	দেবীপুর	ঐ	১টি	—
১৩৬।	লালসিংমুড়া	বিশালগড়	১টি	—
১৩৭।	গুলিরায়বাড়ী	ঐ	১টি	—
১৩৮।	জম্পুইজলা	ঐ	১টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৩৯।	টেলারবন	ঐ	১টি	—
১৪০।	হাঁপানীয়া	ঐ	—	১টি (১৫ কক্ষ)
১৪১।	মেলাঘর	মেলাঘর	১টি	২টি
১৪২।	বক্সনগর	ঐ	২টি	২টি (১৫ কক্ষ)
১৪৩।	সোনামুড়া	ঐ	—	২টি (৫ কক্ষ)
১৪৪।	তকসাপাড়া	ঐ	১টি	---
১৪৫।	নিদয়া	ঐ	১টি	—
১৪৬।	মায়ারানী	ঐ	১টি	—
১৪৭।	মোহনভোগ	ঐ	১টি	—
১৪৮।	ভেলুয়ারচর	ঐ	১টি	—
১৪৯।	বাগমারা	ঐ	১টি	—
১৫০।	বাশপুকুব	ঐ	১টি	—
১৫১।	কলমচোরা	ঐ	২টি	১টি (১৫ কক্ষ)
১৫২।	তৈবান্দল	ঐ	১টি	—
১৫৩।	মনাইপাথর	ঐ	১টি	—
১৫৪।	বাতাদোলা	ঐ	১টি	—
১৫৫।	শিবনগর	ঐ	১টি	—
১৫৬।	কমলনগর	ঐ	১টি	---
১৫৭।	পুটিয়া	ঐ	১টি	১টি
১৫৮।	বৈরাগীবাজার	ঐ	১টি	—
১৫৯।	ভবানীপুর	ঐ	১টি	—
১৬০।	গুরমাই	ঐ	১টি	১টি
১৬১।	মতিনগর	ঐ	১টি	—
১৬২।	খাসচৌমুহনী	ঐ	১টি	—
১৬৩।	বটতলী	ঐ	১টি	—
১৬৪।	রহিমপুর	ঐ	১টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৬৫।	মাছিমা	ঐ	১টি	—
১৬৬।	অশিবাড়ী	ঐ	১টি	—
১৬৭।	রামছড়া	ঐ	১টি	—
১৬৮।	দাওধারানী	ঐ	—	১টি (১২ কক্ষ)
১৬৯।	বাগমা	মাতাবাড়ী	২টি	—
১৭০।	শালগড়া	ঐ	১টি	২টি (৩২ কক্ষ),
১৭১	আঠারবোলা	মাতাবাড়ী	১টি	—
১৭২।	ভুলামুড়া	ঐ	২টি	—
১৭৩।	কুপিলং	ঐ	১টি	—
১৭৪।	গঙ্গাছড়া	ঐ	১টি	—
১৭৫।	কালাবন	ঐ	২টি	—
১৭৬।	গর্জ্জি	ঐ	১টি	১টি
১৭৭।	মির্জ্জা	ঐ	১টি	—
১৭৮।	ফোটামাটি	ঐ	১টি	—
১৭৯।	মাতাবাড়ী	ঐ	২টি	—
১৮০।	শিলঘাটি	ঐ	১টি	—
১৮১।	দুধপুষ্করিনী	ঐ	১টি	—
১৮২।	দাতারামবাড়ী	ঐ	১টি	—
১৮৩।	নিত্য বাজার	ঐ	১টি	—
১৮৪।	চন্দ্রপুর	ঐ	১টি	—
১৮৫।	কাকড়াবন	ঐ	১টি	—
১৮৬।	শামুকছড়া	ঐ	১টি	—
১৮৭।	রহস্যাবাড়ী	গণ্ডাছড়া	২টি	—
১৮৮।	গণ্ডাছড়া	ঐ	২টি	১টি
১৮৯।	রতন নগর	ঐ	১টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯০।	জগবন্ধুপাড়া	ঐ	২টি	—
১৯১।	কালাঝারী	ঐ	১টি	—
১৯২।	রামনগর	ঐ	১টি	—
১৯৩।	পঞ্চরতন	ঐ	১টি	—
১৯৪।	যতনবাড়ী	অমরপুর	২টি	—
১৯৫।	ডালাক	ঐ	২টি	—
১৯৬।	রামপুর	ঐ	১টি	—
১৯৭।	সিংরোয়া	ঐ	১টি	—
১৯৮।	অম্পি	ঐ	৩টি	—
১৯৯।	চেলাগাং	ঐ	৩টি	—
২০০।	কররবুক	ঐ	১টি	—
২০১।	তীর্থমুখ	ঐ	২টি	—
২০২।	কুর্মাবাড়ী	ঐ	১টি	—
২০৩।	অমরপুর	ঐ	২টি	১টি (৪৫ কক্ষ)
২০৪।	কাস্কু	ঐ	১টি	—
২০৫।	গামাকো বাজার	ঐ	২টি	—
২০৬।	নাগরাই	ঐ	২টি	—
২০৭।	ছেচুয়াবাড়ী	ঐ	১টি	—
২০৮।	জলায়া	অমরপুর	১টি	—
২০৯।	আণন্দপুর	ঐ	১টি	—
২১০।	শান্তির বাজার	বগাফা	৩টি	১টি (৩৩ কক্ষ)
২১১।	মনুবীবচন্দ্র	ঐ	২টি	—
২১২।	মাইছড়া	ঐ	২টি	—
২১৩।	বাইকুড়া	ঐ	১টি	২টি (৮, ১২, ২০ কক্ষ)
২১৪।	কাঠালিয়াছড়া	ঐ	১টি	—
২১৫।	দেবদারু	ঐ	১টি	—
২১৬।	চড়ুকবাই	ঐ	২টি	—
২১৭।	রাজাপুর	ঐ	১টী	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২১৮।	কলসী	ঐ	১টি	—
২১৯।	আভাঙ্গাছড়া	ঐ	১টি	—
২২০।	বিলোনীয়া	রাজনগর	৩টি	—
২২১।	মুহুরীপুর	ঐ	১টি	—
২২২।	হৃষ্যমুখ	ঐ	১টি	—
২২৩।	গৌরাঙ্গ বাজার	ঐ	১টি	—
২২৪।	ছোটমোলা	ঐ	১টি	—
২২৫।	বাতখোলা	ঐ	১টি	—
২২৬।	চিত্তামারা	ঐ	১টি	—
২২৭।	তাকমাছড়া	ঐ	১টি	—
২২৮।	ধনঞ্জয় বাজার	ঐ	১টি	—
২২৯।	রতনপুর	ঐ	১টি	—
২৩০।	নীহারনগর	ঐ	১টি	—
২৩১।	রাধানগর	ঐ	২টি	—
২৩২।	একিনপুর	ঐ	১টি	—
২৩৩।	রাজনগর	ঐ	১টি	—
২৩৪।	উঃ সোনাইছড়ি	ঐ	১টি	—
২৩৫।	দঃ সোনাইছড়ি	ঐ	১টি	—
২৩৬।	পাইখোলা	ঐ	১টি	—
২৩৭।	সুকান্তের বাজার	ঐ	১টি	—
২৩৮।	এন-বি, সি, নগর	ঐ	১টি	—
২৩৯।	কদমতলী	ঐ	১টি	১টি
২৪০।	মতাই	ঐ	১টি	—
২৪১।	ভিমাতলী	ঐ	১টি	—
২৪২।	যশমুড়া	ঐ	১টি	—
২৪৩।	অভয়নগর	ঐ	১টি	—
২৪৪।	রাঙ্গামুড়া	ঐ	১টি	—

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৪৫।	মনু	সাতচান্দ	২টি	—
২৪৬।	শিলাছড়ি	সাতচাঁন্দ	১টি	—
২৪৭।	মাধবনগর	ঐ	১টি	—
২৪৮।	হরিনা	ঐ	৩টি	—
২৪৯।	বড়বিল	ঐ	২টি	—
২৫০।	সমরেন্দ্রগঞ্জ	ঐ	১টি	—
২৫১	চোটখিল	ঐ	২টি	—
২৫২।	বংকুল	ঐ	১টি	—
২৫৩।	শাকবাড়ী	ঐ	১টি	—
২৫৪।	কালাছড়া	ঐ	১টি	—
২৫৫।	সাতচাঁন্দ	ঐ	১টি	—
২৫৬।	কৃষ্ণনগর	ঐ	১টি	—
২৫৭।	আমলিঘাট	ঐ	২টি	—
২৫৮।	ঘোড়াকাপ্পা	ঐ	১টি	—
২৫৯।	মনু বংকুল	ঐ	২টি	—
২৬০।	সোনাই	ঐ	১টি	—
২৬১।	সাব্রুম	ঐ	১টি	—
২৬২।	ভুরাতলী	ঐ	২টি	—

। হ্যাঁ আছে, তবে স্টল করার কোন পরিকল্পনা নাই

৩। যে সমস্ত বাজার সেড্ করার পরিকল্পনা আছে তাহার বিবরন এইরূপ :—

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমার নাম	পরিকল্পিত সেড্ তৈরীর সংখ্যা
১।	কাকরাইছড়া	তেলিয়ামুড়া	১টি
২।	গোলাঘাটি	বিশালগড়	১টি
৩।	লাউগাং	বগাফা	১টি
৪।	পাঃ দাঁতছড়ি	ঐ	১টি

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমার নাম	পরিকল্পিত সেড় তৈরীর সংখ্যা
৫।	খয়েরপুর	জিরানীয়া	১টি
৬।	আনন্দনগর	বিশালগড়	১টি
৭।	পানিসাগর	পানিসাগর	১টি
৮।	জুলাইবাড়ী	বগাফা	১টি
৯।	গান্ধীগ্রাম	মোহনপুর	১টি
১০।	চেবরী	খোয়াই	১টি
			মোট ১০টি

ANNEXRE—"C"

Admitted postpduea unstarred Question No. 11
Name of Member :— Shri Umesh Chandra Nath.
Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Law Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট কতটি মামলা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে ? এবং

২। তার মধ্যে উচ্চ আদালতের কতটি মামলা আছে ?

উত্তর

.। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে সর্বমোট ২৮৩৩৫টি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন আছে।

২। তার মধ্যে উচ্চ আদালতে ৩৪০৩টি মামলা বিচারাধীন আছে।

Admitted Postsponed Unstarred Question No. 12.
Name of Member :- Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Departmenr be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৯৩ইং মার্চ হইতে ১৯৯৪ইং মার্চ এর মধ্যে সারা রাজ্যে বিভিন্ন

কোর্টে এ, পি, পি, এ, ডি, পি, পি, পি, দের দরখাস্ত লে অনেক কেইস উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবং

উত্তর

১। হ্যাঁ,

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে কত সংখ্যক কেইস উঠিয়েমু নেওয়া হয়েছে? (কোর্ট ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

২। এই সময়ের মধ্যে নিম্নবর্নিত ২১৫টি মামলা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কোর্ট ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

Offoce of the District &Sessions Judge
West Tripura : Agartala.

	Name of the Court	No. of cases withdrawn	
1.	Sessions Judge, West Tripura District	3	Fos.
2.	Addl. Sessions Judge, (Sri S. Mukherjee)	3	Nos.
3.	Addl. Sessions Judge, (Vacant Court)	1	No.
4.	Addl. Sessions Judge, (Sri J. Karpurkayastha)	Nil	
5.	Chief Judicial Magistrate, West Tripura.	2	Nos.
6.	Addl Chief Judicial Magistrate, West Tripura.	1	Nos.
7.	Asstt. Sessions Judge No. 1	Nil	
8.	Asstt. Sessions Judge No. 2	Nil	
9.	Judicial Magistrate Ist Class, Agartala, (Sri P. Mahajan)	5	Nos.
10.	Judicial Magistrate 1st Class. Agartala, (Sri B. K. Kalikdar)	13	Nos.
11.	Judicial Magistrate 1st Class (Sri S. Sikdar)	3	Nos.
12.	Judicial Magistrate 1st Class (Sri K. Chakraborty)	3	Nos.
13.	Judicial Magistrate 1st Class (Sri U. Choudhury	5	Nos.

Name of the Court	No. of cases withdrawn	
14. S D. J. M. Sonamura.	28	Nos.
15. Judicial Magistrate 1st Class. Sonamura.	12	Nos.
16. Judicial Magistrate 1st Class, Sonamura.	8	Nos.
17. S. D. J. M. Khowai.	2	Nos.
18. Judicial Magistrate 1st Class, Khowai.	3	Nos.
Total	92	Nos.

Office of the District & Sessions Judge
South Tripura District : Udaipur

Name of Court	No. of Cases Wiihdrawn
1. Sessions Judge Court, Udaipur	3
2. Addl. Sessions Judge Court, Udaipur	7
3. Addl. Sessions Judge Court, Belonia	6
4. Asstt. Sessions Judge Court. Udaipur	6
5. Chiof Judicial Magistrate Court, Udaipur	7
6. Sub-Divisional Judicial Magistrate Court, Belonia	31
7. Judicial Magistrate Court, Udaipur (No 1),	2
8. Judicial Magistrate Court, Belonia	5
Total	67

District & Sessions Judge
North Tripnra : Kailashahaa

Name of the Courts	No. of Cases Withdrawn.
1. Addl. Sessions Judge, Kamalpur	2
2. Chief Judicial Magistrate, North Tripura, Kailashahar.	15

Name o^f the Courts	No. of Cases Withdrown
3. Sud-Divisional Judicial Magistrate, Dharmanagr.	5
4. Sub Divisional Judicial Magistrate, Kamalpur.	9
5. Judicial Magistrat 1st Class (Shri A. K. Nath), Kailashahar	7
6. Judicial Magistrate 1st Class (Shri B. K. Karmakar) Kailashahar.	4
7. Judicial Magistrate 1st Class (Shri S. Dasgupta), Dharmanagar.	2
8. Judicial Magistrate 1st Class (Shri P K. Paul), Dharmanagar	1
9. Judicial Magistrate 1st Class (Shri B Majumder), Kamalpur.	11

Total : 56